পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত। ৩

মহাভারত।

সভা পর্ব্ব।

তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত।

"এই মহাভারতে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা অন্যত্রও থাকিতে পারে; কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি দেখিতে পাইবেন না।" মহাভারত।

কলিকাতা।

পুরাণসংগ্রহ যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৮২।

PRINTED BY RADHA NAUTH BIDDEARUTTNA

ভূমিকা।

মহাভারতীয় সভাপর্ব্ব অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইল। এই খণ্ডে লোকপালদিগের সভাবর্ণন, রাজসূয় যজ্ঞ, দ্যূতক্রীড়া, সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণপ্রভৃতি নিগ্রহ, পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসন ও কুন্তীর বিলাপাদি সমুদায় বিষয় অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে। যে কারণে অতিবিশাল কৌরবকুলে ভ্রাতৃবিরোধের সূত্রপাত হয়, যে কারণে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সাম্রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ভার্য্যা ও ভ্রাতৃগণের সহিত প্রাকৃত জনের ন্যায় ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করেন, যে কারণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরানলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করে, যে কারণে দুর্জ্জয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সমূলে নির্ম্মূলিত হয় এবং যে সকল বৃত্তান্ত লইয়া বেদব্যাস কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, সেই সমুদায়ের মূলস্বরূপ করুণরসপূর্ণ দ্যূতক্রীড়া এই পর্ব্বের অন্তর্গত। এই পর্ব্বে মহর্ষি ব্যাসদেব রৌদ্র, করুণ প্রভৃতি নানাবিধ রসমাধুর্য্যের সহিত অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

সভাপর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্ব অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহার অনুবাদে অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, কারণ কূটার্থপূর্ণ শ্লোক অধিক পরিমাণে এই পর্ব্বে সন্নিবেশিত আছে। যাঁহারা বিশেষ মনোযোগ সহকারে সভাপর্ব্বের আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, তাঁহারা নীতিশাস্ত্রও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের ফল প্রাপ্ত হইবেন এবং মনুষ্যের অবস্থা যে কখনই অপরিবর্ত্তনীয় নহে, যুধিষ্ঠিরের অতুল সাম্রাজ্য ও দ্যূতোপলক্ষে নির্ব্বাসনব্যাপার অবলোকন করিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

কলিকাতা
১৭৮২ শকাব্দা।

মহাভারতীয় সভাপর্ব্বের সূচিপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
সভাক্রিয়া পর্ব্ব	১	১	১
সভানির্ম্মাণার্থ স্থানপরিমাণ	২	১	৫
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় যাত্রা	২	১	১৩
অর্জ্জুনের প্রতি ময়দানবের বাক্য ও তাহার মৈনাকপর্ব্বতে গমন	৩	২	১
ময়দানবের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন, তৎ কর্ত্তৃক সভানির্ম্মাণ ও ভীমাদিকে গদাদি প্রদান	৪	১	২০
সভাবর্ণন	৪	১	২৫
যুধিষ্ঠিরের সভাপ্রবেশ	৫	১	৬
লোকপাল সভাখ্যান পর্ব্ব-নারদের সভায় আগমন ও তাঁহার গুণকীর্ত্তন	৬	১	৯
নারদের পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি কুশলপ্রশ্ন	৬	২	৪
নারদসন্নিধানে যুধিষ্ঠিরের সভাবিষয়ক প্রশ্ন	১১	১	২২
নারদ কর্ত্তৃক ইন্দ্র-সভাবর্ণন	১১	২	২৪
যমসভাবর্ণন	১২	২	১৬
বরুণসভাবর্ণন	১৩	২	২৭
কুবেরসভাবর্ণন	১৪	২	১৯
ব্রহ্মসভাবর্ণন	১৫	২	২৭
রাজা হরিশ্চন্দ্রের বৃত্তান্তকথন	১৮	১	৯
রাজসূয়প্রশংসা	১৮	১	৩৩
পাণ্ডুসন্দেশকথন	১৮	২	৬
রাজসূয়ারম্ভ পর্ব্ব	১৯	১	১১
মন্ত্রিগণ, ধৌম্য ও দ্বৈপায়নের সহিত যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রণা	২০	১	১৪
যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক কৃষ্ণের নিকট দূতপ্রেরণ	২০	২	৪
শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন	২০	২	৮
জরাসন্ধবধের মন্ত্রণা	২১	১	৯
বৃহদ্রথ রাজার উপাখ্যান	২৬	১	২৬
জরাসন্ধোৎপত্তি	২৭	১	২৭
জরাসন্ধের রাজ্যাভিষেক	২৯	১	১১
শ্রীকৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের শত্রুতা	২৯	১	২৫
জরাসন্ধবধ পর্ব্ব	২৯	২	১৩
ভীমার্জ্জুন সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের মগধরাজ্যে গমন	৩০	২	১০
কৃষ্ণাদির জরাসন্ধসমীপে গমন	৩২	১	৭
জরাসন্ধের যুদ্ধোদ্যোগ	৩৪	২	১০
ভীমের সহিত জরাসন্ধের যুদ্ধ	৩৩	২	২৬
জরাসন্ধবধ	৩৫	২	২১
কৃষ্ণ কর্ত্তৃক জরাসন্ধকারারুদ্ধ নৃপগণের মোচন	৩৬	১	৮

	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
ভীমার্জ্জুন সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন	৩৭	১	৯
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন	৩৭	১	২৪
দিগ্বিজয় পর্ব্ব-যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে অর্জ্জুনাদির দিগ্বিজয়ে যাত্রা	৩৭	২	১১
অর্জ্জুনের উত্তর দিকে গমন ও জয়লাভ	৩৯	২	২৯
ভীমের পূর্ব্ব দিকে গমন ও জয়লাভ	৪০	২	১৫
সহদেবের দক্ষিণ দিকে গমন ও জয়লাভ	৪২	১	১৮
নকুলের পশ্চিম দিকে গমন ও জয়লাভ	৪৫	১	৫
রাজসূয়িক পর্ব্ব-যুধিষ্ঠিরের রাজ্যবর্ণন	৪৫	২	১৮
যুধিষ্ঠিরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমন	৪৬	১	১৪
যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞোদ্যোগ	৪৬	২	২৮
রাজগণের নিমন্ত্রণার্থে দূতপ্রেরণ	৪৭	১	২২
ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাভিষেক	৪৭	১	৩৭
ভূপতিগণের যজ্ঞে আগমন	৪৭	২	৩২
যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক দুঃশাসনপ্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিয়োগ	৪৮	২	২২
অর্ঘাভিহরণ পর্ব্ব-অভিষেকদিবসে রাজাদির অন্তর্বেদীতে প্রবেশ	৪৯	১	২৭
নারদের চিন্তা	৪৯	২	১৭
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের বাক্য	৫০	১	৯
ভীষ্মের বাক্যানুসারে সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণকে অর্ঘপ্রদান	৫০	১	৩১
শিশুপালের ক্রোধ	৫০	২	১
শিশুপালের প্রতি যুধিষ্ঠিরাদির বাক্য	৫১	২	৫
সুনীথের ক্রোধ ও বজ্রব্যাঘাত-পরামর্শ	৫৩	১	১২
শিশুপালবধ পর্ব্ব-ভীষ্মের প্রতি যুধিষ্ঠিরের বাক্য	৫৩	১	৩২
শিশুপালকৃত ভীষ্মভৎর্সনা ও কৃষ্ণনিন্দাদি	৫৩	২	২৯
ভীষ্ম কর্ত্তৃক শিশুপালের জন্মবৃত্তান্তকথন	৫৪	১	২০
শিশুপাল কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান	৫৮	২	১৯
কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিশুপালের মস্তকচ্ছেদন	৫৯	২	২৪
রাজসূয় যজ্ঞসমাপ্তি ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন	৬০	১	২০
দ্যূতপর্ব্ব-যুধিষ্ঠিরসমীপে ব্যাসের আগমন	৬১	১	৩১
ব্যাসের কৈলাস পর্ব্বতে গমন ও যুধিষ্ঠিরের চিন্তা	৬২	১	২
শকুনির সহিত দুর্য্যোধনের সভাদর্শন ও দুরবস্থা	৬৩	২	১৩
দুর্য্যোধনের হস্তিনাপুরে প্রস্থান	৬৩	১	১৪
দুর্য্যোধন-শকুনি-সংবাদ	৬৩	১	২২
দ্যূতক্রীড়ার পরামর্শ নিমিত্ত বিদুরের নিকট দূতপ্রেরণ	৬৬	১	২৮
বিদুর-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ	৬৬	২	২৯
নির্জ্জনে দুর্য্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শ	৬৭	১	২৫

	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
সভানির্ম্মাণের নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞা ও সভানির্ম্মাণ	৭৪	১	৭
ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় বিদুরের পাণ্ডবসমীপে গমন	৭৪	১	২৮
যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্রগৃহে আগমন	৭৫	১	২৪
যুধিষ্ঠির-শকুনি-সংবাদ	৭৫	২	২৩
দ্যূতক্রীড়া	৭৬	২	১৬
দ্রৌপদীকে সভায় আনয়নার্থ বিদুরের প্রতি দুর্য্যোধনের আদেশ	৮২	২	৩২
বিদুর কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের ভৎর্সনা	৮২	২	৩৭
দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে প্রাতিকামীর দৌপদী আনায়নার্থ গমন	৮৩	২	১৫
দ্রৌপদীবাক্য শ্রবণে প্রাতিকামীর যুধিষ্ঠিরসমীপে আগমন	৮৪	১	১১
যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদীসমীপে দূতপ্রেরণ	৮৪	২	৭
দুর্য্যোধনের আদেশক্রমে দুঃশাসনের দ্রৌপদীর সমীপে গমন ও তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভায় আনয়ন।	৮৪	২	৩৭
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমসেনের ক্রোধবাক্য	৮৬	২	১৩
বিকর্ণের বাক্য	৮৭	১	৮
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ	৮৮	১	১৫
ভীম কর্ত্তৃক দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদারণপূর্ব্বক রক্তপানপ্রতিজ্ঞা	৮৮	২	৮
বিদুর কর্ত্তৃক প্রহ্লাদ ও আঙ্গিরসের ইতিহাসকথন	৮৯	১	১৭
দ্রৌপদীবিলাপ	৯০	২	১
দ্রৌপদীসমীপে দুর্য্যোধনের বামোরুর বসন উত্তোলন ও ভীমসেন কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গপ্রতিজ্ঞা।	৯২	২	৫
ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনকে ভৎর্সনা ও দ্রৌপদীকে বরদান	৯৩	১	২৯
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশবাক্য ও পাণ্ডবগণের খাণ্ডবপ্রস্থে গমন ..	৯৪	২	১৭
অনুদ্যূতপর্ব্ব-ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দুর্য্যোধনাদির বাক্য	৯৫	১	৩৭
পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ার মন্ত্রণা	৯৬	১	১১
ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর বাক্য	৯৬	২	৯
দ্যূতক্রীড়ারম্ভ ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয়	৯৭	১	১৭
যুধিষ্ঠিরাদির বনগমনোপক্রম	৯৮	১	২১
পাণ্ডবগণের ধৃতরাষ্ট্রসমীপে গমন	১০০	১	৭
যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাদির নিকট বিদায়গ্রহণ	১০০	১	১০
কুন্তীপ্রভৃতির নিকট দ্রৌপদীর বনগমনপ্রার্থনা ও কুন্তীর বিলাপ	১০১	১	১
বিদুর-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ	১০২	২	১০
সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ	১০৪	২	১

সভাপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

সভা পর্ব্ব।

সভাক্রিয়া পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর, সরস্বতী দেবী এবং বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ময়দানব কৃতাঞ্জলি হইয়া বাসুদেবের সন্নিধানে অর্জ্জুনের বারংবার সৎকার ও পূজা করিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিল, হে কৌন্তেয়! আপনি ক্রোধান্বিত কৃষ্ণ এবং দহনোন্মুখ হুতাশন হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন; অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার করিব। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাসুর! তোমার সমস্ত প্রত্যুপকার করাই হইয়াছে; তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর, তুমি আমার প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকিও, আমিও তোমার প্রতি সম্যক্ প্রীত রহিলাম। ময় কহিল, হে বিভো! আপনি স্বীয় মহত্ত্বানুরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা যে, প্রীতিপূর্ব্বক আপনার কিঞ্চিৎ উপকার করি। আমি দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা; কেবল আপনার গুণগ্রামের নিতান্ত বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমাদ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে আমার ইচ্ছা নাই; কিন্তু তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে; অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে। তখন ময় আদেশলিপ্সু হইয়া কৃষ্ণকে অনুরোধ করিল। কৃষ্ণ তাহার আগ্রহাতিশয় সন্দর্শনে আদেষ্টব্য বিষয়ের নিমিত্ত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে শিল্পকর্ম্মবিশারদ! যদি তুমি নিতান্তই আমার প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানে মানস করিয়াছ, তবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এরূপ এক সভা নির্ম্মাণ কর যে, মনুষ্যগণ তাহাতে উপবেশনপূর্ব্বক সম্যক্ নিরীক্ষণ করিয়াও যেন তাহার অনুকরণ করিতে না পারে। ঐ সভাতে যেন দিব্য, মানুষ ও আসুর অভিপ্রায়সকল স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

ময়দানব কৃষ্ণের অনুজ্ঞা লাভে পরমাহ্লাদিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বিমানসদৃশ পরম সুন্দর সভা নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিল। এদিকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া ময়দানবকে লইয়া দেখাইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহাকে

যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। ময়ও তাঁহার সমুচিত সৎকার ও তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের পর পাণ্ডুনন্দনগণসমীপে দানবদিগের বিচিত্র চরিত্রসকল বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের অভিপ্রায়ানুসারে পুণ্য দিনে কৃতকৌতুকমঙ্গল হইয়া পায়স ও বহুবিধ ধনদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া সর্ব্ব ঋতুগুণে সম্পন্ন দিব্যরূপ মনোহর সভাস্থলীর পরিসর পঞ্চ সহস্র হস্ত পরিমাণ করিয়া লইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব, পরম প্রীত পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া কিয়ৎ দিন খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিলেন। পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎসুক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তী দেবীর চরণ বন্দন করিলেন। ভোজরাজদুহিতা তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন বাসুদেব সাক্ষাৎকরণমানসে স্বীয় ভগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া অর্থযুক্ত, যথার্থ, হিতকর, অল্পাক্ষর ও অখণ্ডনীয় বাক্যে তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন। ভদ্রভাষিণী ভদ্রাও তাঁহাকে জননীপ্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদয় কহিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও অভিবাদন করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দন এবং দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে তথাহইতে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান্ বাসুদেব পঞ্চ পাণ্ডব কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমরগণপরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য্য করিবার মানসে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মাল্য, জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া স্বপুর গমনোদ্যোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন। স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র, ফল, পুষ্প ও অক্ষতপ্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব তাঁহাদিগকে ধন দানপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অত্যুৎকৃষ্ট তিথি নক্ষত্রযুক্ত মুহূর্ত্তে গদা চক্র অসি শার্ঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রপরিবৃত গরুড়কেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক দারুক সারথিকে তৎস্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বল্গা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুনও তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদণ্ডবিরাজিত শ্বেত চামর ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করত প্রদক্ষিণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, নকুল এবং সহদেব, ঋত্বিক ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। শত্রুবলান্তক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণানুগত গুরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধ যোজন গমন করিয়া

শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করত প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরণপতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবগণের সহিত যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করত অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অমরাবতীপ্রস্থিত মহেন্দ্রের ন্যায় দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণকে যত ক্ষণ দেখিতে পাইলেন, তত ক্ষণ তাঁহারা নিমেষশূন্য নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মন পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে স্বপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবকীনন্দন কৃষ্ণও অনুগামী মহাবীর সাত্বত এবং দারুক সারথির সহিত বেগবান্ গরুড়ের ন্যায় সত্বরে দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সুহৃজ্জনপরিবৃত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন। এবং ভ্রাতা, পুত্র ও বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ প্রমোদে কাল ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এদিকে কৃষ্ণও পরমাহ্লাদিতচিত্তে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পুরপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিতা আহুক ও যশস্বিনী মাতাকে পরে বলভদ্রকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, গদ, অনিরুদ্ধ, ও ভানুকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ময়দানব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া এক্ষণে বিদায় হইতেছি, পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিব। পূর্ব্ব কালে কৈলাসের উত্তরভাগে মৈনাকসন্নিধানে দানবগণ যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা করেন। ঐ দানবযজ্ঞে আমি বিন্দুসরোবরসন্নিধানে মণিময় রমণীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিয়াছিলাম। যে সমস্ত দ্রব্যজাত দানবরাজ বৃষপর্ব্বার সভামণ্ডপে অবস্থাপিত ছিল, যদি এক্ষণে তাহা বিনষ্ট হইয়া না থাকে, তবে গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে আগমন করিব। পরে আপনকার মনঃপ্রহ্লাদিনী যশস্বিনী অতি বিচিত্রা সর্ব্বরত্নভূষিতা সভাস্থলী নির্ম্মাণ করিয়া দিব। আর বিন্দুসরোবরে এক গদা নিহিত রহিয়াছে, বোধ করি দানবরাজ বৃষপর্ব্বা সংগ্রামে শত্রু সংহার করিয়া সুবর্ণমণ্ডিতা শত্রুনাশিনী ভারসহা সুদৃঢ়া ঐ গদা বিন্দুসরোবরে রাখিয়া দেন। যাদৃশ গাণ্ডীব আপনার উপযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ শতসহস্রগদাপ্রভাবশালিনী উক্ত গদাও ভীমসেনের অনুরূপ হইবে। আর বরুণপরিগৃহীত দেবদত্ত সুস্বন মহাশঙ্খও তথায় নিহিত রহিয়াছে। আমি এই সমস্ত বস্তু আনিয়া নিঃসন্দেহ আপনাকে প্রদান করিব, এই বলিয়া অর্জ্জুনের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ময়দানব পূর্ব্বোত্তর দিগ্বিভাগে প্রস্থান করিল, এবং কৈলাসের উত্তরাংশে মৈনাকসন্নিধানে মণিমণ্ডিত হিরণ্ময় শৃঙ্গশালী সুমহান্ এক পর্ব্বত দেখিতে পাইল। সেই স্থানেই রমণীয় বিন্দুসরোবর নিখাত রহিয়াছে। রাজা ভগীরথ, ভগবতী ভাগীরথীর দর্শনমানসে বহু কাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। ভূতভাবন ভগবান্ প্রজাপতি সেই স্থানেই অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞশত অনুষ্ঠান করেন। মণিময়

যূপ ও হিরণ্ময় চৈত্যসকল দৃষ্টান্তরূপে তথায় রক্ষিত হয় নাই, কেবল তৎপ্রদেশের শোভা সম্পাদনার্থই নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সেই স্থানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি তথায় প্রজাসমস্ত সৃষ্টি করিয়া শত সহস্র ভূতগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়াছিলেন। নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, যম ও স্থাণু যুগসহস্র অতিক্রান্ত হইলে তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, বাসুদেব ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অবিচ্ছেদে বহু বৎসর তথায় যজ্ঞ কার্য্য সমাধান করেন, কেশবের সুবর্ণমালালঙ্কৃত যূপ ও শতসহস্রসংখ্যক ভাস্বর চৈত্যে তথাকার রমণীয় শোভা সম্পাদিত হইয়াছে। ময়দানব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দানবরাজ বৃষপর্ব্বার অধিকৃত স্ফটিকময় সভানির্ম্মাণোপযোগী সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী, মহতী গদা, দেবদত্ত শঙ্খ ও কিঙ্কর এবং যক্ষসংরক্ষিত ধনসমস্ত গ্রহণ করিল।

অনন্তর মহাসুর ময় সমস্ত বস্তু সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইয়া অলোকসামান্য ত্রিলোকবিখ্যাত মণিময়ী সভাস্থলী নির্ম্মাণ করিল। ভীমসেনকে গদা ও অর্জ্জুনকে দেবদত্ত মহাশঙ্খ সমর্পণ করিল। ঐ শঙ্খ ধ্বনিত হইলে লোকসকল কম্পিত হইত। সুবর্ণনির্ম্মিত তরুরাজিবিরাজিত সভামণ্ডপ চতুর্দ্দিকে পঞ্চসহস্র হস্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। পাণ্ডবসভা হুতাশন, সূর্য্য ও চন্দ্রের সভার ন্যায় সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। তদীয় প্রভাপ্রভাবে প্রভাকরের অতি ভাস্বর প্রভাও নিতান্ত প্রতিহত হইল। তৎকালে অলোকসামান্য সেই সভা স্বীয় তেজঃপুঞ্জ দ্বারা যেন জ্বলিত হইয়া উঠিল। নবীননীরদসঙ্কাশ অতি বিশাল উন্নত রমণীয় পাপনাশক শ্রমাপহারক রত্নপ্রাকারমণ্ডিত বহুচিত্রোপশোভিত অত্যুত্তম দ্রব্যসম্ভারশালী বহুলধনসম্পন্ন গগনব্যাপী বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত যাদবসভা, দেবসভা ও ব্রহ্মসভাও পাণ্ডবগণের সভার নিকট পরাজিত হইয়াছিল। ময়দানবের আদেশানুসারে গগনচর মহাঘোর মহাকায় মহাবল রক্তনেত্র শুক্তিকর্ণ আয়ুধধারী অষ্ট সহস্র কিঙ্কর ও রাক্ষস ঐ রমণীয় সভার রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং আবশ্যকমতে বহন করিয়া উহাকে স্থানান্তরেও লইয়া যাইত। ময়দানব ঐ সভাস্থলে এক অপূর্ব্ব সরোবর প্রস্তুত করিয়াছিল, ঐ সরোবরের সোপানপরম্পরা স্ফটিকময়, পরিসরবেদিকাসকল মণিনির্ম্মিত, জল অতি স্বচ্ছ, পঙ্কশূন্য ও সুবর্ণনির্ম্মিত মৎস্য-কূর্ম্ম-স্বার্থ-সঙ্কুল। মণিময় মৃণালে পরিশোভিত ও বৈদূর্য্যপত্রে সমলঙ্কৃত বিকসিত কনক কমল কহ্লারজালে উহার অত্যদ্ভুত মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। হংস, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গমগণ তীরে ও নীরে বিহার করিয়া জনগণের নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিল। মুক্তাফল ও নানাবিধ রত্নে উহার চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। রাজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সরোবরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াও সহসা উহাকে সরোবর বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। প্রত্যুত তাঁহারা অজ্ঞানতাবশতঃ সরোবরের উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই সভার উভয় পার্শ্বে ফল-পুষ্প-কিসলয়োপশোভিত সুশীতল নীলবর্ণ ছায়াসম্পন্ন মনোরম বহুবিধ উন্নত পাদপাবলী সন্নিবেশিত ছিল। অতি সুরভি কানন ও হংস-কারণ্ডব-চক্রবাকোপশোভিত পুষ্করিণীসকল সভার চারি দিকে শোভা বিস্তার করিল। সমীরণ তত্রত্য জলজ ও স্থলজ পদ্মের গন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সেবা করিতে লাগিল। ময়দানব চতুর্দ্দশ মাসে রমণীয় সভাভূমি নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমাপ্তি সম্বাদ প্রদান করিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঘৃত মধুমিশ্রিত পায়স, ফল, মূল, হরিণাদি মৃগমাংস বিবিধ চোষ্য নানাবিধ পেয় ও মিষ্টান্ন দ্বারা নানাদিগ্‌দেশাগত অযুতসংখ্যক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন। পরে অখণ্ড বস্ত্র ও মাল্য দ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন ও একৈক ব্যক্তিকে সহস্র সহস্র গোদানপূর্ব্বক সভাপ্রবেশ করিলেন। সভামধ্যে গগনস্পর্শী পুণ্যাহধ্বনি হইতে লাগিল। তৎপরে মহারাজ যুধিষ্ঠির বিবিধ বাদ্য বাদন ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা ও স্থাপনা করিলেন। সভাস্থলে মল্ল ঝল্ল নট বৈতালিক ও সুত সকলে উপস্থিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির দেবপূজা সম্পাদনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে সেই রমণীয় সভায় ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। মহর্ষিগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সভামণ্ডপে উপবেশন করিলেন। ভূপালগণ নানাদেশ হইতে আগমনপূর্ব্বক তথায় উপবিষ্ট হইলেন। আর অসিত, দেবল, সত্য, সর্পমালী, মহাশিরা, অর্ব্বাবসু, সুমিত্র, মৈত্রেয়, শুনক, বলি, বক, দাণ্ড, স্থূলশিরা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শুক, সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, তিত্তিরি, যাজ্ঞবল্ক্য, সপুত্র লোমহর্ষণ, অপ্সুহোম্য, ধৌম্য, অনীমাণ্ডব্য, কৌশিক, দামোষ্ণীশ, ত্রৈবলি, পর্ণাদ, বরজানুক, মৌঞ্জায়ন, বায়ুভক্ষ, পারাশর্য্য, সারিক, বলীবাক, সিনীবাক, সত্যপাল, কৃতশ্রম, জাতূকর্ণ, শিখাবান্‌, আলম্ব, পারিজাতক, মহাভাগ পর্ব্বত, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, পবিত্রপাণি, সাবর্ণ, ভালুকি, গালব, জঙ্ঘাবন্ধু, রৈভ্য, কোপবেগ, ভৃগু, হরিবভ্রু, কৌণ্ডিন্য, বভ্রুমালী, সনাতন, কাক্ষীবান্‌, ঔশিজ, নাচিকেতা, গৌতম, পৈঙ্গ, বরাহ, শুনক, মহাতপা শাণ্ডিল্য, কুক্কুর, বেণুজঙ্ঘ, কালাপ, কঠ ও অন্যান্য বেদবেদাঙ্গপারগ ধর্ম্মজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধস্বভাব মহর্ষিগণ এবং ব্যাসশিষ্য আমরা তথায় অতিপবিত্র কথা কীর্ত্তন করত মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতে লাগিলাম। শ্রীমান্‌ মহাত্মা ধর্ম্মশীল মুঞ্জকেতু, বিবর্দ্ধন, সঙ্গ্রামজিৎ দুর্ম্মুখ, বীর্য্যবান্‌ উগ্রসেন, ক্ষিতিপতি কক্ষসেন, অপরাজিত ক্ষেমক, কাম্বোজরাজ কমট, বজ্রধরসদৃশ প্রভাবশালী যবনজিৎ মহাবল কম্পন, জটাসুর, মদ্রকরাজ, কুন্তী, কিরাতরাজ পুলিন্দ, পুণ্ড্রক, অঙ্গ, বঙ্গ, অন্ধ্রক, পাণ্ড্য, উড্ররাজ, সুমিত্র, শত্রুঘাতী শৈব্য, কিরাতরাজ সুমনা, যবনাধিপতি চানূর, দেবরাত, ভীমরথ ভোজ, শ্রুতায়ুধ, কালিঙ্গ, জয়সেন, মাগধ, সুকর্ম্মা চেকিতান, শত্রুমর্দ্দন পুরু, কেতুমান, বসুদান, বৈদেহ, কৃতক্ষণ, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, মহাবল শ্রুতায়ু, দুর্দ্ধর্ষ অনূপরাজ, সুদর্শন ক্রমজিত, শিশুপাল, সপুত্র করূষাধিপতি, বৃষ্ণিবংশীয় দেবরূপী কুমারগণ, আহুক, বিপৃথু, গদ, সারণ, অক্রূর, কৃতবর্ম্মা, শিনিপুত্র সত্যক, ভীষ্মক, অকৃতি, বীর্য্যবান্‌ দ্যুমৎসেন, ধনুর্দ্ধর কৈকেয়বর্গ, যজ্ঞসেন, সৌমকি, কেতুমান, বসুমান্‌ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণ সভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত রাজকুমার মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক অর্জ্জুনের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ও তাঁহাদিগের সতীর্থ রৌক্মিণেয়, সাম্ব, যুযুধান সাত্যকি, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, শৈব্য প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ এবং ধনঞ্জয়ের সখা তুম্বুরু তথায় উপস্থিত হইলেন। গীতবাদ্যবিশারদ তানলয়কুশল অমাত্যসমবেত চিত্রসেন এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও কিন্নরগণ তুম্বুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তান লয় বিশুদ্ধস্বরসংযোগে সঙ্গীত করিয়া পাণ্ডুনন্দন ও মহর্ষিগণের প্রীতি স-

প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপাসনা করিতে লাগিলেন। যাদৃশ স্বর্গে দেবতারা ব্রহ্মাকে আরাধনা করেন, সেইরূপে সেই মহতী সভায় সকলে সমাসীন হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

সভাক্রিয়া পর্ব্ব সমাপ্ত।

লোকপাল সভাখ্যান পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! মহানুভব পাণ্ডব ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় অধ্যাসীন হইলে দেবর্ষি নারদ, পারিজাত, রৈবত, সুমুখ, ধৌম্য প্রভৃতি কতিপয় তেজঃপুঞ্জ ঋষি সমভিব্যাহারে ভুবনতলে বিচরণ করিতে করিতে সভায় উপনীত হইলেন। তিনি সমস্ত বেদ, উপনিষদ্, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ সমুদায় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তাঁহার মত রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতির পারদর্শী প্রায় দৃষ্ট হইত না, তিনি প্রগল্ভ স্মৃতিমান্ প্রমাণনিষ্ঠ কবি ও পুরাকল্প-বিশেষবিৎ ছিলেন, যাড়্গুণ্যপ্রয়োগ বিষয়ে তাঁহার তুল্য কেহই ছিলেননা, ফলত তাদৃশ সন্ধি বিগ্রহ কার্য্যকুশল ব্যক্তি সে সময়ে অতীব বিরল ছিল। তিনি অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন, মেধাবী এবং ন্যায়বান্ ছিলেন। শিষ্যমণ্ডলীকে কিরূপে জ্ঞানোপদেশ ও কার্য্যোপদেশ প্রদান করিতে হয় তাহা তিনিই যথার্থ জানিতেন। তাঁহার ন্যায় সভ্য ও যুদ্ধগান্ধর্ব্বসেবী আর দৃষ্টিগোচর হইত না, তিনি বৃহস্পতি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারিতেন, তাঁহার নিকট বাক্যের গুণ দোষ বিবেচনা হইত। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গই যথাবিধি সেবা করিয়াছিলেন, লোক গবলে ত্রিলোক সর্ব্বক্ষণ তাঁহার প্রত্যক্ষ হইত এবং অতীত ও অনাগতকাল বর্ত্তমানের ন্যায় দেখিতে পাইতেন।

দেবর্ষি সভাসীন পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা ধর্ম্মরাজের পূজা ও সৎকার করিলেন। নারদকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার অনুজগণ সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অতিবিনীতভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর বসিতে আসন প্রদান করিয়া গো, সুবর্ণ, মধুপর্ক, অর্ঘ্য এবং অন্যান্য অভিলষিত বস্তু দ্বারা তাঁহার যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। মহর্ষি রাজার সৎকারে সম্যক্ প্রসন্ন হইয়া ধর্ম্মকামার্থযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাচ্ছলে উপদেশ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! অর্থচিন্তায় নিরত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা ত বিস্মৃত হয়েন না? সুখানুভবে অত্যন্ত ব্যাসক্ত হইয়া মনকে ত একেবারে দূষিত করেন না? ত্রিবর্গসেবায় ত ত্বদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন? অর্থলুব্ধ হইয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনে ত বিরক্তি প্রকাশ করেন না? ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া অর্থচিন্তায় ত একান্ত নিবৃত্ত হয়েন না? অবিশ্রান্ত কামরসাস্বাদ দ্বারা আপনকার ধর্ম্মার্থের ত হানি হইতেছে না? উচিত সময়ে ত উহাদিগের যথাবিধি সেবা করিয়া থাকেন? সপ্ত উপায়, গুণষটক ও স্বপরপক্ষের বলাবল ত সম্যক পর্য্যালোচিত হইয়া থাকে? কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গসংস্কার, সেতুনির্ম্মাণ, আয়ব্যয়শ্রবণ, পৌরকার্য্যদর্শন ও জনপদপর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য ত সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হয়? তোমার সপ্ত প্রকৃতি ত কুশলে রহিয়াছে? তাহারা ত সবুদ্ধিসম্পন্ন? তাহাদিগের ত প্রভুভক্তির ন্যূনতা দৃষ্ট হয় না? তাহারা ত ব্যসনে লিপ্ত নহে? বিশ্বস্তচিত্ত অমাত্য দূতগণ ও তোমার ...

তোমার অমাত্যদিগের গূঢ়মন্ত্রণা সকল ভেদ করিতে পারে না? মিত্র উদাসীন ও শত্রুদিগের অভিসন্ধি সমস্ত আপনি ত বুঝিয়া থাকেন? যথাকালে ত সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহবিধানে প্রবৃত্ত হয়েন? উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত মাধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ, বিশুদ্ধস্বভাব, সম্বোধনক্ষম, সৎকুলজাত, অনুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত অভিষিক্ত হয়? কারণ মন্ত্রণা জয়লাভের অদ্বিতীয় হেতু, অতএব আপনি ত রাজ্যরক্ষার্থে সম্বৃতমন্ত্র শাস্ত্রবিদ্যাবিশারদ অমাত্যদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন? বিপক্ষেরা ত আপনকার রাজ্য আক্রমণে ও বিলুণ্ঠনে সমর্থ নহে? যথাকালে ত নিদ্রিত ও জাগরিত হন? অপর রাত্রিতে ত অর্থ চিন্তা করিয়া থাকেন? একাকী অথবা বহুজনপরিবৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না? মন্ত্রিত মন্ত্র ত জনপদমধ্যে অপ্রচারিত থাকে? স্বল্পায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয়সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন? আলস্যপরতন্ত্র হইয়া তাদৃশ কার্য্যে কখন ত বিঘ্নোৎপাদন করেন না? কৃষীবলেরা ত আপনার পরোক্ষে প্রকৃতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে? কারণ প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই। অনারব্ধ কার্য্যের পরীক্ষার্থে ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষকসকল ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন? যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরপুরুষ দ্বারা কুমারদিগকে ত যুদ্ধশিক্ষা করাইতেছেন? সহস্র মূর্খবিনিময় দ্বারা এক জন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন? কারণ কোন প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন। দুর্গসকল ত ধন ধান্য উদক ও যন্ত্রে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন? তথায় শিল্পীগণ ও ধনুর্দ্ধর পুরুষেরা সর্ব্বদা ত [illegible] করে? [illegible]

মেধাবী শূর দান্ত বিচক্ষণ অমাত্য রাজা এবং রাজপুত্রকে রাজ্যলক্ষ্মীর প্রণয়াস্পদ করিতে পারেন। মহারাজ! গূঢ় চর দ্বারা শত্রুপক্ষীয় চরত্রয় ত বিশিষ্টরূপ অবগত হইয়া থাকেন? অপ্রমত্ত হইয়া বিপক্ষবর্গের অজ্ঞাতসারে ত তাঁহাদিগের কার্য্যসকল নিরীক্ষণ করেন? বিনয়সম্পন্ন অসূয়াশূন্য সৎকুলজাত বহুশ্রুত ব্যক্তিকে ত সৎকার করিয়া পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছেন? এবং বিধিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, সরল ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিকে ত হোমকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন? আপনকার দৈবজ্ঞ ত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ, রাজ্যাঙ্গকুশল ও সর্ব্বপ্রকার উৎপাতগণনায় সক্ষম? আপনি কার্য্যের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া ত লোকসকলকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন? প্রধান ভৃত্যের প্রতি প্রধান, মধ্যমের প্রতি মধ্যম এবং নিকৃষ্টের প্রতি ত নিকৃষ্ট কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়াছেন? পিতৃপিতামহাগত শুচিস্বভাব বৃদ্ধ সচিবেরাই ত শ্রেষ্ঠ কার্য্যসম্পাদনে নিযুক্ত আছে? প্রচণ্ড দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না? যাজকেরা পতিত ব্যক্তিকে যেমন অবজ্ঞা করেন এবং প্রমদারা যেমন তীক্ষ্ণস্বভাব কামপরতন্ত্র পতিকে অনাদর করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনকার রাজ্যশাসনকারী মন্ত্রীগণ ত আপনাকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে না? মহাকুলপ্রসূত, প্রগল্ভ, সৌর্য্য-বীর্য্য-গাম্ভীর্য্য-সম্পন্ন, কার্য্যদক্ষ ও প্রভুপরায়ণ ব্যক্তিকেই ত সেনানীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন? সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ প্রবলপরাক্রান্ত সচ্চরিত্র সাহসী সৈনিক পুরুষদিগকে ত যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন? এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগের বেতনাদিপ্রদানে ত বিমুখ হয়েন না? তাহা হইলে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত তাঁহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্ট ঘটনা ও বিদ্রোহের

সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে। সৎকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছে? তাহারা ত তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে? সমস্ত রণ কার্য্য নির্ব্বাহার্থে একজন শাসনাবজ্ঞ যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে ত নিযুক্ত করেন না? যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পুরুষকারদ্বারা প্রভুকার্য্য সুসম্পন্ন করে, তাহা হইলে সে ত আপনার নিকটে সম্যক্ পুরস্কৃত ও সমধিক সম্মানিত হইয়া থাকে? জ্ঞানালোকসম্পন্ন কৃতবিদ্য অতিবিনীত গুণবান্ ব্যক্তিদিগকে ত যথোচিত ধনদান করেন? মহারাজ! যাহারা কেবল আপনকার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপতিত ও যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্র কলত্রপ্রভৃতি পরিবারবর্গকে ত ভরণ পোষণ করিতেছেন? ক্ষীণবল বা যুদ্ধেপরাজিত শত্রু ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইলে তাহাকে ত পুত্রনির্ব্বিশেষে রক্ষা করিয়া থাকেন? শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র কোষ ও ভৃত্য ত্রিবিধ বল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া, অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন? যেমন পিতা মাতা সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন, তদ্রূপ আপনিও ত সমদৃষ্টিতে সমুদ্রমেখলা সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন? সৈন্যগণের ব্যবসায় ও জয়লাভসামর্থ্য বুঝিয়া তাহাদিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদানপূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকেন? পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে ত যথাযোগ্য ধনদান করেন? স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মপরাজয় পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, প্রমত্ত বিপক্ষদিগকে ত পরাজয় করিতেছেন? যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ত যথাবিধি প্রয়োগ করিয়া থাকেন? বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণকালে আপন অধিকার ত দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করেন? এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন? অষ্টাঙ্গযুক্ত, বলমুখ্য-কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত, আপনকার চতুরঙ্গিনী সেনা ত শত্রুপরাজয়ে সক্ষম হইয়াছে? পররাষ্ট্রের শস্যচ্ছেদন ও শস্যসংগ্রহকাল উপেক্ষা না করিয়া শত্রুহিংসায় ত প্রবৃত্ত হয়েন? অর্থচিন্তার নিমিত্ত আপনার অধিকৃত পুরুষেরা ত স্বরাজ্যে ও পর রাজ্যে নিযুক্ত হইয়া ত্বৎকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে? তাহারা ত বিসম্বাদী হইয়া পরস্পরের মন্ত্রণা প্রকাশিত করেনা? ভৃত্যেরা ত ত্বদীয় বশবর্ত্তী হইয়া খাদ্য সামগ্রী, গাত্রমার্জ্জন বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্যসকল রক্ষা করিয়া থাকে? আপনাতে অনুরক্ত কর্ম্মচারীগণ ধান্যাগার, বাহন, দ্বার, আয়ুধ ও আয় ইত্যাদির ত সম্যক্ তত্ত্বাবধারণ করে? আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্যজনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয় লোক হইতে তাহাদিগকে এবং তাহাদের পরস্পর হইতে পরস্পরকে ত রক্ষা করিয়া থাকেন? আপনার আয়ের চতুর্থ ভাগ, অর্দ্ধভাগ, বা ত্রিভাগ দ্বারা নিজব্যয় ত নির্ব্বাহ করেন? বৃদ্ধলোক, জ্ঞাতিবর্গ, গুরুজন, বণিক, শিল্পী, আশ্রিত দীন, দরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে ত ধন ধান্য প্রদান দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন? আয় ব্যয়ে নিযুক্ত, গণক ও লেখকবর্গ আপনার আয় ব্যয়সকল পূর্ব্বাহ্ণে ত নিরূপণ করিতেছে? বিষয়কর্ম্মচতুর, হিতৈষী কর্ম্মচারীগণ; অকৃতাপরাধে আপনকার নিকটে ত পদচ্যুত হইতেছে না? অধিকৃতবর্গের তারতম্য, পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ত তদনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন? লুব্ধ, চৌর, বৈরী বা অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি স্বদীয় কার্য্যে ত নিয়োজিত হয় না? তস্কর, লুব্ধক, কুমারগণ বা স্ত্রীদিগের প্রবলতা অথবা স্বয়ং রাষ্ট্রপীড়া ত উৎপন্ন করেন না? রাজ্যস্থ

কৃষকেরা ত সন্তুষ্টচিত্তে কাল যাপন করিতেছে? রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও [illegible] ত নিখাত হইয়াছে? কৃষিকার্য্য ত [illegible] সম্পন্ন হইতেছে? কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসদ্ভাব নাই? আবশ্যক হইলে, তাহাদিগকে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক ঋণ প্রদান করিয়া থাকেন? সাধুলোক দ্বারা আপনার বার্ত্তাসকল ত সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইতেছে? কারণ তদ্গুণে লোকে সুখী হইয়া থাকে। জনপদস্থ সমস্ত প্রাজ্ঞ বীর পুরুষেরা ত মহারাজের হিতচিন্তায় তৎপর রহিয়াছেন? নগর রক্ষার নিমিত্ত পল্লীগ্রামসকল নগরের ন্যায় এবং ঘোষপল্লী, পল্লীগ্রামের ন্যায় ত করিয়া রাখিয়াছেন? নগরাদি ত তোমার সম্যক্ বশম্বদ রহিয়াছে? তস্করেরা ত ত্বদীয় বিষয়ে সম বিষম স্থলে দলবদ্ধ হইয়া নগরের অনিষ্ট উৎপাদনে সমর্থ হইতেছে না? প্রমদাগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদিগকে ত সমুচিত সান্ত্বনা করিয়া থাকেন? বিশ্বাস করিয়া ত তাহাদিগের নিকটে কোন গুহ্য কথা ব্যক্ত করেন না? কোন অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ক চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া স্রক্‌চন্দনাদি প্রিয়বস্তুর অনুভবসুখে ত নিদ্রিত হয়েন না? রজনীর প্রথম দুই প্রহর নিদ্রায় অতিবাহন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পশ্চিম নিশায় ত ধর্ম্মার্থ চিন্তা করিয়াথাকেন? হে মহারাজ! যথাকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বেশভূষা সমাধান করিয়া কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন? আপনার শরীর রক্ষার্থে রক্তাম্বরধারী অলঙ্কৃত রক্ষকেরা ত খড়্গ ধারণপূর্ব্বক উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে? যমের ন্যায় আপনকার নিকটে ত পূজার্হ ব্যক্তি সমুচিত পূজা ও দণ্ডার্হ ব্যক্তি সমুচিত দণ্ড লাভ করে? কে প্রিয় কে অপ্রিয় তাহা ত সম্যক্‌রূপ পরীক্ষা করিয়া চলেন? শারীরিক পীড়া হইলে নিয়ম ও ঔষধ সেবন দ্বারা ত তাহার প্রতীকার বিধান করিয়া থাকেন? মানসিক পীড়া হইলে বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত সতত আলাপ করিয়া ত স্বাস্থ্য লাভ করেন? আপনার বৈদ্যগণ ত অষ্টাঙ্গ চিকিৎসাবিদ্যায় বিশারদ, সুহৃদ্ ও অনুরক্ত? তাহারা ত সতত আপনার শারীরিক হিতচেষ্টা পাইয়া থাকে? আপনি ত লোভ, মোহ ও অভিমানরহিত হইয়া অর্থী প্রত্যর্থীদিগের কার্য্য দর্শন করেন? লোভ, মোহ, বিশ্রম্ভ অথবা প্রণয়ের বশীভূত হইয়া ত আশ্রিত লোকদিগের বৃত্তি রোধ করেন না? পৌরবর্গ ও জনপদবাসী লোকেরা ত মিলিত হইয়া শত্রুর নিকট হইতে বিপুল অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক আপনার সহিত বিরোধ উপস্থিত করিতেছে না? দুর্ব্বল শত্রুকে ত বল প্রয়োগপূর্ব্বক সাতিশয় পীড়িত করেন না? মন্ত্রবলে ত বলবান্ শত্রুকে সমধিক যন্ত্রণা প্রদান করিতেছেন না? বল প্রয়োগ ও মন্ত্রদ্বারা কাহার ত একবারে সর্ব্বনাশ হইতেছে না? প্রধান প্রধান রাজগণ ত আপনার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত? তাঁহারা ত ত্বদীয় সমাদরের বশীভূত হইয়া উপকারার্থে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সম্মত হয়? আপনি ত সর্ব্ববিদ্যাবিষয়ে গুণ বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের ও সজ্জনদিগের পূজা করিয়া থাকেন? কারণ উহা আপনকার মোক্ষহেতু ও মঙ্গলবিধায়িনী। মহারাজ! যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষাচরিত ত্রয়ীমূলক ধর্ম্মের ত অনুষ্ঠান করিতেছেন? সুস্বাদ অন্নপান দ্বারা গুণবান ব্রাহ্মণদিগকে ত ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন; একাগ্রচিত্ত হইয়া ত বাজপেয় ও পুণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়েন? গুরু জন, বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, দেবতা, তাপসগণ, চৈত্যবৃক্ষ, ও শুভফলপ্রদ ব্রাহ্মণদিগকে ত নমস্কার করিয়া থাকেন? আ-

পনি ত শোক ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হয়েন না? লোকসকল মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে লইয়া ত আপনার পার্শ্বে অবস্থিতি করে? হে মহারাজ! আপনার বুদ্ধি ও ক্রিয়া ত মদীয় প্রশ্নের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছে? কারণ এরূপ হইলে উভয়ই আয়ুষ্য যশস্য ও ধর্ম্ম-কামার্থদর্শিনী হইবে। এতদনুসারে কার্য্য করিলে রাজ্যের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না, রাজাও পৃথিবী জয় করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন। লোভান্ধ অনভিজ্ঞ ত্বদীয় অধিকৃত লোক কর্ত্তৃক চৌরাপবাদগ্রস্ত আর্য্য-চরিত বিশুদ্ধস্বভাব শুচি ব্যক্তি নিধনদণ্ডে ত দণ্ডিত হয়েন না? দুষ্ট অহিতকারী ক-দর্য্যস্বভাব দণ্ডার্হ তস্কর লোপ্তসহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে ত ক্ষমালাভে সমর্থ হয় না? নাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, আলস্য, চিত্তচাপল্য, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্য্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ ত আপনি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছেন? উক্ত চতুর্দ্দশ রাজদোষ বদ্ধমূল ভূপালদিগকেও উন্মূলিত করে। আপনার বেদাধ্যয়ন ত সফল হইয়াছে? ধনোপার্জ্জনের ত সার্থকতা লাভ করিয়াছেন? দারপরিগ্রহের ত ফল লাভ হইয়াছে? এবং বিদ্যাশিক্ষাও ত ফলবতী বটে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন! আপনি যে আমার বেদাধ্যয়নাদির সফলতার বিষয় জিজ্ঞাস করিলেন, তৎসমস্ত কিরূপে সফল হয়? নারদ কহিলেন, মহারাজ! বেদাধ্যয়নের ফল অগ্নিহোত্র, ধনোপার্জ্জনের ফল দান ও ভোজন, দারপরিগ্রহের ফল রতিক্রীড়া ও অপত্যোৎপাদন, বিদ্যাশিক্ষার ফল সুশীলতা ও সদ্ব্যবহার। মহাতপা মুনিবর এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন্! লাভপ্রত্যাশায় দূরদেশ হইতে সমাগত বণিক্‌গণের নিকট আপনকার শুল্কোপজীবী রাজপুরুষেরা ত যথোক্ত শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকে? সেই সকল বণিকেরা ত সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়? এবং ত্বদীয় লোক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া ত পণ্য দ্রব্য আনয়ন করে? আপনি ত অবহিত হইয়া ধর্ম্মার্থদর্শী বৃদ্ধ পুরুষদিগের ধর্ম্মার্থযুক্ত উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া থাকেন? কৃষিতন্ত্র, গো, পুষ্প, ফল ও ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে ত ঘৃত মধু প্রদান দ্বারা আপ্যায়িত করেন? শিল্পকারদিগকে ত উপকরণ সামগ্রীসকল নিয়ত প্রদান করিয়া থাকেন? হে মহারাজ! কৃতোপকার ত স্মরণ করিয়া রাখেন? সৎকর্ম্ম করিলে তাহাকে ত প্রশংসা ও সাধুগণমধ্যে সমাদরপূর্ব্বক সৎকার করিয়া থাকেন? হস্তী, অশ্ব, ও রথ প্রভৃতির লক্ষণসকল ত শিক্ষা করিয়াছেন? গৃহে বসিয়া ত ধনুর্ব্বেদের লক্ষণ ও নাগর যন্ত্রসূত্র সম্যক রূপ অভ্যাস করেন? মহারাজ! শত্রুনাশক সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র, ব্রহ্মাণ্ড ও বিষযোগ ত আপনকার বিদিত রাখিয়াছে? অগ্নি, ব্যাল, রোগ ও ক্ষোভ হইতে ত স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকেন? অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন ও প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন? নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মার্দ্দব ও দীর্ঘসূত্রতা, এই ছয়টি অনর্থ ত একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন? মহাত্মা কুরুসত্তম যুধিষ্ঠির, দেবর্ষির এবম্প্রকার উপদেশবাক্য শ্রবণানন্তর পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, হে তপোধন! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধিবৃত্তি পুনর্ব্বার প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজা দেবর্ষিসমক্ষে

যে প্রকার প্রতিজ্ঞা করিলেন, তদনুরূপ কার্য্যও করিতে লাগিলেন; এবং অচির কালমধ্যে সাগরাম্বরা বসুন্ধরার অধীশ্বর হইলেন। নারদ কহিলেন, মহারাজ! যিনি এইরূপে চতুর্ব্বর্গ রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, তিনি ইহ লোকে পরম সুখে বিহার করিয়া চরমে ইন্দ্রসলোক ত প্রাপ্ত হয়েন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ব্রহ্মর্ষি নারদের বাক্যাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক তদীয় উত্তরস্বরূপ আনুপূর্ব্বিক কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি যে ধর্ম্মনিশ্চয় উপদেশ করিলেন, তাহা ন্যায়ানুগত বটে, আমি সাধ্যানুসারে এতদনুরূপ করিয়া থাকি। পূর্ব্ব কালে ভূপালগণ ন্যায়ত সঙ্গৃহীতার্থ যেসমস্ত অর্থবৎ কার্য্যানুষ্ঠান করিতেন, আমিও সেইরূপ করিতেছি। আর তাঁহারা যে সকল সৎকর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তাহা আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু অনিয়তাত্মতাপ্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারি না।

যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে বিশ্রান্ত দেখিয়া রাজগণমধ্যে সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক যথাযোগ্য সময়ে কহিলেন, ভগবন্! আপনি অপ্রতিহত গতিপ্রভাবে ব্রহ্মনির্ম্মিত অনেকানেক লোক সন্দর্শন করত পর্য্যটন করিতেছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন স্থানে আমাদিগের এই অপূর্ব্ব সভার তুল্য বা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না? অনুগ্রহপূর্ব্বক কহিয়া চরিতার্থ করুন। মহর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে ও মধুর বচনে কহিলেন, মহারাজ! তোমার এই মণিময়ী সভাসদৃশী দ্বিতীয় সভা মনুষ্যলোকে দর্শন বা শ্রবণ করি নাই, এক্ষণে যদি তোমার শ্রবণবাসনা বলবতী হয়, তবে পিতৃরাজ যম, ধীমান্ বরুণ, দেবরাজ ইন্দ্র ও কৈলাসনিবাসী কুবেরের সভা কীর্ত্তন করিব। ভগবান্ ব্রহ্মার দিব্যাভিপ্রায়োপেত বিশ্বরূপিণী ক্লমাপহারিণী দিব্যা এক সভা আছে, আমি সেই সভা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণকর। এই সভা, দেবগণ, পিতৃলোক, সাধ্যসমূহ এবং শান্ত যতাত্মা যাজ্ঞিকবর্গ শান্তশীল বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নারদ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও ব্রাহ্মণগণসমভিব্যাহারে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! সেই সমস্ত সভা কিরূপ বিস্তীর্ণ ও আয়ত এবং তাহাতে কতই বা দ্রব্যজাত রহিয়াছে? পিতামহ ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত যম, বরুণ ও কুবের স্ব স্ব সভায় আসীন হইলে কে কে তাঁহাদিগকে উপাসনা করিয়া থাকেন? আপনি এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমাদের একান্ত কুতূহল হইয়াছে। মহর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি ক্রমশঃ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন! দেবরাজ ইন্দ্র বহু প্রযত্নসহকারে বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা আপনার সভা নির্ম্মাণ করান। ঐ সভার প্রভা সূর্য্যের ন্যায়, উহা শত যোজন বিস্তীর্ণ, সার্দ্ধ শত যোজন দীর্ঘ এবং পঞ্চ যোজন উন্নত। উহা শূন্য মার্গে স্থিত ও যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে। উহাতে জরা, শোক, ক্লম, আতঙ্কা প্রভৃতি কিছুই নাই। মধ্যে মধ্যে উত্তমোত্তম গৃহ আসন ও দিব্য পাদপ সমুদায় শোভা পাইতেছে। অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন শ্রীমান্ যশস্বী অমররাজ ইন্দ্র দিব্য কিরীট, দিব্যাম্বর, লোহিতাঙ্গদ ও চিত্র মাল্য ধারণপূর্ব্বক শচীসম-

ভিব্যাহারে ঐ সভায় মহার্হ আসনে উপবিষ্ট থাকেন।

গৃহবাসী যাবতীয় দেবগণ ও দিব্যরূপধারী দিব্যালঙ্কারশোভিত সিদ্ধ ও সাধ্যগণ, হেমমাল্যধারী, তেজস্বী মরুত্বদ্গণ, অন্যান্য দেবগণ এবং অমল, পাপরহিত, অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান, তেজস্বী ও শোকজ্বররহিত দেবর্ষিগণ, অনুচরগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যহ ঐ সভায় আগমন করিয়া মহেন্দ্রের উপাসনা করেন। মহির্ষ পরাশর, পর্ব্বত, সাবর্ণি, গালব, শঙ্খ, লিখিত, গৌরশিরা, ক্রোধন দুর্ব্বাসা, শ্যেন, দীর্ঘতমা, পবিত্রপাণি, যাজ্ঞবল্ক্য, ভালুকি, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, তাণ্ড্য, ভাণ্ডায়নি, হবিষ্মান, গরিষ্ঠ, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, হৃদ্য, উদরশাণ্ডিল্য, পারাশর্য্য, কৃষীবল, বাতস্কন্ধ, বিশাখ, বিধাতা, কাল, করালদন্ত, ত্বষ্টা, বিশ্বকর্ম্মা ও তুম্বুরু এবং অযোনিজ ও যোনিজগণ, বায়ুভক্ষসকল ও হুতাশিসমুদয়, সর্ব্বলোকেশ্বর পুরন্দরের উপাসনা করেন। সহদেব, সুনীথ, মহাতপা বাল্মীকি, সত্যবাক্ শমীক, সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রচেতা, মৈধাতিথি, বামদেব, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরুত্ত, মরীচি, মহাতপা স্থাণু, কাক্ষিবান, গৌতম, তার্ক্ষ্য, মহর্ষি বৈশ্বানর, কালকবৃক্ষীয়, আশ্রাব্য, হিরণ্ময়, সম্বর্ত্ত, দেবহব্য, বীর্য্যবান বিশ্বক্সেন, দিব্য অপ্সমুদায়, ওষধিসকল, শ্রদ্ধা, মেধা, সরস্বতী, অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, বিদ্যুৎসমুদায়, জলবাহ মেঘগণ, বায়ুগণ, স্তনয়িত্নুগণ, পূর্ব্ব দিক্, যজ্ঞবাহ সপ্তবিংশতিসংখ্যক পাবকগণ, অগ্নিসমবেত সোম, ইন্দ্রসমবেত অগ্নি, মিত্র, সবিতা, অর্য্যমা, ভগ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, গুরু, শুক্র, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন, সুমন, তরুণ, যজ্ঞসকল, দক্ষিণাসকল, গ্রহগণ, তারাসমুদয় ও যজ্ঞবাহ মন্ত্রগণ ঐ সভায় সমুপস্থিত থাকেন। অপ্সরোগণ ও মনোরম গন্ধর্ব্বসকল, বিবিধ নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য, মঙ্গল স্তুতিপাঠ ও বিক্রম প্রকাশ দ্বারা বলবৃত্রনিসূদন ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করেন। তেজস্বী ব্রহ্মর্ষিগণ, হুতাশনের ন্যায় জাজ্বল্যমান রাজর্ষিগণ ও দেবর্ষিগণ দিব্যমাল্যাদি ধারণপূর্ব্বক চন্দ্রসদৃশ মনোরম বিমানে আরোহণ করত সর্ব্বদা ঐ সভায় গতায়াত করেন। বৃহস্পতি ও শুক্র তথায় নিত্য সমুপস্থিত হয়েন। চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ব্রহ্মার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এই সমস্ত ব্যক্তি, অন্যান্য মহাত্মাগণ, ভৃগু ও সপ্তর্ষিমণ্ডল তথায় আগমন করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমি এই নলিনরাজিবিরাজিত ইন্দ্রসভা পূর্ব্বে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক্ষণে যমের সভা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

অষ্টম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে মহারাজ! দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বৈবস্বত যমের যে সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় বর্ণন করিতেছি, অবহিত হউন। ঐ কামরূপিণী, সূর্য্যসদৃশ তেজসম্পন্না, নাতিশীতোষ্ণা, মনোহারিণী, সভা শত যোজন বিস্তীর্ণ। উহাতে শোক জরা ক্ষুধা, পিপাসা, দৈন্য, ক্লম প্রভৃতি কোন অপ্রিয়ই নাই। তথায় দিব্য মর্ত্ত্য কাম্য যাবতীয় বস্তু, সরস সুস্বাদু মনোহর প্রচুর চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য, সুগন্ধ মাল্য, কামফল পাদপাবলী এবং সুস্বাদ শীত ও উষ্ণ সলিল সমুদায় সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছে।

হে রাজন্! পরম পবিত্র রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণ ঐ সভায় আগমন করিয়া হৃষ্টচিত্তে যমের উপাসনা করেন। যযাতি, নহুষ, পুরু, মান্ধাতা, সোমক, নৃগ, রাজর্ষি ত্রসদস্যু, কৃতবীর্য্য, শ্রুতশ্রবা, অরিষ্টনেমি, সিদ্ধ, কৃতবেগ, কৃতি, নিমি, প্রতদন, শিবি, মৎস্য, পৃথুলাক্ষ, বৃহদ্রথ, বার্ত্ত, মরুত্ত, কুশিক, সাঙ্কাশ্য, সাঙ্কৃতি, ধ্রুব, চতুরশ্ব, সদশ্বোর্ম্মি, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য, সুরথ, ভরত, সুনীথ,

নিশঠ, নল, সুমনা, দিবোদাস, অম্বরীষ, ভগীরথ, ব্যশ্ব, সদশ্ব, বধ্র্যশ্ব, বেগবান্ পৃথুশ্রবা, পুষদশ্ব, বসুমনা, মহাবল ক্ষুপ, বৃষদ্গু, বৃষসেন, মহারথ. পুরুকুৎস, আর্ষ্টিষেণ, দিলীপ, মহাত্মা উশীনর, ঔশীনরি, পুণ্ডরীক, শর্য্যাতি, শুদ্ধাত্মা শরভ, অঙ্গ, রিষ্ট, বেন, দুষ্যন্ত, সঞ্জয়, জয়, ভাঙ্গাস্বরি, সুনীথ, নিষদ, বহীনর, করন্ধম, বাহ্লিক, সুত্যুম্ন, মহাবল মধু, ঐন, মরুত্ত, কপোতরোমা, তৃণক, সহদেব, অর্জ্জুন, সাশ্ব, কৃশাশ্ব, মহারাজ শশবিন্দু, দাশরথি রাম, লক্ষণ, অলর্ক, কক্ষসেন, গয়, গোরাশ্ব, জামদগ্ন্য রাম, নাভাগ, সগর, ভূরিদ্যুম্ন, মহাশ্ব, পৃথাশ্ব, জনক, ভূপতি বৈণ্য, বারিষেণ, পুরুজিৎ জনমেজয়, ব্রহ্মদত্ত, ত্রিগর্ত্ত, রাজা উপরিচর, ভীমজানু ইন্দ্রদ্যুম্ন, গৌরপৃষ্ঠ, নল, গয়, পদ্ম, মুচুকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, প্রসেনজিৎ, অরিষ্টনেমি, সুত্যুম্ন, পৃথুলাশ্ব, অন্টক, মৎস্যবংশীয় শত নরপতি, নীপবংশীয় শত ভূপাল, হয়বংশীয় শত রাজা, ধৃতরাষ্ট্রবংশীয় শত জন জনমেজয়বংশীয় অশীতি জন, ব্রহ্মদত্তবংশীয় শত জন, ঈরিবংশীয় শত জন, ভীষ্মবংশীয় দ্বিশত জন, ভীমবংশীয় শত জন, প্রতিবিন্ধ্যবংশীয় শত জন, নাগবংশীয় শত জন, পলাশবংশীয় শত জন ও কুশকাশপ্রভৃতি শত জন, এবং রাজেন্দ্র শান্তনু, তোমার পিতা পাণ্ডু, উশঙ্গব, শতরথ, দেবরাজ, জয়দ্রথ, মন্ত্রিসমবেত বুদ্ধিমান রাজর্ষি বৃষদত্ত ও অনেকানেক ভূরিদক্ষিণ মহৎ অশ্বমেধানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গেগত শশবিন্দুবংশীয় সহস্র সহস্র জন ঐ সভায় গমন করিয়া ভগবান্ যমের উপাসনা করেন। হে রাজন! এই সমস্ত রাজর্ষিগণ পরম পবিত্র, কীর্ত্তিমান ও বহুশ্রুত। অগস্ত্য, মতঙ্গ, কাল, মৃত্যু, যজ্ঞাসকল, সিদ্ধগণ, যোগশরীরিসমুদয় এবং মূর্ত্তিমান অগ্নিস্বাত্ত, কেনপ, উষ্মপ, স্বধাবান্, বর্হিষদপ্রভৃতি পিতৃগণ, কালচক্র, সাক্ষাৎ ভগবান্ বহ্নি, দুষ্কৃতকর্ম্মা মনুষ্যগণ, দক্ষিণায়ন মৃত্যুগণ, কালনয়নে নিযুক্ত যমের পুরুষগণ, সিংসপপালাশসমুদায় ও কাশকুশাদিসকল ঐ সভায় ভগবান্ যমের উপাসনা করেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেকে আসিয়া ধর্ম্মরাজের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নামের ও কর্ম্মের সংখ্যা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে কুন্তীনন্দন! দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বহু কাল তপস্যা করিয়া ঐ পরম রমণীয় সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সভা যথেচ্ছা গমন করিতে পারে, উহাতে ভয়ের সম্পর্ক নাই এবং উহা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যেন সতত প্রজ্বলিত হইতেছে।

হে রাজন্! উগ্রতপা, সুব্রত, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব, বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র ও শূন্যাসীন সন্ন্যাসিগণ এবং ভাস্বরকলেবর, দিব্যাম্বর, বিচিত্রাঙ্গদ, চিত্রমাল্য, উজ্জ্বল কুণ্ডলপ্রভৃতি নানাবিধ ভূষণে ভূষিত পুণ্যশালী অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় গমন করিয়া থাকে। নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য, পুণ্য গন্ধ ও শব্দ এবং দিব্য মাল্যসমুদায় তথায় সতত সমুপস্থিত থাকে। সহস্র সহস্র দিব্যরূপধারী মনস্বী ধার্ম্মিকগণ মহাত্মা যমের উপসনা করেন। হে মহারাজ! মহাত্মা ধর্ম্মরাজের সভা এইপ্রকার, এক্ষণে নলিনমালাশালিনী বরুণের সভা বর্ণন করিব।

নবম অধ্যায়।

দেবর্ষি নারদ কহিলেন, মহারাজ! দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা, বরুণের অসীমপ্রভাসম্পন্ন অত্যুন্নত ও শুক্ল প্রাকারপরিবেষ্টিত যমসভার ন্যায় আয়ত এক অপূর্ব্ব সভা সলিলমধ্যে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সভা ফলপুষ্পোপশোভিত রত্নময় রমণীয় বৃক্ষমালায় অলঙ্কৃত এবং নীল সিত লোহিত কৃষ্ণ শ্যামলবর্ণ বিতানে ও মঞ্জরীজালধারী গুল্মসকলে সমাচ্ছন্ন। তথায় বিপুলকলেবর সুমধুর স্বরসংযোগশালী শত সহস্র অনির্দ্দেশ্য বিবিধ বিহগগণ ইতস্ততঃ

বিহার করিতেছে। সেই সভাস্থলী নাতিশীতোষ্ণ ও সুখস্পর্শবিশিষ্ট, বেশ্মাবলী ও আসনসমূহে আহার মনোহর শোভা সম্পন্ন করিয়াছে। বরুণদেব দিব্যাম্বরধারী ও দিব্যাভরণবিভূষিত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী বারুণাদেবী সমভিব্যাহারে তথায় বিরাজ করেন। সেই স্থানে সুগন্ধি চন্দনচর্চ্চিত দিব্য মাল্যধারী আদিত্যগণ, বাসুকি, তক্ষক, নাগ, ঐরাবত, কৃষ্ণ, লোহিত, প্রভৃত বলশালী পদ্মচিত্র, কম্বল, অশ্বতর, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, মণিমান, কুণ্ডধার, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, অণিমান, প্রহ্লাদ, মুষিকাদ, জনমেজয় ও অন্যান্য পতাকী ফনাবান্ মণ্ডলবিশিষ্ট বহুতর সর্পগণ তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ বরুণদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন। আর বিরোচননন্দন বলী, মহারাজ নরক, সংহ্লাদ, বিপ্রচিত্তি, কালখঞ্জ দানবসকল, সুহনু, দুর্ম্মুখ, শঙ্খ, সুমনা, সুভতি, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব, ক্রথন, পিঠর, বিশ্বরূপ, স্বরূপ, বিরূপ, মহাশিরা দশগ্রীব, বালী, মেঘবাসা, দশাবার, টিট্টিভ, বিটভূত, ইন্দ্রতাপন, সংহ্লাদ, দিব্য কুণ্ডলধারী লম্বরব, বীরাগ্রণী জিতমৃত্যু দৈত্যদানবসকল সুপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান ও দিব্য মালা ধারণপূর্ব্বক বরুণদেবকে উপাসনা করিতেছেন। আর চারি সমুদ্র, ভাগারথী, কালিন্দী, বিদিশা, বেণা, বেগবাহিনী নর্ম্মদা, বিপাশা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, ইরাবতী, বিতস্তা, দেবনদী, সিন্ধু, গোদাবরী, কৃষ্ণবেণা, সরিদ্বরা কাবেরী, কিম্পুনা, বিশল্যা, বৈতরণী, তৃতীয়া, জ্যোস্তিলা, মহানদ শোণ, চর্ম্মণ্বতী, পর্ণাশা, মহানদী সরযূ, বারবত্যা, লাঙ্গলী, করতোয়া, আত্রেয়ী, মহানদ লৌহিত্য, লঘন্তী, গোমতী, সন্ধ্যা, ত্রিস্রোতসী ও অন্যান্য প্রখ্যাত নদী, তীর্থ, সরোবর, কূপ, বিগ্রহশালী প্রস্রবণ, দেহবিশিষ্ট তড়াগ ও পল্বল সকল, দশদিক্, মহী, মহীধরসমুদয় ও জলচর জীবসকল মহাত্মা বরুণের উপাসনা করিতেছে। গীতবাদ্যানুরক্ত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রত্নসম্পন্ন পর্ব্বত ও রসসকল সুমধুর কথাপ্রসঙ্গে তথায় অধ্যাসীন রহিয়াছে। বরুণমন্ত্রী সুনাভ, গোনামক পুষ্কর ও পুত্রপৌত্রগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই সমস্ত মহাত্মার, বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক বরুণদেবকে উপাসনা করিয়া থাকেন। আমি পর্য্যটনপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে বরুণসভা দর্শন করিয়াছিলাম, এক্ষণে কুবেরসভা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

দশম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্! ধনাধিপতি কুবেরের সভা দীর্ঘে শত যোজন ও প্রস্থে সপ্ততি যোজন বিস্তীর্ণ। ঐ আবরণশালিনী সভা শশধর ও কৈলাসশিখরের ন্যায় শ্বেত বর্ণ। কুবের বহু দিবস তপস্যা করিয়া ঐ সভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুহ্যকগণ নিরন্তর উহা বহন করায় বোধহয় যেন শূন্যমার্গেই অবস্থিতি করিতেছে। মহামূল্য বিবিধ রত্ন উহার বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়াছে। দিব্য গন্ধে সকলেরই নাসারন্ধ্র চরিতার্থ হইতেছে। উন্নত হিরণ্ময় প্রাসাদে উহার এক অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদিত হইয়াছে। তাদৃশ মনোহারিনী সভা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা বিদ্যুন্মালার ন্যায় হেমময় অবয়ব দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে। ঐ সভামধ্যে শ্রীমান্ মহারাজ কুবের বিচিত্র বসন ভূষণ ধারণপূর্ব্বক সহস্র সহস্র স্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল, পরম পবিত্র, বিচিত্র আস্তরণে আবৃত ও দিব্য পাদপীঠসংযুক্ত মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট থাকেন। মনোহর শীতল সমীরণ উদার মন্দারবন পরিলোড়ন পূর্ব্বক বহুবিধ সুরভি কমল, কহ্লার, অলকাপুরী ও নন্দনবনের গন্ধ বহন করত তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এ সভায়

দেবগণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া দিব্য তানে গান করিয়া থাকেন। মিশ্রকেশী, রম্ভা, শুচিস্মিতা চিত্রসেনা, চারুনেত্রা ঘৃতাচী, মেনকা, পুঞ্জিকস্থলা, বিশ্বাচী, সহজন্যা, প্রম্লোচা, উর্ব্বশী, ইরা, বর্গা, সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা, লতা ও অন্যান্য সহস্র সহস্র নৃত্যগীতবিশারদ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোবর্গ কুবেরের উপাসনা করেন। সেই সভা দিব্য বাদ্য, নৃত্য গীতে ও গন্ধর্ব্বাপ্সরসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া কমনীয় শোভায় শোভিত হইয়াছে। মনিভদ্র, ধনদ, শ্বেতভদ্র, গুহ্যক, কশেরক, গণ্ডকণ্ডু, মহাবল প্রদ্যোত, কুম্ভস্বরু, পিশাচ, গজকর্ণ, বিশালক, বরাহকর্ণ, তাম্রৌষ্ঠ, ফলকক্ষ, ফলোদক, হংসচূড়, শিখাবর্ত্ত, হেমনেত্র, বিভীষণ, পুষ্পানন, পিঙ্গলক, শোণিতোদ, প্রবালক, বৃক্ষবাস্পনিকেত, চীরবাসা ও অন্যান্য শত সহস্র যক্ষ সেই সভায় অধ্যাসীন হয়। ভগবতী কমলালয়া নিয়ত তথায় অবস্থিতি করেন, নলকুবর তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া থাকে। আমার ও মদ্বিধ অনেক ব্যক্তির কত শত বার তথায় অধিষ্ঠান হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবর্ষিবর্গ, রাক্ষসসমূহ ও অন্যান্য মহাবল গন্ধর্ব্বসমূহ সভামধ্যে ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। শূলহস্ত ভগবান্ ভবানীপতি বিগতক্লমা ভগবতী কাত্যায়নী সমভিব্যাহারে বামন, বিকটু, কুব্জ, লোহিতাক্ষ, মহাবর, মেদমাংসাশন শত সহস্র ভূতগণে পরিবৃত হইয়া তথায় বিরাজমান হয়েন। বায়ুর ন্যায় মহাবেগশালী নানা প্রহরণে পরিবৃত হইয়া মহাবল পুরন্দর সর্ব্বদা সখা কুবেরের সহাসীন থাকেন। বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু, তুম্বুরু, পর্ব্বত, শৈলুষ, গীতজ্ঞ, চিত্রসেন ও চিত্ররথপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বপতি এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ ধনেশ্বরের উপাসনা করেন, বিদ্যাধরাধিপতি চক্রবর্ম্মা অনুজগণের সহিত তাঁহার সন্নিহিত থাকিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। শত শত কিন্নর এবং ভগদত্তপ্রভৃতি রাজারাও তথায় ধনেশ্বরের উপাসনায় লিপ্ত হন্। কিম্পুরুষাধিপতি দ্রুম, রাক্ষসাধিপতি মহেন্দ্র, গন্ধমাদন, কুবেরের ভ্রাতা বিভীষণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নিশাচর সমভিব্যাহারে তাঁহার উপাসনা করেন। হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য, কৈলাস, মন্দর, মলয়, দর্দ্দুর, মহেন্দ্র, গন্ধমাদন, ইন্দ্রকীল, সুনাভ, দিব্য গিরিদ্বয় এবং মেরুপ্রভৃতি অন্যান্য অনেক পর্ব্বতগণ ধনাধিপতির উপাসনা করিয়া থাকেন। নন্দীশ্বর ভগবান্ মহাকাল, শঙ্কুকর্ণপ্রভৃতি দিব্য সভ্যগণ, কাষ্ট, কুটীমুখ, দন্তী, তপোধিকা বিজয়া, শ্বেতবর্ণ মহাবল নিনাদকারী বৃষভ অন্যান্য রাক্ষসগণ ও পিশাচবর্গ কুবেরের উপাসনা করেন। পুলস্তনন্দন কুবের সর্ব্বদাই ভূতপরিবৃত ভগবান্ ভবানীপতিকে প্রণিপাত করিয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করেন। মহাদেব ও কখন কখন তাঁহার প্রতি সখাভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন। নিধানপ্রধান শঙ্খ ও পদ্ম সমুদায় রত্ন গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন। হে মহারাজ! আমি মনোহারিণা অন্তরীক্ষগামিনী সেই সভা কতবার নিরীক্ষণ করিয়াছি এক্ষণে ব্রহ্মার সভা বর্ণন করি শ্রবণ করুন।

একাদশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে পিতামহ ব্রহ্মার সভা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। ঐ সভার তুলনা নাই। পূর্ব্বকালে সত্যযুগে ভগবান্ আদিত্য মর্ত্যলোক দর্শনার্থী হইয়া পরমসুখে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়া অপরিশ্রান্ত চিত্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরণপূর্ব্বক ব্রহ্মার মানসী সভা অবলোকন করেন। সভা দর্শন করিয়া তিনি আমাকে অকপটে কহিলেন, হে নারদ! ব্রহ্মার মানসী সভা অনির্দ্দেশ্য অপ্রমেয় ও সর্ব্বভূতমনোরম।

আমি আদিত্যমুখে ব্রহ্মসভার শোভা বর্ণন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তদ্দর্শনে একান্ত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, ভগবন্! এক্ষণে সর্ব্ব পাপনাশিনী শুভা ব্রহ্মসভা সন্দর্শন করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে অতএব আমি যেরূপ তপস্যা, ঔষধ, যোগ ও কর্ম্মদ্বারা তাহা দেখিতে পাইব, এমত বলিয়া দেন। দিবাকর এই কথা শুনিয়া বর্ষসহস্রসাধ্য ব্রতের কথা উত্থাপন করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! তুমি একান্তমনে ব্রহ্মব্রত অনুষ্ঠান কর।

অনন্তর আমি তদীয় আদেশে হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে ঐ মহাব্রত সাধন করিলাম। তৎপরে তাঁহার সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মসভায় উপনীত হইয়া দেখিলাম, দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐ অপূর্ব্ব সভা নির্দ্দেশ করা যায় না, ক্ষণে ক্ষণে উহা নানারূপ ধারণ করে, পরিমাণ ও সংস্থানবিষয়ে উহার কেহই কিছুই অবধারণ করিতে পারেন না। ফলতঃ আমি ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু কদাচ প্রত্যক্ষ করি নাই। ঐ সভা অতিশয় সুখজনক ও নাতিশীতোষ্ণ, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে লোকের ক্ষুৎপিপাসাজনিত ক্লেশ ও গ্লানিচ্ছেদ হয়, আপাততঃ দেখিলে প্রতীতি হয়, যেন সভা নানাবিধ অতিভাস্বর মণি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভ দ্বারা ঐ শাশ্বতী সভা অবলম্বিত নহে তথাচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতেছে না। তথায় নানাবিধ দিব্য ও অমিতপ্রভ ভাবসমুদয় আবির্ভূত রহিয়াছে। ব্রাহ্মী সভার প্রভাপুঞ্জ চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি ও বিদ্যুৎকে উপহাস করিয়া নভোমণ্ডলে শোভা বিস্তার করিতেছে। তন্মধ্যে অদ্বিতীয় ভগবান সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং দেবমায়া পরিগ্রহ করিয়া অধ্যাসীন হইয়া থাকেন। প্রজাপতিগণ তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। আর দক্ষ, প্রচেতাঃ, পুলহ, মরীচি, কশ্যপ, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, ক্রতু, প্রহ্লাদ, কর্দ্দম, অথর্ব্ব, অঙ্গিরা, বালিখিল্য, মরীচিপ, মন, অন্তরীক্ষ, বিদ্যা, বায়ু, তেজ, জল, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রকৃতি, বিকৃতি ও পৃথিবীর অন্যান্য কারণসমুদায়। মহাতেজা অগস্ত্য, বীর্য্যবান্ মার্কণ্ডেয়, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, সম্বর্ত্ত, চ্যবন, মহাভাগ দুর্ব্বাসা, পরম ধার্ম্মিক ঋষ্যশৃঙ্গ, ভগবান্-সনৎকুমার, মহাতপা যোগাচার্য্য, অসিত, দেবল, তত্ত্ববিৎ জৈগীষব্য, জিতশক্র ঋষভ, মহাবীর্য্য মণি, অষ্টাঙ্গসম্পন্ন বিগ্রহধারী আয়ুর্বেদ, নক্ষত্রগণপরিবৃত চন্দ্র, সহস্রকর দিবাকর, বায়ু, ক্রতুগণ, সঙ্কল্প ও প্রাণ এই সমস্ত মহাব্রতপরায়ণ মূর্ত্তিমান মহাত্মা ও অন্যান্য বহু সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, হর্ষ, দ্বেষ, তপস্যা ও সপ্তবিংশতি অপ্সরোগণ তথায় আগমন করিয়া থাকে। লোকপালবর্গ, শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ, অঙ্গারক, শনৈশ্চর, রাহুপ্রভৃতি গ্রহসমস্ত, মন্দ্র, রথন্তর, হরিমান্, বসুমান্, নাম, ছন্দোদাহৃত, অধিরাজসহ আদিত্যগণ, মরুতসমুদয়, বিশ্বকর্ম্মা, বসবর্গ, পিতৃগণ, সমস্ত হবিঃ, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ব্ববেদ, সর্ব্বশাস্ত্র, ইতিহাস, উপবেদ, বেদাঙ্গসমুদয়, যজ্ঞ, সোম, দেবগণ, ভূগতরণী সাবিত্রী, সপ্তবিধ বাণী, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, যশঃ, ক্ষমা, সাম, স্তুতিশাস্ত্র, বিবিধ গাথা, দেহসম্পন্ন তর্কযুক্ত ভাষ্য, নানাপ্রকার নাটক, বিবিধ প্রকার কাব্য, বহুবিধ কথা, সমস্ত আখ্যায়িকা সমুদয়, কারিকা ঐ সমস্ত পাবন ও অন্যান্য গুরুপূজকগণ তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। ক্ষণ, নব, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ছয়ঋতু, সম্বৎসর, পঞ্চযুগ, চতুর্ব্বিধ অহোরাত্র, দিব্য নিত্য অক্ষয় অব্যয় কালচক্র ও ধর্ম্মচক্র ইহাঁরাও প্রতিনিয়ত আসিয়া থাকেন। দিতি, অদিতি, দনু, সুরসা, বিনতা, ইরা, কালিকা, সরস্বতী, দেবী, সরমা, গৌতমী, প্রভা, কদ্রু, দেবীদ্বয়, দেবমাতৃগণ, রুদ্রাণী, শ্রী, লক্ষ্মী,

ভদ্রা, ষষ্ঠী, মূর্ত্তিমতী দেবী পৃথিবী, হ্রী, স্বাহা, কীর্ত্তি, সুরা, দেবী শচী, পুষ্টি, অরুন্ধতী, সন্নতি, আশা, নিয়তি, স্বস্তি, দেবী রতি ও অন্যান্য দেবীগণ ভগবান্ ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ ও অশ্বিনীকুমারযুগল, বিশ্বেদেবসমূহ, সাধ্যসার্থ, মনোজব পিতৃগণ, সকলে সভাসীন ব্রহ্মার উপাসনা করেন। হে পুরুষর্ষভ! ঐ পিতৃলোকদিগের সপ্ত গণ, তন্মধ্যে চতুষ্টয় শরীরধারী ও ত্রয় অশরীরি। সকলেই বিরাট্‌প্রভব লোকবিশ্রুত ও চতুর্ব্বর্গপূজিত; প্রথম গণের নাম অগ্নিষ্বাত্তা, দ্বিতীয়ের নাম গার্হপত্য, তৃতীয়ের নাম নাকর, চতুর্থের নাম সোমপ, পঞ্চমের নাম একশৃঙ্গ, ষষ্ঠের নাম চতুর্ব্বেদ, সপ্তমের নাম ফল। ইহাঁরা প্রথমতঃ আপ্যায়িত হইলে সোম পরিতৃপ্ত হয়েন। রাক্ষসগণ, পিশাচবর্গ, দানবসমুদায়, গুহ্যকসকল, নাগসার্থ, সুপর্ণসমূহ ও পশুসমুদায় পিতামহ ব্রহ্মার আরাধনা করে। স্থাবর, জঙ্গমসকল, মহাভূতসমুদায়, দেবেন্দ্র পুরন্দর, বরুণ, কুবের, যম ও উমাসহ মহাদেব তথায় সর্ব্বদা সমাগত হইয়া থাকেন। মহাসেন, দেব নারায়ণ, দেবর্ষিবর্গ, বালিখিল্য ঋষিগণ, যোনিজ ও অযোনিজ ঋষিসকল, আর ত্রিভুবনে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম দেখিতে পাওয়া যায় ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মার উপাসনা করেন। হে নরাধিপ! আমি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অষ্টাশীতিসহস্র ঊর্দ্ধরেতাঃ ঋষি, প্রজাবান্ পঞ্চাশৎ ঋষি ও অন্যান্য দেবতাসকলে ব্রহ্মাকে মনোবাঞ্ছা পূরণপূর্ব্বক দর্শন ও প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়া থাকেন।

সর্ব্বভূতদয়াবান্ ভগবান্ ব্রহ্মা অভ্যাগত অতিথিগণ, দেব, দৈত্য, নাগ, দ্বিজ, যক্ষ, সুপর্ণ, কালেয়, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব, সকলেরই সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। তিনি যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক সাম্ভনাবাদ, সম্মান ও অর্থপ্রদান দ্বারা তাঁহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করেন। এই সমস্ত আগন্তুকদিগের সমাগমে ও দগড়বাদ্যে সেই সুখপ্রদ সভা আকুল হইয়া উঠে। সর্ব্বতেজোময়ী দিব্যা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা শ্রমাপহারিণী সেই সভা ব্রাহ্মী শ্রী দ্বারা দীপ্যমানা হইয়া অদ্ভুত শোভা পাইয়া থাকে। হে রাজশার্দ্দূল! যাদৃশ তোমার এই সভা মনুষ্যলোকে দুর্ল্লভ, তাদৃশ ত্রিলোকমধ্যে ব্রহ্মসভা দুষ্প্রাপ্য। হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ! আমি দেবলোকে এই সমস্ত সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে মনুষ্যলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম তোমার এই সভা দর্শন করিলাম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন! আপনি কহিলেন, যে প্রায় সমুদায় রাজলোক যমসভার অন্তর্গত রহিয়াছেন। বরুণদেবের সভায় নাগগণ, দৈত্যেন্দ্রসকল ও অনেকানেক সরিৎ ও সাগর অবস্থিতি করিতেছেন। ধনপতি কুবেরসভায় যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ এবং ভগবান্ ভবানীপতি বিরাজিত রহিয়াছেন। ব্রহ্মার সভায় মহর্ষিগণ ও দেবসমূহ বাস করেন এবং তথায় সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রও বিদ্যমান রহিয়াছে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সভা কেবল দেবগণে অলঙ্কৃত এবং তাহার কোন কোন প্রদেশ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিষেবিত। সেই মহতী অমরাধিপতিসভায় কেবল একমাত্র রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র পরম সুখে বাস করিতেছেন। হে মুনিবর! রাজা হরিশ্চন্দ্র কিপ্রকার তপস্যা বা পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, তিনি দেবরাজের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন। আর পিতৃলোকগত মহাভাগ পিতা পাণ্ডুর সহিত আপনার কিরূপে সাক্ষাৎকার হইল, এবং প্রত্যাগমনসময়ে সেই মহাপুরুষ

আপনাকে কি কহিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন। আপনার নিকট সবিস্তর শ্রবণ করিতে আমি একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

তপোধন দেবর্ষি কহিলেন, মহারাজ! যাঁহার বিষয় জানিবার নিমিত্ত এত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন, আমি আপনার নিকট সেই রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরার সম্রাট ছিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত মহীপাল তাঁহার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। তিনি জয়শীল সুবর্ণালঙ্কৃত এক রথে আরোহণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্রপ্রভাবে সপ্ত দ্বীপ জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাঁহার আজ্ঞা পাইবামাত্র রাজগণ ভূরি ভূরি ধন আনয়ন করিলেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পরিবেষ্টৃপদে নিযুক্ত হইলেন। সেই যজ্ঞে সমুপস্থিত যাজকেরা যত অর্থ প্রার্থনা করিলেন, রাজর্ষি প্রীতমনে তাঁহাদিগকে প্রার্থিত ধনের পঞ্চ গুণ অধিক প্রদান করিলেন। নানা দিগ্দেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ সমাগত হয়েন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রত্যাগমনকালে বিবিধ রত্নসমূহ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় করিতেন। বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও রত্নসমূহে পরিতৃপ্ত দ্বিজগণ সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রাজা যজ্ঞফলে এবং ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে সমস্ত রাজলোক অপেক্ষা সমধিক তেজস্বী ও যশস্বী হইয়া উঠিলেন। সেই প্রবলপ্রতাপ রাজর্ষি মহাক্রতু সমাপনান্তে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! যে সকল মহীপালেরা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমাহ্লাদে ইন্দ্রের সহিত কাল যাপন করিতে পারেন এবং যাঁহারা যুদ্ধে পলায়ন না করিয়া রণক্ষেত্রে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন অথবা অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাও ইন্দ্রলোকে গমন করত পরম সুখে কাল যাপন করেন। তাঁহারা ইন্দ্রলোকে উত্তীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণপূর্ব্বক দীপ্তি পাইতে থাকেন। হে কৌন্তেয়! তোমার পিতা পাণ্ডু রাজা হরিশ্চন্দ্রের লোকাতিশায়িনী শোভা সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া আমাকে মনুষ্যলোকে আসিতে দেখিয়া প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, মহর্ষে! আপনি নরলোকে যাইতেছেন, যুধিষ্ঠিরকে কহিবেন, ভ্রাতৃগণ তাঁহার বশীভূত, এবং তিনি সমুদায় পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ; অতএব ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞের যেন অনুষ্ঠান করেন। তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে আমিও রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বহু দিবস অবিচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করত ইন্দ্রের সহিত কাল যাপন করিতে পারিব। অনন্তর আমি তোমার পিতাকে কহিলাম, মহারাজ! যদি আমি ভূলোকে গমন করি, অবশ্যই তোমার পুত্রকে ত্বদীয় প্রার্থনা জানাইব। হে ভরতর্ষভ! এক্ষণে তুমি প্রযত্নাতিশয়সহকারে পিতার সঙ্কল্পসিদ্ধিবিষয়ে তৎপর হও। তাহা হইলে পূর্ব্ব পুরুষগণ সমভিব্যাহারে মহেন্দ্রলোকে গমন করিবে, সন্দেহ নাই। মহারাজ! রাজসূয় প্রধান যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু ইহাতে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যজ্ঞহন্তা ব্রহ্মরাক্ষসেরা সতত ইহার ছিদ্রান্বেষণে তৎপর থাকে, ইহাতে ক্ষত্রিয়ান্তক ও পৃথিবীক্ষয়কারণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ফলতঃ কোন না কোন অনিষ্টাপাত অবশ্যই ঘটিয়া থাকে, অতএব এই সমস্ত সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে ক্ষেম লাভ হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন। প্রতিদিন গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অবহিত হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং ধন দ্বারা যোগানুষ্ঠান, আমোদ প্রমোদ ও দ্বিজাতিগণকে পরিতৃপ্ত করিবেন।

মহারাজ! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে বিদায় হই, অদ্য দ্বারকানগরীতে গমন করিব। নারদ পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিয়া সমভিব্যাহারী ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া যাত্রা করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞের পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

লোকপাল সভাখ্যান পর্ব্ব সমাপ্ত।

রাজসূয়ারম্ভ পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলতিলক জনমেজয়! মহারাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজসূয় যজ্ঞের বিষয় চিন্তা করত যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন। তিনি মহাত্মা রাজর্ষিগণের মহিমা এবং পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা যজ্বাদিগের উত্তমলোকপ্রাপ্তি, বিশেষতঃ রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের বিষয় সমালোচন করিয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে মানস করিলেন। তখন সেই কুরুবংশাবতংস পাণ্ডুনন্দন সমস্ত সভাসদ্গণকে পূজা করিয়া ও তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বারংবার চিন্তা করত রাজসূয় যজ্ঞ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। তৎপরে সেই অদ্ভুততেজা ধর্ম্মনন্দন প্রজাদিগের হিতসাধনে মন অভিনিবিষ্ট করিয়া অবিশেষে সর্ব্ব লোকের উপকার করিতে লাগিলেন। রাজা ক্রোধমদবিবর্জ্জিত হইয়া সকলের ঋণ পরিশোধ করিতে আজ্ঞা দিলেন; ফলতঃ তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেবল সাধু ধর্ম্ম সাধু ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন কথাই ছিলনা। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুত্রের ন্যায় প্রজাগণকে প্রতিপালন করাতে কেহই আর তাঁহার দ্বেষ্টা রহিল না, এইরূপে তিনি অজাতশত্রু হইয়া উঠিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরিগ্রহ, ভীমসেনের প্রতিপালন, সব্যসাচী অর্জ্জুনের শত্রু নিবারণ, ধীমান্ সহদেবের ধর্ম্মানুশাসন এবং নকুলের স্বাভাবিকী নম্রতা দ্বারা তাঁহাদের অধিকারস্থ সমস্ত জনপদে বিগ্রহ বা ভয়ের সম্পর্কও রহিল না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিরত থাকিল; পর্য্যন্য যথাকালে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং সকল প্রজারাই ধনসম্পত্তিসম্পন্ন হইল। বার্দ্ধুষী, যজ্ঞসত্র, গোরক্ষণ, কৃষি, বাণিজ্যপ্রভৃতি কার্য্যসমুদায়ের যথেষ্ট উন্নতি হইল। অমুকর্ষ, নিষ্কর্ষ, ব্যাধি, অগ্নিদাহ, মূর্চ্ছাপ্রভৃতি কিছুই রহিল না। দস্যু, বঞ্চক বা রাজবল্লভগণ রাজার কোন প্রকার অনিষ্টাচরণ করিত না। ধার্ম্মিকবর মহারাজ যুধিষ্ঠির যে যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তথাকার নৃপগণ, বণিক্সমুদায়, রজোগুণপ্রধান লোভী লোক এবং সামান্য জাতি, সকলেই সর্ব্বদা রাজার প্রিয় কর্ম্ম, দেবোপাসনা এবং স্ব স্ব অদৃষ্টানুসারে ভোগবাসনা চরিতার্থ করিত। সেই সম্রাট্ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বংসহ, সর্ব্বব্যাপী ও অসীমকীর্ত্তিমান্ ছিলেন। কি দ্বিজাতি কি গোপজাতি সমস্ত প্রজারাই সেই ভূপতির পিতৃকর্ত্তব্য নীতিশিক্ষাপ্রদানাদি ও মাতৃকর্ত্তব্য বাৎসল্যাদি গুণদ্বারা উপকৃত হইয়া তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় মন্ত্রিগণ ও অনুজগণকে আহ্বান করিয়া বারংবার রাজসূয় যজ্ঞের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানেচ্ছুক মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের সেই মহার্থ বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন। হে কুরুনন্দন! নৃপতি যদ্দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া বারুণ গুণ প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা তিনি সমস্ত সম্রাড্গুণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। আমরা আপনার সুহৃদ্; আমাদের মতে আপনার রাজসূয়

যজ্ঞ করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়বল থাকিলেই ঐ যজ্ঞ অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়। এই যজ্ঞে ব্রতাচারী ব্রাহ্মণগণ সামবেদ দ্বারা ষট্ প্রকার অগ্নি সংস্থাপন করেন, এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি সমুদায় যজ্ঞের ফল লাভ হয়; এই যজ্ঞের শেষে অভিষেক করিলে লোক সর্ব্বজয়ী হইয়া উঠে, হে মহারাজ! আপনি যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ; আমরা সকলেই আপনার বশীভূত, অতএব আপনি অচিরাৎ ঐ রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করিবেন। হে রাজন্! এক্ষণে কোন বিচার না করিয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে সঙ্কল্প করুন।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদের মুখে সেই স্বাভিলষিত ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মনে মনে আপনার ক্ষমতা বুঝিয়া রাজসূয়ানুষ্ঠানে নিশ্চয় করিলেন। তখন তিনি পুনরায় ভ্রাতৃগণ, ঋত্বিক্‌গণ, মন্ত্রিগণ এবং ধৌম্য ও দ্বৈপায়নপ্রভৃতি মহাত্মাদিগের সহিত মন্ত্রণা করত কহিলেন, হে মন্ত্রবিশারদগণ! আমি সার্ব্বভৌমোচিত রাজসূয় যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি, বলুন, কিপ্রকারে আমার মনোবাঞ্ছা সফল হইবে? ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ ও ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই উৎসাহ প্রদান করিলাম। তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির লোকগণের হিতবাসনায় পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি আপনার সামর্থ্য, সম্পত্তি, দেশ, কাল, আয় ও ব্যয় দেখিয়া এবং সম্যক্ রূপে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাঁহাকে বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠির কেবল আপনার মতে কর্ত্তব্য হইল বলিয়া যজ্ঞারম্ভ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া অপ্রমেয় মহাবাহু সর্ব্বজ্ঞ কৌরব কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। তিনি ভাবিলেন, কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ; তিনি অবশ্যই এ বিষয়ে আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন। ধর্ম্মরাজ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃষ্ণসমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত শীঘ্রগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বরে দ্বারাবতী গমন করিয়া বাসুদেবের সমীপে সমুপস্থিত হইল। ভগবান্ চক্রপাণি দূতমুখে যুধিষ্ঠিরের দর্শনাকাঙ্ক্ষা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রসেনকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে নানা দেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া পরম সমাদরে পিতার ন্যায় তাঁহাকে পূজা করিলেন। তৎপরে ভীম, অর্জ্জুন ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় গুরুর ন্যায় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন। তৎপরে ভগবান বাসুদেব স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্যান্য সুহৃদ্গণের সহিত আমোদ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ভগবান কৃষ্ণ কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলে পর যুধিষ্ঠির আপনার প্রয়োজন জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয়, এমত নহে; যেরূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব; যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য এবং যিনি সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর; সেই ব্যক্তিই রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র। আমার অন্যান্য সুহৃদ্গণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোল্লেখ করেন না; কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয় বাক্য

কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন! এই পৃথিবীমধ্যে উক্তপ্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা যায় না। তুমি উক্তদোষরহিত ও কামক্রোধবিবর্জ্জিত; অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি সর্ব্বগুণে গুণবান, অতএব রাজসূয় করা তোমার পক্ষে অবিধেয় নহে, তুমি সর্ব্বথা রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ নাই। তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি তোমাকে কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। তৎপরে যাঁহারা ক্ষত্রকুলে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা যথার্থ ক্ষত্রিয় নহেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা একত্র হইয়া যে কুলনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাও তোমার বিদিত আছে। হে রাজন্! অনেকানেক ভূপতিগণ ও ক্ষত্রিয়গণ ঐলবংশ ও ইক্ষ্বাকুবংশের বৃত্তান্ত কহিয়া থাকেন। যে সকল নরপতিগণ ঐলবংশে ও ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হইতে এক শত কুল সমুৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ভোজবংশীয় ভূপতি যযাতির বংশ ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। হে রাজন্! যাবতীয় ক্ষত্রিয়গণ স্ব স্ব বংশলক্ষ্মী অধিকার করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে মহীপতি জরাসন্ধ স্বীয় বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন। হে মহারাজ! যে রাজা সকলের প্রভু এবং সমস্ত জগৎ যাঁহার হস্তগত; নিয়মানুসারে তিনিই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। প্রতাপশালী শিশুপাল, মহীপতি জরাসন্ধের আশ্রয় লইয়া তাঁহার সেনাপতি হইয়াছেন। মায়াযোধী বীর্য্যবান্ করূষাধিপতি বক্র শিষ্যের ন্যায় তাঁহাকে সেবা করিতেছেন। মহাবলপরাক্রান্ত হংস ও ডিম্ভক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দন্তবক্র, করূষ, করভ ও মেঘবাহন তাঁহার বশীভূত হইয়াছেন। যিনি মস্তকে দিব্য মণি ধারণ করেন, যিনি মুরু ও নরকদেশ শাসন করেন, যিনি বরুণের ন্যায় পশ্চিম দেশে বদ্ধমূল হইয়াছেন, তোমার পিতৃবন্ধু মহাবল পরাক্রান্ত যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত সতত তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকেন। যিনি তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহবান, যিনি পিতার ন্যায় তোমাকে ভক্তি করেন, যিনি পশ্চিম ভাগের ও দক্ষিণ সীমার অধিপতি এবং যিনি স্নেহবশতঃ তোমার নিকট সতত সন্নত থাকেন, সেই পূরুজিৎ, কুন্তিবংশবর্দ্ধন, শত্রুনিসূদন, তোমার মাতুল সেই জরাসন্ধের অনুগত। যে দুরাত্মা চেদিদেশে সুবিখ্যাত, যে আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকার করে, যে মোহবশতঃ সর্ব্বদা আমার চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে, যে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতদেশের অধিপতি এবং যে ভূমণ্ডলে বাসুদেব বলিয়া বিখ্যাত, সেই মহাবলপরাক্রান্ত পৌণ্ড্রক এক্ষণে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যিনি পৃথিবীর চতুর্থাংশ ভোগ করিতেছেন, ভোজ ও দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার সখা, যিনি পাণ্ড্য, ক্রথ ও কৈশিকদেশ জয় করিয়াছেন, পরশুরামতুল্য তেজস্বী অকৃতি যাঁহার ভ্রাতা, সেই বিদ্যাবলসম্পন্ন, শত্রুনিসূদন ভীষ্মকও তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। ভীষ্মক আমাদের আত্মীয়; আমরা সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করি এবং বিনীত ভাবে অনুগত থাকি, কিন্তু তিনি তথাপি আমাদের বশীভূত হয়েন না। তিনি জরাসন্ধের কীর্ত্তি শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া কি কুলাভিমান কি বলাভিমান সমুদায়ে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শর-

গাপন্ন হইয়াছেন। উত্তরদেশনিবাসী রাজগণ ও অষ্টাদশ ভোজকুল জরাসন্ধের ভয়ে পশ্চিম দিকে পলায়ন করিয়াছেন। শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাল্ব, পটচ্চর, সুস্থল, সুকুট্ট, কুলিন্দ, কুন্তি, শালায়নবংশীয় নৃপতিগণ, দক্ষিণ পাঞ্চালস্থ ভূপতিগণ এবং পূর্ব্বকোশলানিবাসী রাজগণও সোদর ও অনুচরগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিম দিকে পলায়ন করিয়াছেন। মৎস্য এবং সন্ন্যস্তপাদদেশীয় নরপতিগণও সাতিশয় ভীত হইয়া উত্তর দিক পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছেন। যাবতীয় পাঞ্চালদেশীয় মহীপতিগণ স্ব স্ব রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইল, দানবরাজ কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রূরকে আহুককন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থে বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম। তাহাতে কংসভয় নিবারিত হইল বটে, কিন্তু কিছু দিন পরেই জরাসন্ধ প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শত্রুনাশক মহাস্ত্র দ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজস্বী মহাবলপরাক্রান্ত হংস ও ডিম্ভকনামক দুই বীর তাঁহার অনুগত আছে; উহারা অস্ত্রাঘাতে কদাচ নিহত হইবে না, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ঐ দুই বীর এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন বিজয় করিতে পারে। হে ধর্ম্মরাজ! এই পরামর্শ কেবল আমাদের অভিমত হইল এমত নহে; অন্যান্য ভূপতিগণও উহাতে অনুমোদন করিবেন।

হংস নামে সুবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। বলদেব তাঁহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ডিম্ভক লোকমুখে হংস মরিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া নামসাদৃশ্যপ্রযুক্ত তাহার সহচর হংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিল। পরে হংস বিনা আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করত যমুনায় নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে তৎসহচর হংসও পরম প্রণয়াস্পদ ডিম্ভককে আপন মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যমুনাজলে আত্মসমর্পণ করিল। জরাসন্ধ এই দুই বীর পুরুষের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও শূন্যমনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধ বিমনা হইয়া স্বপুরে গমন করিলে পর আমরা পরমাহ্লাদে মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম।

কিয়দ্দিনানন্তর পতিবিয়োগদুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্বীয় পিতার সমীপে আগমনপূর্ব্বক আমার পতিহন্তাকে সংহার কর বলিয়া, বারংবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করত সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করত সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব, এই স্থির করিয়া স্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চিম দিকে পলায়ন করিলাম। ঐ পশ্চিম দেশে রৈবতোপশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলীনাম্নী পুরীতে বাস করিতেছি। তথায় এরূপ দুর্গসংস্কার করি-

য়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন্! এই ক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ঐ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রৈবতক পর্ব্বত দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদীপ! আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রবভয়ে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছি। ঐ পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন, প্রস্থে এক যোজনেরও অধিক এবং একবিংশতিশৃঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শত দ্বার এবং অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত তোরণসকল আছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ উহাতে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। হে রাজন! আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে। আহুকের এক শত পুত্র, তাঁহারা সকলেই অমরতুল্য। চারুদেষ্ণ ও তাহার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলভদ্র, যুদ্ধবিশারদ সাম্ব, আমরা এই সাত জন রথী, কৃতকর্ম্মা, অনাধৃষ্টি, সমীক, সমিতিঞ্জয়, কঙ্ক, শঙ্কু ও কুন্তি এই সাত জন মহারথ এবং অন্ধকভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দৃঢ়কলেবর দশ জন মহাবীর, ইহাঁরা সকলেই জরাসন্ধাধিকৃত মধ্যম দেশ স্মরণ করিয়া যদুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

হে ভরতসত্তম! তুমি সম্রাট্‌তুল্য গুণশালী, অতএব তোমার সম্রাট্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে তুমি কখনই রাজসূয়ানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। সে বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন পর্ব্বতকন্দরমধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ দুরাত্মা রাজসূয় যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিল। পরে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিল। সে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূপালগণকে পরাজয় করত আপনার পুরে আনয়নপূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমরা জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হইয়া মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারাবতী নগরীতে পলায়ন করিয়াছি। হে মহারাজ! যদি তোমার রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মানস থাকে, তবে অগ্রে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক বদ্ধ ভূপালগণের মোচন ও দুরাত্মা জরাসন্ধের বধের নিমিত্ত যত্ন কর; নচেৎ তুমি কোন ক্রমেই রাজসূয় সুসম্পন্ন করিতে পারিবে না। হে কুরুনন্দন! আমার এই মত, এক্ষণে তুমি আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত হয় বল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধীমন্! তুমি আমাকে যেরূপ পরামর্শ দিলে, অন্য কেহই এরূপ পারে না; তোমার ন্যায় সংশয়চ্ছেদক ভূতলে আর কেহই নাই। এই ভূমণ্ডলের মধ্যে অনেকানেক রাজা আছেন; তাঁহারা কেবল আপনাদের প্রিয় কার্য্যই করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেহই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই; সম্রাট্ শব্দ অতিকষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি পরের মর্য্যাদা জানে, সে কখন আত্মপ্রশংসা করে না; যেহেতু অন্যে যাঁহার প্রশংসা করে, তিনিই যথার্থ পূজ্য। পৃথ্বী অতি বিস্তৃত ও নানাবিধ মহারত্নে পরিপূর্ণ। হে বৃষ্ণ্যন্ধকাবতংস! লোকে অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কখনই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। আমার মতে সমতাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; উহা অবলম্বন করিলেই মঙ্গল লাভ হয়; যুদ্ধাদি দ্বারা কোন ক্রমেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারে না। আমাদের

কুলে সমুৎপন্ন এই সমস্ত মনস্বিগণেরও এই মত, বোধ হয় ইহাদের মধ্যে কেহই সর্ব্বজয়ী হইতে পারে না। হে মহাভাগ! জরাসন্ধের দৌরাত্ম্য দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি, কারণ আমি তোমারই বাহুবল আশ্রয় করিয়া আছি, যখন তুমিই সেই জরাসন্ধকে ভয় কর, তখন আমি কি করিয়া আপনাকে বলবান জ্ঞান করিব। তুমি, বলভদ্র, ভীমসেন ও অর্জ্জুন এই চারি জনের মধ্যে কোন ব্যক্তি কাহাকে বিনষ্ট করিতে পারেন কি না, আমি পুনঃ পুনঃ এই চিন্তাই করিতেছি; এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা, আমি তোমার মতানুসারেই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি।

যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমসেন কহিলেন, যে রাজা যুদ্ধচেষ্টাপরাঙ্মুখ এবং যে দুর্ব্বল ও উপায়শূন্য হইয়া বলীর সহিত যুদ্ধ করিতে যায়, ইহারা উভয়েই অবসন্ন হয়। যে ব্যক্তি দুর্ব্বল কিন্তু আলস্যশূন্য, সে সম্যক্ যুদ্ধাদি প্রয়োগ দ্বারা বলবান্ শত্রুকে জয় করিতে পারে এবং নীতি দ্বারা আপনার হিতকর অর্থ লাভ করে। দেখ! কৃষ্ণে নীতি, আমাতে বল এবং অর্জ্জুনে জয় নির্দ্ধারিত আছে, অতএব যেমন ত্রেতাগ্নি যজ্ঞ সাধন করে, সেইরূপ আমরা তিন জনে একত্র হইয়া জরাসন্ধের বধ সাধন করিব।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! অজ্ঞ ব্যক্তিরা পরিণাম বিবেচনা না করিয়া কার্য্যারম্ভ করে, এই নিমিত্ত লোকে স্বার্থসাধনতৎপর, অবিজ্ঞ শত্রুকে নিবারণ করে না। পূর্ব্বে মহারাজ যৌবনাশ্বের পরিত্যাগ, ভগীরথ প্রজাপালন; কার্ত্তবীর্য্য তপোবল, ভরত বাহুবল ও মরুৎ অর্থবল দ্বারা সম্রাট্ হইয়াছিলেন। দেখ! ইহাঁরা এক এক গুণ থাকাতে সাম্রাজ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক তোমাতে সেই সমস্ত গুণ আছে। হে রাজন্! সত্যযুগে পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত ভূপতিগণ সুসাধ্য মন্ত্রের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ ও নীতির সহিত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে বৃহদ্রথপুত্র জরাসন্ধ সম্রাট্ হইয়াছে। ভূপতিগণের এক শত কুল তাঁহার কোন বিঘ্ন করিতে পারে না, এই নিমিত্ত সে বলপূর্ব্বক সাম্রাজ্য অধিকার করিতেছে। রত্নশালী ভূপতিগণ সতত তাহার উপাসনা করেন, কিন্তু সেই নীতিবিরুদ্ধাচারী অজ্ঞ নৃপাপসদ তাহাতেও পরিতুষ্ট হয় নাই। সে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ভূপতিগণকে বলপূর্ব্বক আয়ত্ত করিতেছে; তাঁহারাও স্বচ্ছন্দে তাহার বশীভূত হইতেছেন। হে ধর্ম্মাত্মন্! তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া কিপ্রকারে তাহার সহিত সংগ্রাম করিবে? কিন্তু হে ভরতকুলপ্রদীপ! বলি প্রদানার্থে সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমৃষ্ট হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতির গৃহে বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে অচিরাৎ ছেদন করিবে, এই নিমিত্তই আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। ঐ দুরাত্মা ষড়শীতি জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দ্দশ জনের অপ্রতুল আছে; ঐ চতুর্দ্দশ জন আনীত হইলেই ঐ নৃপাধম উহাদের সকলকে এক কালে সংহার করিবে। হে ধর্ম্মাত্মন্! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরাসন্ধের ঐ ক্রূর কর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে এবং যিনি উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি সাম্রাজ্য লাভ করিবার আশয়ে কেবল সাহসমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক নিতান্ত স্বার্থপরায়ণের

ন্যায় কি করিয়া তোমাদিগকে তথায় প্রেরণ করি! দেখ! ভীম ও অর্জ্জুন আমার দুই চক্ষুস্বরূপ এবং তুমি মনস্বরূপ, অতএব আমি তোমাদের তিন জনকে তথায় প্রেরণ করত মনোহীন ও চক্ষুবিহীন হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব! বিশেষতঃ জরাসন্ধের মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় সৈন্য গণকে সংগ্রামে যমও পরাজয় করিতে পারেন না; তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাদের কি করিতে পারিবে? হে জনার্দ্দন! যখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এ কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করিলে অনর্থাপাত হইবে, তখন আমার মতে এবিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত। এক্ষণে আমি যাহা বিবেচনা করিয়াছি শ্রবণ কর, রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ একবারে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, রাজসূয় সম্পন্ন করা নিতান্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয়, রথ ও ধ্বজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সভামধ্যে গমন করত যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! ধনু, শস্ত্র, শর, বীর্য্য, স্বপক্ষ, কার্য্যনিশ্চয়, যশ ও বল, এই সকল অতি দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু আমি এই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা প্রসিদ্ধবংশজাত লোকদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার মতে যে ব্যক্তি বলবান্ ও উৎসাহশীল, তিনিই যথার্থ প্রশংসাপাত্র। দেখ! বীর্য্যবান্দিগের কুলে সমুৎপন্ন দুর্ব্বল ব্যক্তি কিছুই করিতে পারে না কিন্তু নির্বীর্য্যকুলোদ্ভব বীর্য্যবান্ ব্যক্তি সম্ভ্রমাস্পদ হয়। যে শত্রুজয় দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, সেই যথার্থ ক্ষত্রিয়। বীর্য্যবান্ ব্যক্তি অন্যান্য-সমস্ত-গুণবিবর্জ্জিত হইলেও শত্রু জয় করিতে পারেন। নির্ব্বীর্য্য ব্যক্তি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন হইলেও তদ্দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। পরাক্রমশালী ব্যক্তিতে সমস্ত গুণ গুণীভূত হইয়া থাকে। অভিনিবেশ জয়ের হেতু, উহা কর্ম্ম ও দৈব এই উভয়ের আয়ত্ত। যে-ব্যক্তি বলসংযুক্ত হইয়াও অনবধানতাবশতঃ কার্য্যকালে ঔদাসীন্য অবলম্বন করে, সে সসৈন্যে শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, সন্দেহ নাই। বলবিহীন বিপক্ষপক্ষে দৈন্য অবলম্বন করা যেরূপ দোষাবহ, বলবান্ শত্রুর নিকট অনবহিত হওয়াও তদ্রূপ, অতএব যে রাজা জয়াভিলাষী, তাঁহাকে অবশ্যই উক্ত সাংঘাতিক হেতুদ্বয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেখুন! যদি আমরা যজ্ঞ করিবার উপলক্ষে জরাসন্ধকে বিনাশ ও অন্যান্য ভূপতিগণকে রক্ষা করি, তাহা হইলে তদপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট কর্ম্ম হইতে পারে। যুদ্ধাদি-চেষ্টারহিত ব্যক্তিকে লোকে নির্গুণ জ্ঞান করে, তবে আপনি কিনিমিত্ত গুণপক্ষ অবলম্বন না করিয়া নির্গুণ হইবার বাসনা করিতেছেন? লোকে যাহাকে নির্গুণ বলিয়া বোধ করে, তাহার শম গুণ অবলম্বন ও কাষায় বসন পরিধানপূর্ব্বক বনে গমন করা শ্রেয়ঃ; অতএব আমরা তাহা না করিয়া সাম্রাজ্যলাভের নিমিত্ত শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিব।

ষোড়শ অধ্যায়।

কৃষ্ণ কহিলেন, ভরতবংশে জাত ও কুন্তীর গর্ভে সম্ভূত ব্যক্তির যেরূপ বুদ্ধি হওয়া উচিত, মহানুভব অর্জ্জুনে তাহা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। যখন মৃত্যু, দিবাভাগে কি রজনীযোগে হইবে, তাহার স্থির নাই, এবং কোন ব্যক্তি যুদ্ধ না করাতে অমর হইয়াছে ইহাও কখন শুনি নাই; অতএব বিধানানুসারে নীতিপূর্ব্বক শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিয়া পরিতোষ লাভ করাই পুরুষের কার্য্য। যে ব্যক্তি নয়শালী ও অপায়রহিত, শত্রুকে আক্রমণ করা তাহার কর্ত্তব্য; যুদ্ধে একের উৎকর্ষ ও অন্যের অপকর্ষ অবশ্যই হয়, দুই জনের সাম্য কদাচ হয় না। আর যে ব্যক্তি নয়হীন ও উপায়বিহীন; সংগ্রামে অবশ্যই

তাহার ক্ষয় হয়। কিন্তু উভয় পক্ষ সমপরাক্রমশালী হইলে কাহারও জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব আমরা নীতিমার্গানুসারে স্বীয় রন্ধ্র আবরণপূর্ব্বক শত্রুকে রন্ধ্রে আক্রমণ করিলে কিনিমিত্ত জয়লাভে কৃতকার্য্য না হইব? বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞেরা কহেন যে, যে শত্রু বহু সৈন্যের অধীশ্বর এবং বলবান, তাহার সহিত যুদ্ধ করা অনুচিত; ইহা আমার অভিপ্রেত। আমরা গোপনে শত্রুগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করত আপনাদের কার্য্য সাধন করি। দুরাত্মা জরাসন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া একাকী রাজ্যলক্ষ্মী ভোগ করিতেছে; আমি তাহাকে নিধন করিতে লক্ষ্য করিয়াছি। যদিও আমরা সেই দুরাত্মাকে যুদ্ধে সংহার করিয়া তাহার অন্যান্য স্বপক্ষগণ কর্ত্তৃক নিহত হই, তাহা হইলেও তৎকর্ত্তৃক কারাগারে অবরুদ্ধ জ্ঞাতিগণের পরিত্রাণনিবন্ধন স্বর্গ লাভ করিতে পারিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধ কে? তাহার বীর্য্য ও পরাক্রম কিপ্রকার? যে দুরাত্মা তোমার অনিষ্টাচরণ করিয়াও প্রজ্বলিত-হুতাশনস্পর্শী পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন্! জরাসন্ধের যেরূপ বীর্য্য ও পরাক্রম এবং যে নিমিত্ত সে অনেকবার আমার বিপ্রিয়াচরণ করিলেও তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছি, তৎসমুদায় শ্রবণ কর। পূর্ব্বে তিন অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর, সমরদর্পিত, রূপবান, ধনসম্পন্ন, অতুল বলবিক্রমশালী, নিত্যদীক্ষিত, পুরন্দরসদৃশ, বৃহদ্রথনামা ভূপতি মগধদেশে আধিপত্য করিতেন। ঐ ভূপাল তেজে সূর্য্যের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে কালান্তক যমের ন্যায় ও ঐশ্বর্য্যে কুবেরের ন্যায় ছিলেন, ইহাঁর গুণগ্রাম সূর্য্যকিরণের ন্যায় মহীমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি কাশিরাজের দুই পরম রূপবতী যমজ-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রাজা, আমি তোমাদের উভয়ের প্রতি সমান অনুরক্ত থাকিব বলিয়া সেই পত্নীদ্বয়ের নিকট নিয়ম করিলেন। ভূপতি সেই আত্মানুরূপ প্রণয়িনীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া করেণুদ্বয়মধ্যবর্ত্তী করিরাজের ন্যায় এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী মূর্ত্তিমান্ সাগরের শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি বিষয়রসে নিমগ্ন হইয়া যৌবনকাল অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু বংশকর পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পারিলেন না। পুত্রকামনায় হোম যজ্ঞপ্রভৃতি বহুবিধ মঙ্গলকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পুত্র লাভ হইল না।

তিনি একদা শ্রবণ করিলেন, মহাত্মা কাক্ষীবান্ গৌতমের পুত্র উদারস্বভাব ভগবান্ চণ্ডকৌশিক তপস্যায় পরিশ্রান্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করত এক বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বিবিধ রত্নপ্রদান দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। সত্যধৃতি, সত্যবাক্, ঋষিসত্তম চণ্ডকৌশিক তাঁহার ভক্তিভাবে বশীভূত হইয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি তোমার আস্থা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। তখন মহারাজ বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদবচনে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি নিঃসন্তান, নিতান্ত হতভাগ্য, রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তপোবনে আগমন করিয়াছি। এখন আর আমার বর লইবার আবশ্যকতা কি?

মহর্ষি, রাজা বৃহদ্রথের সেইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে অনুকম্পাপরবশ হইয়া সেই আম্রতলে উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অক্ষত এক সরস আম্রফল বৃক্ষ হইতে অকস্মাৎ তাঁহার ক্রো-

তদ্দেশে পতিত হইল। মহর্ষি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্তভূত সেই পরম রমণীয় আম্রফলটি গ্রহণপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ মনে মনে বিবেচনা করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! তুমি স্বভবনে গমন কর, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে; অচিরাৎ পুত্রমুখ অবলোকন করিবে।

রাজা বৃহদ্রথ মহর্ষির বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার পাদবন্দনপূর্ব্বক পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে স্বভবনে গমন করিলেন এবং শুভ ক্ষণে সেই আম্রফলটি দুই সহধর্ম্মিণীকে ভোজন করিতে দিলেন। তাঁহারা সেই ফলটি দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পরস্পর এক এক খণ্ড ভক্ষণ করিলেন। ফল ভক্ষণানন্তর কার্য্যের অবশ্যম্ভাবিতা ও মহর্ষির সত্যবাদিতাপ্রভাবে তাঁহারা উভয়েই গর্ভবতী হইলেন। নৃপতি তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর যথাকালে প্রসবসময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা উভয়ে একচক্ষু, একবাহু, একচরণ, অর্দ্ধোদর, অর্দ্ধমুখ ও অর্দ্ধস্ফিক্‌বিশিষ্ট এক এক দেহার্দ্ধমাত্র প্রসব করিলেন। রাজপত্নীরা সেই সজীব অর্দ্ধ কলেবরদ্বয় দর্শনে ভয়ে কম্পিতকলেবর ও যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করত ধাত্রীদিগকে উহা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। ধাত্রীরা তাঁহাদের নিদেশানুসারে সেই সদ্যঃপ্রসূত অর্দ্ধ কলেবরদ্বয় সুসম্বৃত করত অন্তঃপুর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক এক চতুষ্পথে নিক্ষেপ করিয়া আসিল।

অনন্তর মাংসশোণিতলোলুপা জরানাম্নী এক রাক্ষসী সেই অর্দ্ধ কলেবরদ্বয় গ্রহণ করিল। ভবিতব্যতার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! রাক্ষসী ঐ দুই দেহার্দ্ধ সুবাহু করিবার নিমিত্ত যেমন সংযোজিত করিল, অমনি উহা একত্র হইয়া এক মহাবল পরাক্রান্ত কুমার হইল। নিশাচরী তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন এবং সেই বজ্রতুল্য দৃঢ়কলেবর শিশুকে বহন করিতে অসমর্থ হইল। বালক, বদনে তাম্রবর্ণ মুষ্টি প্রদানপূর্ব্বক সজল জলধরের ন্যায় গভীর স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

অন্তঃপুরবাসিগণ সেই আকস্মিক গভীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া আস্তেব্যস্তে রাজার সহিত বহির্গত হইল। দুগ্ধপূর্ণ-স্তনভরাবনতা পরিম্লানবদনা সেই দুই রাজমহিষীও পুত্রলাভে হতাশ হইয়া সহসা তথায় গমন করিলেন। রাক্ষসী রাজ্ঞীদ্বয়কে তদবস্থাপন্ন, রাজাকে পুত্রাভিলাষী ও বালককে সাতিশয় বলবান্ দেখিয়া চিন্তা করিল, আমি এই রাজার অধিকারে বাস করি; রাজা একান্ত সন্তানাভিলাষী, ইনি পরম ধার্ম্মিক ও মহাত্মা, অতএব ইহাঁর এই শিশু সন্তানটি বিনষ্ট করা নিতান্ত অনুচিত। মনে-মনে এইপ্রকার চিন্তা করিয়া মনুষ্যকলেবর ধারণপূর্ব্বক সেই শিশুকে লইয়া রাজার সমীপে গমন করত কহিল, হে বৃহদ্রথ! এই বালকটি তোমার পুত্র; আমি ইহাকে তোমায় প্রদান করিলাম, গ্রহণ কর। এ, ব্রাহ্মণের বরপ্রভাবে তোমার পত্নীদ্বয়ের গর্ভে জন্মিয়াছে। ধাত্রীরা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। আমি ইহাকে রক্ষা করিয়াছি। তখন রাজমহিষীদ্বয় আনন্দিতচিত্তে সেই বালককে গ্রহণ করিয়া স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। রাজা পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মানুষীবেশধারিণী রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসিলেন, হে শুভে! তুমি আমাকে পুত্র প্রদান করিলে, এক্ষণে পরিচয় প্রদান কর, তুমি কে? আমি তোমাকে দেবতার ন্যায় বোধ করিতেছি।

সপ্তদশ অধ্যায়।

রাক্ষসী কহিল, মহারাজ! তোমার মঙ্গল হউক; আমি কামরূপা রাক্ষসী, আমার নাম জরা। আমি প্রতিদিন লোকের গৃহে

গৃহে বাস করি। ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে নির্ম্মাণ করিয়া গৃহদেবী নাম প্রদান করিয়াছেন। আমি দানবগণের বিনাশনিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছি। যে ব্যক্তি নবযৌবনসম্পন্না সপুত্রা মদীয় প্রতিমূর্ত্তি গৃহভিত্তিতে লিখিয়া রাখিবে, তাহার গৃহ সতত ধন, ধান্য, পুত্র, কলত্রাদিতে পরিপূর্ণ থাকিবে। তাহা না করিলে অবশ্যই তাহার অমঙ্গল ঘটিবে। তোমার গৃহে বহুপুত্রসমাবৃত মদীয় প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত আছে এবং আমি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকি। হে রাজন! এই রূপে তোমার গৃহে বাস করত সর্ব্বদা ভক্তি-সহকারে পূজিত হই বলিয়া, আমি নিরন্তর চিন্তা করি, কিরূপে তোমার প্রত্যুপকার করিব। অদ্য দৈববশাৎ তোমার পুত্রের দেহার্দ্ধদ্বয় দেখিতে পাইলাম। উহা গ্রহণপূর্ব্বক যেমন একত্র করিলাম, অমনি উহা এক নবকুমার হইল। হে নরনাথ! এই আশ্চর্য্য ঘটনা তোমারই ভাগ্যক্রমে হইয়াছে, আমি উপলক্ষ মাত্র। হে রাজন্! আমি রাক্ষসী, সুমেরুও ভক্ষণ করিতে পারি; তোমার শিশু পুত্র ত অনায়াসেই ভক্ষণ করিতে পারিতাম; কেবল তোমার গৃহে সতত পূজিত হই বলিয়াই তোমাকে তোমার পুত্র প্রদান করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাক্ষসী রাজাকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল। রাজা বৃহদ্রথ পুত্র লইয়া পরমানন্দে গৃহে গমন করিয়া সেই বালকের জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করিলেন। পরে মগধরাজ্যে জরা রাক্ষসীর উদ্দেশে মহোৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন। তৎপরে সেই পিতামহসদৃশ রাজা বৃহদ্রথ স্বীয় পুত্র জরা রাক্ষসী কর্ত্তৃক সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া, তাহার নাম জরাসন্ধ রাখিলেন। জরাসন্ধ স্বীয় পিতা বৃহদ্রথের নিকেতনে হুত হুতাশনের ন্যায়, শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত ও বলসম্পন্ন হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তদীয় পিতা মাতার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন্! কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ চণ্ডকৌশিক মগধদেশে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। মহারাজ বৃহদ্রথ তাঁহার আগমনে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া অমাত্য, ভৃত্যবর্গ, ভার্য্যাদ্বয় ও পুত্র সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং পুত্র ও রাজ্য তৎসমীপে নিবেদন করিলেন। মহর্ষি, মহারাজের পূজা গ্রহণানন্তর হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আমি দিব্য চক্ষুঃ দ্বারা এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার এই পুত্র যেরূপ সৌভাগ্যশালী হইবে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার এই কুমার রূপবান, সত্ত্বশালী, বলবিক্রমসম্পন্ন ও অতুল ঐশ্বর্য্যাধিকারী হইবে, সন্দেহ নাই। যেমন অন্যান্য পক্ষিগণ উড্ডীন বিহঙ্গমরাজ গরুড়ের অনুগমন করিতে পারে না, সেইরূপ কোন ভূপতিই এই কুমারের তুল্য বলশালী হইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি ইহার শত্রু হইবে, তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। যেমন নদীতরঙ্গে পর্ব্বতের কিছুই অপকার হয় না, সেইরূপ দেবগণের অস্ত্রাঘাতেও ইহার কিছুমাত্র ব্যথা হইবে না। এ, সমস্ত ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। যেমন সূর্য্য অন্যান্য জ্যোতিঃপদার্থগণের প্রভা হ্রাস করেন, সেইরূপ এই কুমার সকলের তেজ বিনষ্টপ্রায় করিবে। যেমন পতঙ্গসকল অগ্নিতে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ধনবাহনসম্পন্ন সমৃদ্ধ ভূপতিগণ যুদ্ধে ইহার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিবে। যেমন বর্ষাকালে সমুদ্র অগাধজলসম্পন্না নদীসকলকে গ্রহণ করে, সেইরূপ এ,

সমুদায় ভূপতিগণের ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করিবে। যেমন সর্ব্বশস্যধরা বসুন্ধরা কি মহৎ কি নীচ, সকলকেই ধারণ করেন, সেইরূপ এ, চারি বর্ণ পালন করিবে। প্রাণিগণ যেমন সমস্ত জগতের আত্মভূত বায়ুর বশীভূত, সেইরূপ ইহারও বশীভূত হইবে। এই কুমার ত্রিপুরান্তকারী দেবাদিদেব মহাদেবকে সাক্ষাৎ দেখিবে। ভগবান্ চণ্ডকৌশিক, মহারাজ বৃহদ্রথকে এই কথা বলিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

মগধাধিপতি নগরে প্রবেশপূর্ব্বক জ্ঞাতিবান্ধব সমভিব্যাহারে জরাসন্ধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা তপোবনে গমন করিলে জরাসন্ধ স্বীয় ভুজবীর্য্যপ্রভাবে ভূপতিগণকে বশীভূত করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে বহু দিবস তপোনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র জরাসন্ধও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদায় বর লাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ বাসুদেব, কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংসনিপাতননিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল। মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণীমধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনশত বার ঘূর্ণায়মান করিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মথুরাস্থিত অদ্ভুতকর্ম্মা বাসুদেবের একোনশত যোজন অন্তরে পতিত হইল। পৌরগণ কৃষ্ণসমীপে গদাপতনের বিষয় নিবেদন করিল। তদবধি সেই মথুরার সমীপবর্ত্তী স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল। হংস ও ডিম্ভক নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ, জরাসন্ধের সহায় ছিল। উহারা নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী, মন্ত্রণাপ্রদানে সুনিপুণ, বুদ্ধিমান ও শস্ত্রাঘাতে অবধ্য ছিল। আমি ইতিপূর্ব্বেই কহিয়াছি, উহারা দুইজন এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন জয় করিতে পারে। হে মহারাজ! এই রূপে কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ "দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত স্পর্দ্ধা করিবে না" এই নীতিবাক্যের অনুসরণক্রমে মহাবীর জরাসন্ধকে তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

রাজসূয়ারম্ভ পর্ব্ব সমাপ্ত।

জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! হংস ও ডিম্ভক নিহত হইয়াছে। কংসও সগণে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এক্ষণে জরাসন্ধবধের সময় সমুপস্থিত। সমস্ত সুরাসুর একত্র হইলেও যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজয় করিতে পারে না অতএব আমার মতে উহাকে প্রাণযুদ্ধে জয় করা উচিত। দেখ! আমি নীতিজ্ঞ, ভীমসেন বলবান্ এবং অর্জ্জুন আমাদের রক্ষিতা, অতএব যেমন তিন অগ্নি একত্র হইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, সেই রূপ আমরা তিন জন একত্র হইয়া জরাসন্ধের বধ সাধন করিব। আমরা তিন জন নির্জ্জনে আক্রমণ করিলে জরাসন্ধ অবশ্যই এক জনের সহিত সংগ্রাম করিবে। সে অবমাননা, লোভ ও বাহুবীর্য্যে উত্তেজিত হইয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবে, সন্দেহ নাই। যম যেমন উদ্ধত লোকের বিনাশে সমর্থ, সেইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন বৃহদ্রথতনয়কে সংহার করিতে পারিবেন। অতএব যদি তুমি আমার হৃদয়জ্ঞ হও এবং যদি আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে শীঘ্র ভীম ও অর্জ্জুনকে ন্যাসস্বরূপ আমার হস্তে সমর্পণ কর।

লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে চন্দনাগুরুচর্চ্চিত সেই বীরত্রয়ের বাহু শালস্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মগধপুরবাসী জনগণ উদ্যত শালস্কন্ধের ন্যায় ও মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় সেই তিন জনকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বহু জনাকীর্ণ তিন কক্ষা অতিক্রম করিয়া অহঙ্কার প্রকাশপূর্ব্বক জরাসন্ধের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ! জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পাদ্য, মধুপর্ক্কপ্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া স্বাগতপ্রশ্ন করিলেন। ভীম ও ধনঞ্জয় তৎকালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন ধীমান্ কৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ইহাঁরা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্ব্ব রাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন, ভূপতি কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাদিগকে যজ্ঞাগারে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন এবং অর্দ্ধ রাত্রসময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ জনমেজয়! মগধরাজ জরাসন্ধের এই লোকবিশ্রুত ব্রত ছিল যে, কোন স্নাতক ব্রাহ্মণ অর্দ্ধ রাত্রসময়ে সমুপস্থিত হইলেও তিনি তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিতেন। তিনি তাঁহাদের তিন জনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পূজা করিলেন এবং তাঁহাদের অপূর্ব্ব বেশ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা রাজাকে দেখিবামাত্র "স্বস্ত্যস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করত কুশল প্রশ্ন করিলেন। রাজা জরাসন্ধ সেই ব্রাহ্মণবেশধারী বীরত্রয়কে বসিতে কহিলেন। তাঁহারাও তদনুসারে যজ্ঞশালায় উপবেশন করিয়া অধরস্থিত ত্রেতাগ্নির ন্যায় শোভাপাইতে লাগিলেন। তখন সত্যসন্ধ মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহাদের বেশদর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি জানি, স্নাতক ব্রতাচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমনসময় ব্যতীত কখন মাল্য বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও অনুলেপনে সুশোভিত; ভুজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে; আকার দর্শনে ক্ষাত্র তেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন; অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া নির্ভয়ে চৈত্যক পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা বীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিয়াছেন। আরও আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজাগ্রহণ করিলেন না? যাহা হউক, এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, বলুন।

মহারাজ জরাসন্ধ এইরূপ কহিলে, মহামতি কৃষ্ণ, স্নিগ্ধ গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ; কিন্তু হে নরাধিপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতিই স্নাতকব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয়জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্ হয়, বলিয়া আমরা পুষ্প ধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্; বাগ্বীর্য্যশালী নহেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের অপ্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ করা নির্দ্ধারিত আছে। বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! যদি তোমার আমাদের বাহুবল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে

অদ্যই দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথনন্দন! ধীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্য ভাবে ও সুহৃদ্গৃহে প্রকাশ্য ভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজন! আমরা স্বকার্য্য-সাধনার্থে শত্রুগৃহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিত্য ব্রত।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

জরাসন্ধ কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি কোন্ সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ? দেখ, ধর্ম্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া বিনাপরাধে লোকের ধর্ম্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই। আর দেখ! ত্রিলোকীমধ্যে সৎপথগামিগণের পক্ষে ক্ষত্রধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিরা কেবল ক্ষত্রধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। আমি স্বধর্ম্মে নিরত প্রজাগণের কোন অপকার করি নাই; তবে তোমরা কিনিমিত্ত আমাকে শত্রু বলিয়া স্থির করিয়াছ, বোধ হয়, তোমাদের প্রমাদ হইয়া থাকিবে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো! যে কুলপ্রদীপ একাকী কুলকার্য্যের ভার বহন করিতেছেন, আমরা তাঁহার নিয়োগক্রমে তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াছি। হে রাজন্! ক্ষত্রিয়গণকে পূজোপহারস্বরূপ করিবার মানস করাতে তুমি যৎপরোনাস্তি অপরাধী হইয়াছ, তবে কি বলিয়া আপনাকে নিরপরাধ বোধ কর? হে নৃপসত্তম! নিরপরাধ অন্যান্য ভূপতিগণের প্রতি হিংসাচরণ করা কি রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম? তবে তুমি কি জন্য নৃপতিগণকে আনয়নপূর্ব্বক মহাদেবের নিকট উপহার প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ? হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকেও ত্বৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মচারী ও ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ। আমরা কখন নরবলি দেখি নাই; তুমি কি বলিয়া নরবলি প্রদানপূর্ব্বক ভগবান্ পশুপতির পূজা করিতে বাসনা করিতেছ? রে বৃথামতি জরাসন্ধ! তোমা ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি সবর্ণের পশুসংজ্ঞা করিতে পারে? দেখ! যে ব্যক্তি যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্ম করে, সে, সেই সেই অবস্থায় তাহার ফলভাগী হয়। আমরা দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া থাকি; তুমি জ্ঞাতিক্ষয়কারী, অতএব আমরা এক্ষণে জ্ঞাতিবৃদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে সংহার করিতে সমাগত হইয়াছি। তুমি মনে মনে স্থির করিয়াছ যে, এই ভূমণ্ডলমধ্যে ক্ষত্রিয়কুলে তোমার ন্যায় ক্ষমতাশালী পুরুষ আর কেহই নাই, সে কেবল তোমার বুদ্ধিভ্রমমাত্র। কোন্ স্বজাতীয় পক্ষপাতী ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত ভূপতি আত্মীয় জন রক্ষার্থে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অতুল স্বর্গ ভোগ করিতে বাসনা না করে? দেখ! ক্ষত্রিয়গণ স্বর্গে থাকিয়াও রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া লোকদিগকে জয় করেন। হে রাজন্! বেদাধ্যয়ন, মহৎ যশ, তপোনুষ্ঠান ও যুদ্ধে মৃত্যু, এই সমুদায়ই স্বর্গের হেতু বটে, কিন্তু নিয়মপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নাদি না করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না; কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিলে স্বর্গ লাভ হইবে, উহাতে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই। দেখ! সুরপতি ইন্দ্র স্বীয় গুণবান্ পুত্র বৈজয়ন্তের প্রভাবে অসুরগণকে পরাজয় করিয়া জগৎপালন করিতেছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের সহিত শত্রুতা তোমার পক্ষে যেরূপ স্বর্গগমনের হেতু হইয়াছে, সেরূপ আর কাহারও ঘটে না। তুমি বহু সংখ্যক নাগধ সৈন্যের বলে দর্পিত হইয়া অন্যা-

ন্য ব্যক্তিগণকে অপমান করিও না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই পরাক্রম আছে। এই ভূমণ্ডলে তোমার সমতেজা ও তোমা অপেক্ষা অধিক তেজস্বী অনেকে আছেন। হে রাজন্! এই বিষয় অজ্ঞাত থাকাতেই তোমার এতাদৃশ অহঙ্কার হইয়াছে। উহা আমাদের নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে তোমাকে জানাইয়া দিলাম। হে ভূপতে! তুমি সদৃশ ব্যক্তির উপর অভিমান ও দর্প পরিত্যাগ কর, নতুবা পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে যমালয়ে গমন করিতে হইবে। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য, উত্তর ও বৃহদ্রথ অতিদর্পে আপন আপন মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সসৈন্যে বিনষ্ট হইয়াছেন। হে রাজন! তোমাকে কপটে সংহার করিবার মানসে এরূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়াছি, আমরা বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়। আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীর পুরুষ পাণ্ডুতনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর; না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর।

জরাসন্ধ কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি কোন রাজাকেই জয় না করিয়া আনয়ন করি নাই। যাহাকে আমি পরাজয় করি নাই এবং যে আমার সহিত বিরোধ করিতে সমর্থ, এই ভূমণ্ডলে এমত কোন্ ব্যক্তি আছে হে বাসুদেব! বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক লোককে আপনার বশে আনিয়া তাহার প্রতি স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আমি ক্ষাত্র ব্রতাবলম্বী; দেবপূজার নিমিত্ত রাজগণকে আনয়ন করিয়াছি; এখন কি নিমিত্ত ভয় পাইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব। আমি একাকী ব্যূহমধ্যস্থিত এক, দুই বা তিন মহারথের সহিত এককালে বা পৃথক পৃথক যুদ্ধ করিতে পারি।

মহারাজ জরাসন্ধ এই কথা বলিয়া ঐ ভীমকর্ম্মা ব্যক্তিগণের সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিবার অভিলাষে স্বীয়পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেকে আজ্ঞা করিলেন এবং কৌশিক ও চিত্রসেন নামক দুই সেনাপতিকে আহ্বান করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যসন্ধ হলধরানুজ মধুসূদন, ঐ ভীমপরাক্রম শার্দ্দূলসমবিক্রান্ত বৃহদ্রথতনয় জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন যদুবংশাবতংস সুবক্তা বাসুদেব, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় মহারাজ জরাসন্ধকে কহিলেন, হে রাজন! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, বল? কে যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে? মহাদ্যুতি জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ কবিতে চাহিলেন।

ঐ সময়ে পুরোহিত রোচনা, মাল্য ও অন্যান্য মাঙ্গল্য দ্রব্যজাত এবং দুঃখমুর্চ্ছানিবারক অঙ্গদ ও ঔষধসমুদায় লইয়া সংগ্রামেচ্ছু জরাসন্ধের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ জরাসন্ধ যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে বর্ম্ম পরিধান ও কিরীট পরিত্যাগপূর্ব্বক কেশ বন্ধন করত বেগবান্ সমুদ্রের ন্যায় সমুত্থিত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম! আইস, তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। মহাতেজা জরাসন্ধ ভীমকে এই কথা বলিয়া, বলাসুর যেমন ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, তদ্রূপ বৃকোদরকে আক্রমণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনও কৃষ্ণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া যুদ্ধাভিলাষে জরাসন্ধের নিকট গমন করিলেন। এইরূপে সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া স্ব স্ব বাহুমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক উভয়ে মিলিত হইলেন। প্রথমে তাঁহারা কর গ্রহণপূর্ব্বক পাদাভিঘ-

ন্দন করিয়া কক্ষাস্ফোটন করিতে লাগিলেন এবং স্কন্ধে বারংবার করাঘাত ও অঙ্গে অঙ্গে সমাশ্লেষ করিয়া পুনরায় আস্ফালন করিতে লাগিলেন। পরে চিত্রহস্তাদি বিবিধ বন্ধন করিয়া কক্ষাবন্ধ করিলেন এবং পরস্পর ললাটে ললাটে এরূপ আঘাত করিলেন যে, উভয়ের ললাট হইতে স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত ও ঘোরতর শব্দ হওয়াতে বোধ হইল, যেন বজ্রাঘাত হইতেছে। অনন্তর বাহুপাশাদি বন্ধন করিয়া পরস্পর মস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বক মত্ত বারণের ন্যায় ও ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন এবং সুসংক্রুদ্ধ সিংহদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর নিরীক্ষণ, করপ্রহার ও বারংবার আকর্ষণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরস্পর অঙ্গ ও বাহু দ্বারা অঙ্গ সমাপীড়ন ও বাহুদ্বারা উদর আবরণ করত পরস্পরকে স্ব স্ব কটি ও পার্শ্বদেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্ব স্ব কণ্ঠ, কক্ষ ও উদরে হস্তাস্ফালন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পরস্পর পৃষ্ঠভঙ্গ ও বাহুদ্বয় দ্বারা সম্পূর্ণ মূর্চ্ছা এবং পূর্ণকুম্ভপ্রভৃতি করিলেন। তৎপরে তাঁহারা তূণপীড়, পূর্ণযোগ ও সমুষ্টিকপ্রভৃতি নানাবিধ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! তখন যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বনিতা ও বৃদ্ধগণ তাঁহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল। মহাবীর জরাসন্ধ ও ভীমসেন পরস্পর নিগ্রহ ও প্রগ্রহ দ্বারা ভয়ানক বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী পরম প্রহৃষ্ট মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষদ্বয় পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। হে রাজন! বীরদ্বয়ের বৃত্রবাসব সদৃশ ভয়ানক তুমুল সংগ্রামে অন্যান্য লোক উৎসারিত হইল। প্রকর্ষণ, আকর্ষণ, অনুকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও জানুদ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কঠোর শব্দে তৎর্সনা করত প্রস্তরাঘাতসদৃশ মুষ্টিপ্রহারে অভিঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়েই বিস্তৃতবক্ষ, উভয়েই দীর্ঘবাহু, উভয়েই যুদ্ধকুশল; সুতরাং উভয়ে উভয়কে লৌহার্গলসদৃশ বাহু দ্বারা সংসক্ত করিলেন। দুই মহাত্মার যুদ্ধ কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসে আরব্ধ হইয়া অনাহারে অবিশ্রান্ত ত্রয়োদশ দিবস দিবারাত্রি সমভাবে চলিয়া ছিল। চতুর্দ্দশ দিবসে রাত্রিতে মগধরাজ ক্লান্ত হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে, অধিকতর পীড্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে; অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ষভ! ইহাঁর সহিত বাহুযুদ্ধ কর। শত্রুনিসূদন ভীম, কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্জ্জয় জরাসন্ধকে তদবস্থ জানিয়া তাহাকে জয় করিবার নিমিত্ত অধিক কোপাবিষ্ট হইলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর কৌশলাভিজ্ঞ ভীমসেন, জরাসন্ধবধাভিলাষে বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এই পাপাত্মার কক্ষদেশ এরূপ বসনবদ্ধ আছে যে ইহাকে প্রাণবিযুক্ত করা সহজ ব্যাপার নহে। পুরুষব্যাঘ্র বাসুদেব জরাসন্ধবধাভিলাষে সত্বর হইয়া বৃকোদরকে কহিলেন, হে ভীম! তোমার যে দৈব বল ও বায়ুবল আছে, আশু তাহা জরাসন্ধে প্রদর্শন কর। মহাবল ভীম এই প্রকার অভিহিত হইয়া জরাসন্ধকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। শতবার ঘূর্ণিত করিয়া জানু দ্বারা আকুঞ্চনপূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ভঙ্গ ও নিষ্পেষণপূর্ব্বক সিংহনাদসহকারে তাঁহার চরণদ্বয় করকবলিত করিয়া দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। নিষ্পিষ্যমাণ জরাসন্ধের আ-

র্ত্ত রবে এবং ভীমসেনের গর্জ্জনে মগধবাসী সমস্ত লোক ত্রস্ত ও গর্ভিণীর গর্ভস্রাব হইয়া গেল। ভীমসেনের ভয়ঙ্কর নিনাদে মাগধেরা বোধ করিল যে, হয় হিমালয়, না হয় মহীতল বিদীর্ণ হইতেছে।

তদনন্তর অরিন্দম কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীম গতজীবিত প্রসুপ্তের ন্যায় পতিত জরাসন্ধকে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কৃষ্ণ জরাসন্ধের পতাকাশালী রথ সংযোজিত এবং তাহাতে ভ্রাতৃদ্বয়কে আরোহিত করিয়া বান্ধবগণকে কারামুক্ত করিলেন। মহীপালগণ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক রত্ন দ্বারা তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন। অক্ষত শস্ত্রসম্পন্ন জিতারি বাসুদেব সেই দিব্য রথে আরোহণ করিয়া রাজগণের সহিত গিরিব্রজ হইতে প্রস্থান করিলেন। ভীমার্জ্জুন দুই যোদ্ধা তাহাতে আরূঢ় এবং কৃষ্ণ তাহার সারথি হওয়াতে সেই রথ সমধিক শোভিত হইয়াছিল। যে রথ তারকাজালের ন্যায় সমুজ্জ্বল; ইন্দ্র এবং বিষ্ণু যাহাতে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম করিতেন, যদ্দ্বারা পুরন্দর নবনবতি বার দানবগণকে নিহত করিয়াছিলেন; তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় যাহার আভা; মেঘ নির্ঘোষের ন্যায় যাহার শব্দ; সেই কিঙ্কিনীজালজড়িত অপূর্ব্ব রথ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। মাগধেরা মহাবাহু কৃষ্ণকে ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত সেই রথে আরূঢ় দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। বায়ুবেগশালী সেই রথ দিব্য ঘোটকে সংযুক্ত ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া অতীব শোভমান হইয়াছিল। সেই দেবনির্ম্মিত রথ শক্রধনুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিবামাত্র তিনি সমাগত হইলেন। বিস্তৃতানন, মহানাদ, গরুত্মান সমারূঢ় হইলে সেই দিব্য রথ, উন্নত চৈত্যবৃক্ষের উপমেয় হইয়া উঠিল। সহস্রকিরণাবৃত মধ্যাহ্নসহস্রাংশুর ন্যায় প্রাণিগণের দুর্নিরীক্ষ সেই রথ তেজঃ দ্বারা সমধিক দীপ্যমান হইল। তাহার দিব্য ধ্বজ বৃক্ষেও সংলগ্ন হইত না এবং বাণেও বিদ্ধ হইত না; এক্ষণে মানবের দৃশ্যমান হইতে লাগিল। যে রথ রাজা বসু বাসব হইতে, বৃহদ্রথ বসু হইতে, পরিশেষে জরাসন্ধ বৃহদ্রথ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুরুষব্যাঘ্র অচ্যুত, ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত সেই মেঘনাদ রথে আরোহণ করিয়া প্রয়াণ করিলেন। তদনন্তর পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেব গিরিব্রজ হইতে নির্গত হইয়া বহিঃপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তখন তথায় ব্রাহ্মণপ্রভৃতি নগরবাসীরা সৎকার ও বিধিবিহিত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। বন্ধনবিমুক্ত রাজারাও স্তুতিপূর্ব্বক মধুসূদনের পূজা করিয়া কহিতে লাগিল, হে মহাবাহো! ভীমার্জ্জুনের সহিত আপনি যে ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন, অদ্য যে দুঃখরূপ পঙ্কে পঙ্কিল জরাসন্ধরূপ হ্রদে নিমগ্ন নৃপতিগণের উদ্ধার সাধন করিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হে বিষ্ণো! হে যদুনন্দন! আপনি, দারুণ গিরিদুর্গে অবসন্ন দুর্ভাগ্যদিগের মোচনজনিত দীপ্ত যশোরাশি প্রাপ্ত হইলেন। আপনি নৃপতিগণের দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন, এক্ষণে এই ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।

মনস্বী হৃষীকেশ তাহাদিগকে কহিলেন; রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্যচিকীর্ষু ধার্ম্মিকের সাহায্য করেন ইহাই প্রার্থনা। নৃপতিগণ তাহাই করিব বলিয়া স্বীকার করিলেন। জরাসন্ধনন্দন সহদেব অমাত্যের সহিত পুরোহিতকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অতিবিনীত-ভাবে প্রণিপাতসহকারে বহু রত্ন প্রদানপূর্ব্বক নরদেব বাসুদেবের উ-

পাসনা করত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ভয়ার্ত্ত সহদেবকে অভয় প্রদান করিয়া তৎপ্রদত্ত মহামূল্য রত্নসমুদায় গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন একত্র হইয়া সানন্দে সৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই মগধরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবাহু সহদেব মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া রাজধানীপ্রবেশ করিলেন।

এদিকে শ্রীমান্ পুরুষোত্তম ভূরি ভূরি রত্নজাত সংগ্রহ করিয়া ভীমার্জ্জুনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া আনন্দের সহিত কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! বৃকোদর, বলবান্ জরাসন্ধকে নিপাতিত করিয়াছেন, কারারুদ্ধ ভূপতিগণও বন্ধনমুক্ত হইয়াছেন। ভাগ্যক্রমে ভীমসেন এবং ধনঞ্জয় কৃতকার্য্য হইয়া অক্ষত শরীরে স্বনগরে আগমন করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির শ্রবণমাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া বাসুদেবকে সমুচিত পূজা ও ভ্রাতৃদ্বয়কে আলিঙ্গন করিলেন। ভীমার্জ্জুন জরাসন্ধকে নিহত করিয়া জয় লাভ করিয়াছেন, ইহাতে সভ্রাতৃক যুধিষ্ঠিরের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অনন্তর তাঁহারা বয়োনুসারে সৎকার ও পূজা করিয়া ভূপতিগণকে বিদায় করিলেন, ভূপতিগণ যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞাত হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে উচ্চাবচ যানে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব দেশে গমন করিলেন। বুদ্ধিমান্ শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ পাণ্ডবগণ দ্বারা চিরশত্রু জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া ধর্ম্মরাজের অনুজ্ঞা লইয়া কুন্তী, কৃষ্ণা, সুভদ্রা, ভীমসেন, ধনঞ্জয় এবং ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করিয়া ধর্ম্মরাজপ্রদত্ত মনস্তুল্যগামী সেই দিব্য রথে দশ দিক্ মুখরিত করিয়া নিজনগরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনসময়ে অজাতশত্রুপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের বধ সাধন ও গিরিদুর্গ হইতে বধার্থানীত নরপতিদিগের উদ্ধার করাতে তাঁহার যশোরাশি ক্রমে চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া উঠিল। হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! এইরূপে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর প্রীতি বর্দ্ধন ও তৎকালোচিত ধর্ম্ম-কামার্থোপেত প্রজা পালন করত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

জরাসন্ধবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অর্জ্জুন উৎকৃষ্ট ধনু, অক্ষয় তূণীর, রথ, পতাকা ও সভা অধিকার করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! নিতান্ত অসুলভ অভিলষিত কোদণ্ড, সহায়, দুর্গ, যশ ও বলপ্রভৃতি আমি সকলই লাভ করিয়াছি। এক্ষণে কোষবৃদ্ধি ও ভূপালগণ হইতে কর আহরণ করাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য, এক্ষণে আপনি অনুমতি করিলে শুভ নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত ও তিথিবিশেষ লাভ করিয়া বিজয়ার্থ উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করি।

অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, বৎস! তুমি পূজ্য ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুগণের নিরানন্দ ও সুহৃদ্বর্গের আনন্দ বর্দ্ধনের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা কর, নিশ্চয়ই তোমার জয় লাভ ও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তখন অর্জ্জুন সুমহৎ সৈন্যমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া অগ্নিদত্ত দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ভীমসেন ও যমজ নকুল সহদেব ইহাঁরাও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন উত্তর দিক্, ভীম পশ্চিম,

সহদেব দক্ষিণ ও নকুল পূর্ব্ব দিক্ জয় করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থমধ্যস্থ সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয় বৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। আমি পূর্ব্ব পুরুষদিগের অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছি না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা এককালে পৃথিবী জয় করেন অতএব প্রথমতঃ অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহারাজ! ধনঞ্জয় প্রথমতঃ অনতিভয়ঙ্কর কর্ম্ম দ্বারা কুলিন্দবিষয়স্থিত মহীপালগণকে স্ববশে স্থাপন করিলেন। অনন্তর কুলিন্দ, কালকূট ও আনর্ত্তদেশ বশীভূত করিয়া তিনি সসৈন্যে মহীপাল সুমণ্ডলকে পরাজয় করেন। তৎপরে সুমণ্ডল সমভিব্যাহারে শাকলদ্বীপে ও বিন্ধ্য ভূধরসন্নিহিত পার্থিবদিগকে জয় করিলেন। সপ্ত দ্বীপমধ্যে শাকলদ্বীপে যে-সকল ভূপাল বাস করিতেন, অর্জ্জুন-সৈন্যের সহিত তাহাদিগের তুমুল সংগ্রাম হইল। অনন্তর অর্জ্জুন ঐ সমস্ত রাজগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদিগেরই সমভিব্যাহারে প্রাগ্জ্যোতিষ দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত কিরাত, চীন ও সাগরের উপকূলবাসী অন্যান্য বহুবিধ যোদ্ধৃবর্গের সহিত পরিবৃত ছিলেন। তিনি আট দিবস যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামবিষয়ে বিগতশ্রম অর্জ্জুনকে সহাস্য বদনে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের আত্মজ, তোমার এইরূপ বল বীর্য্য হইবে, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে, আমি ইন্দ্রের প্রিয় সখা, আমিও রণক্ষেত্রে বলবিক্রমপ্রকাশে কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূন নহি, তথাচ তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি। অতএব এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ হয় বল, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব। নিশ্চয়ই কহিতেছি, তুমি যে কথা কহিবে, তাহার অন্যথা হইবে না।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি কুরুকুলতিলক ধর্ম্মনন্দন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের পার্থিবত্ব সংস্থাপনের অভিসন্ধি করিয়াছি। আপনি তাঁহাকে কর প্রদান করুন। আপনি মদীয় পিতা ইন্দ্রদেবের সখা, আর আমার সহিতও আপনকার বিলক্ষণ সদ্ভাব জন্মিল। সুতরাং এক্ষণে আর আপনাকে আদেশ করিতে পারি না, অতএব প্রীতিপূর্ব্বক কর প্রদান করুন। তখন ভগদত্ত কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন! যাদৃশ তুমি আমার প্রণয়ভাজন, রাজা যুধিষ্ঠিরও তদ্রূপ, অতএব আমি অবশ্যই এই সমস্ত অনুষ্ঠান করিব, বরং আর কি করিতে হইবে বল।

ষড়বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগদত্ত কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাশয় এই বিষয়ে অঙ্গীকৃত হইলে আমাদিগের সকলই অনুষ্ঠিত হয়।

অনন্তর অর্জ্জুন ভগদত্তকে পরাজয় করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া অন্তর্গিরি, বহির্গিরি ও উপগিরি এই সমস্ত স্থান আপন হস্তগত করিলেন। তৎপরে পর্ব্বত, বন ও তত্রত্য অনেকানেক ভূপালগণকে আয়ত্ত ও অনুরক্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ধন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মৃদঙ্গনাদ, রথঘর্ঘরশব্দ ও মাতঙ্গগণের বৃংহিত ধ্বনি দ্বারা পর্ব্বতকাননসমাকীর্ণা বসুন্ধরা ধবলিত ও বিকম্পিত করিয়া ঐ সকল রাজলোকের সহিত উলূকবাসী বৃহন্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

বৃহন্ত অবিলম্বে চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর সঙ্গ্রাম আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের সহিত পর্ব্বতরাজ বৃহন্তের অতিমহৎ সঙ্ঘর্ষ হইতে লাগিল, কিন্তু বৃহন্ত তাঁহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্ব্বিসহ স্থির করিয়া প্রভূত অর্থের সহিত তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তর কুন্তীনন্দন বৃহন্তরাজ্য বৃহন্তকেই সমর্পণ করিয়া উলূক সমভিব্যাহারে সেনাবিন্দুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। তৎপরে তিনি মোদাপুর, বামদেব, সুদামন, সুসঙ্কুল এবং উত্তর উলূকদেশস্থ অনেকানেক ভূপালগণকে সমানয়ন করিলেন। তিনি তথায় অবস্থান করিয়াই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অপ্রতিহত শাসনপ্রভাবে সেনাসমূহ দ্বারা পঞ্চগণ ও বহুবিধ দেশ জয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে সেনাবিন্দুর রাজধানী হইতে নির্গত ও দেবপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া স্কন্ধাবার সংস্থাপন করিলেন। তথা হইতে সৈন্যগণপরিবৃত হইয়া পুরুষর্ষভ পৌরবরাজ বিশ্বগণের নিকট উপনীত হইলেন। তথায় অনেকানেক পার্ব্বতীয় মহাবীরদিগকে সমরাঙ্গনে পরাজয় করিয়া সৈন্যগণসহকারে পৌরব পুরী অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে পৌরব ও পর্ব্বতনিবাসী দস্যুদিগকে এবং সপ্তবিধ উৎসব-সঙ্কেত-নামক ম্লেচ্ছজাতিদিগকে পরাজয় করিলেন।

অনন্তর তিনি কাশ্মীরদেশসম্ভূত ক্ষত্রিয়বীরদিগকে ও দশ রাজন্যগুলের সহিত ভূপাল লোহিতকে পরাজয় করিলেন। তখন ত্রিগর্ত্ত, দারু ও কোকনদদেশীয় ক্ষত্রিয়েরা অর্জ্জুনসন্নিধানে সমাগত হইতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর অর্জ্জুন রম্য অভিসারী নগরী অধিকার করিলেন। তাঁহার বাহুবলে রণস্থলে উরগদেশবাসী মহারাজ রোচমান পরাজিত হইলেন। তদনন্তর রণস্থলে সৈন্য বিস্তারপূর্ব্বক বহুবিধ আয়ুধরক্ষিত রমণীয় সিংহপুরে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন। তৎপরে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সহ্য ও সুমালানাম্নী নগরী মন্থন করিতে লাগিলেন। তৎপরে পরম বাহুবিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তিনি নিতান্ত দুর্ল্লভ বাহ্লীকদিগকে নিরতিশয় মর্দ্দন করিয়া পরিশেষে স্ববশে স্থাপন করিলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া দরদ ও কাম্বোজ জয় করেন। পূর্ব্ব ও উত্তর দেশে যে সকল দস্যুদল বাস করিতেছিল, আর যাহারা অরণ্যচারী, তাহারাও অর্জ্জুনের বশীভূত হইল। তৎপরে মহাবীর অর্জ্জুন লোহ, পরম, কাম্বোজ ও উত্তরঋষিক এই সকলকে এককালে পরাজয় করিলেন। ঋষিকদিগের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন তাহাদিগকে সমরাঙ্গনে পরাজয় করিয়া শুকোদরশ্যাম আটটি অশ্ব আনয়ন করিলেন। আর রাজকরস্বরূপ ময়ূরসদৃশ উদীচ্য ও পাশ্চাত্য অতিবেগগামী তুরঙ্গ সঙ্গ্রহ করিয়াছিলেন। তৎপরে নিষ্কুটপর্ব্বত ও হিমাচলকে পরাজয় করিয়া ধবল গিরিপৃষ্ঠে সেনানিবেশ করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ধবল গিরি অতিক্রম করিয়া ক্ষত্রিয়ান্তকর ভয়ঙ্কর সঙ্গ্রাম দ্বারা দ্রুমপুত্ররক্ষিত কিম্পুরুষবর্ষ পরাজয় ও অধিকার করিলেন। তৎপরে সসৈন্যে গুহ্যকপালিত হাটকদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় গুহ্যকদিগের নিকট জয় লাভ করিয়া তিনি মানস সরোবর ও সমস্ত ঋষিকন্যা অবলোকন করিতে লা-

গিলেন। তৎপরে মানস সরোবরের নিকটস্থ হইয়া হাটকের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গন্ধর্ব্বরক্ষিত দেশসকল অধিকার করিলেন। সেই সমস্ত গন্ধর্ব্বনগর হইতে তিনি তিত্তিরি, কল্মাষ ও মণ্ডুক নামে প্রচুর অশ্বরত্ন করস্বরূপ লাভ করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন উত্তর হরিবর্ষে সমুপস্থিত হইয়া জয় লাভ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। এই অবসরে মহাবীর্য্য মহাকায় মহাবল দ্বারপালসকল অর্জ্জুনসন্নিধানে উপনীত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিল, হে কুন্তীনন্দন মহাভাগ অর্জ্জুন! আপনি এই গন্ধর্ব্বনগরী অধিকারে কদাচ সমর্থ হইবেন না, অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান করুন। এই নগরী অপর্য্যাপ্ত সৈন্যসামন্তসম্পন্ন। যিনি এই নগরে প্রবেশ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ সামান্য মনুষ্য নহেন। এক্ষণে আমরা আপনার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। যখন আপনি এই নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আপনার জয়লাভই হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! এস্থলে কোন বিষয়ই জেতব্য লক্ষিত হয় না। এই দেশের নাম উত্তর কুরু। এস্থানে যুদ্ধের প্রসঙ্গও নাই। আপনি নগরপ্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি স্থানপ্রভাবে কোন বস্তুই আপনার প্রত্যক্ষ হইতেছে না। এস্থলে কোন বিষয়েই মনুষ্যমাত্রের সাক্ষাৎকারলাভের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনকার যদি কোন কার্য্য সংসাধন করিবার অভিলাষ থাকে বলুন, আজ্ঞা পাইলে আমরাই সমস্ত অনুষ্ঠান করিব। তখন অর্জ্জুন হাস্যমুখে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব যদি তোমাদিগের এই প্রদেশসকল নরলোকের সঞ্চারবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান কর। তখন দ্বারপালেরা অর্জ্জুনকে দিব্য বস্ত্র দিব্য আভরণ দিব্য অজিন ও মহার্হ ক্ষৌম বস্ত্র, এই সমস্ত বস্তু কর প্রদান করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন উত্তর কুরু পরাজয় করিয়া পরিশেষে অন্যান্য অনেকানেক ক্ষত্রিয় ও দস্যুগণের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত ও হস্তগত করিয়া বহুবিধ ধন, রত্ন এবং ময়ূরসদৃশ, শুকশ্যাম, বেগশালী অশ্বসকল গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে পুনরায় রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বাহনের সহিত সমস্ত ধন প্রদান করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই অবসরে ভীমপরাক্রম ভীম যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে করিতুরগসঙ্কুল বহুল বল সমভিব্যাহারে পূর্ব্ব দিগ্বিভাগে যাত্রা করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে পাঞ্চালনগরে উপনীত হইয়া বিবিধ উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক পাঞ্চালদিগকে স্ববশে আনিলেন। অনন্তর তিনি বিদেহ ও গণ্ডকদিগকে পরাজয় করিয়া অত্যল্পকালবিলম্বেই দশার্ণ দেশ অধিকার করিলেন। তথায় দশার্ণাধিপতি সুধর্ম্মা ভীমসেনের সহিত অতিভয়ঙ্কর বাহুযুদ্ধ করিলেন। সেই মহাবল মহীপালের বাহুবল পরীক্ষা করিয়া ভীম তাহাকে পরাজিত ও সেনাপতিমধ্যে প্রধানভূত করিয়া রাখিলেন।

অনন্তর ভীমসেন বাহিনী বলভরে বসুন্ধরাকে কম্পান্বিত করিয়া পূর্ব্ব দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া বাহুবলে অনুচরবর্গের সহিত অশ্বমেধেশ্বর রোচমানকে পরাজয় করিলেন। ভীম, মহারাজ রোচমানকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করিয়া পূর্ব্ব দেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। অন-

স্তর তিনি দক্ষিণ দিগ্‌ভাগস্থ পুলিন্দনগরে উপস্থিত হইয়া সুকুমার ও সুমিত্রনামা ভূপালদ্বয়কে বশীভূত করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে মহাবল শিশুপালসন্নিধানে উপনীত হইলেন। চেদিরাজ ভীমের অভিপ্রেত সম্যক অবগত ও রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্ষাৎ হইবা মাত্র উভয়ে আত্মকুলগত কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। তদনন্তর শিশুপাল স্বরাজ্যের অবস্থা নিবেদন করিয়া সস্মিত বদনে কহিলেন, হে মহাবাহো! এক্ষণে কিরূপ কার্য্য সংসাধনে অধ্যবসায় করিয়াছ? ভীমসেন প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে দিগ্বিজয়ার্থ নির্গত হইয়া কর সংগ্রহ করিতেছি। এই কথা শুনিবামাত্র চেদিরাজ তাঁহাকে কর প্রদান করিলেন। তৎপরে ভীমসেন তথায় ত্রিংশদ্দিবস বাস করিয়া শিশুপাল কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া বলবাহন সমভিব্যাহারে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীম, কুমাররাজ্যে শ্রেণীমান্ ও কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে পরাজয় করিলেন। তৎপরে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া অনতিতীব্র কর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞ মহাবল দীর্ঘযজ্ঞকে জয় করিলেন। তদনন্তর গোপালকক্ষ, উত্তর কোশলপ্রদেশ, ও মল্লাধিপতিকে স্ববশে আনিলেন। তৎপরে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে বল প্রকাশপূর্ব্বক অল্প কালমধ্যে সমুদায় জলোদ্ভবদেশ অধিকার করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অনেকানেক দেশ ভীমসেনের অধিকৃত হইল।

তৎপরে ভীমপরাক্রম ভীমসেন তঙ্গাট ও শুক্তিমান্ পর্ব্বত পরাজয় এবং নিজবাহুবলে কাশিরাজসহিত সুবাহুকে বশীভূত করিলেন। অনন্তর সুপার্শ্ব, সুকুমার ও রাজপতি ক্রথকে বলপূর্ব্বক পরাজয় করিলেন। তৎপরে মৎস্য ও মহাবল মলদদিগকে এবং পশুভূমিসকল জয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে তথা হইতে প্রতিগমনপূর্ব্বক মদধার মহীধর ও সোমধেয়দিগকে জয় করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। উত্তর দেশে উপস্থিত হইয়া মহাবল ভীম বল প্রকাশপূর্ব্বক বৎসভূমি অধিকার করিলেন। তৎপরে ভর্গের অধীশ্বর, নিষাদাধিপতি ও মণিমানপ্রভৃতি মহীপালদিগকে পরাজয় করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনতিতীব্র কর্ম্ম দ্বারা দক্ষিণ মল্ল ও ভোগবান্ পর্ব্বতকে পরাজয় করিলেন। তৎপরে সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক শর্ম্মক ও বর্ম্মকদিগকে জয় করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজ বৈদেহক ও জগতীপতি জনককে পরাজয় করিলেন এবং ছল প্রকাশপূর্ব্বক শক ও বর্ব্বরদিগকে আত্মবশে আনিলেন। তৎপরে ইন্দ্রপর্ব্বতসন্নিধানে বিদেহদেশে বাস করিয়াই তিনি সপ্ত প্রকার কিরাতাধিপতিদিগকে পরাজয় করিলেন। অনন্তর স্বপক্ষ হইলেও সুম্ভ ও প্রসুম্ভদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মগধদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অন্যান্য মহীপালদিগকে জয় করিয়া তাঁহাদিগেরই সমভিব্যাহারে গিরিব্রজে যাত্রা করিলেন। গিরিব্রজে উপস্থিত হইয়া জরাসন্ধতনয়কে সান্ত্বনা ও হস্তগত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে মেদিনীমণ্ডল চালিত করিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কর্ণকে যুদ্ধে পরাজিত ও আপনার বশীভূত করিয়া পর্ব্বতবাসী রাজগণকে জয় করিলেন।

অনন্তর মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থলের রাজাকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবল মহাবীর সুহ্মাধিপতি বাসুদেব ও পৌণ্ড্রিকনিবাসী

মনৌজা রাজা, এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বটাধিপতি, প্রভৃতি বঙ্গদেশাধিশ্বরদিগকে ও সুহ্মদিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগর-কূলবাসী মেচ্ছগণকে জয় করিলেন।

এইরূপে মহাবীর ভীম অনেকানেক দেশ অধিকার ও তথা হইতে কর সঙ্গ্রহ করিয়া মহারাজ লৌহিত্যের নিকট উপনীত হইলেন। সাগরকূলবাসী মেচ্ছ রাজগণ ভীমকে বিবিধ রত্ন, চন্দন, অগুরু, বস্ত্র, মণি, মৌক্তিক, কম্বল, কাঞ্চন, রজত, বিদ্রুমপ্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিল। ভীম এই সমস্ত সামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ মথুরা নগরী জয় করিলেন। তৎপরে মৎস্যরাজ তদীয় বলবীর্য্যের বশীভূত হইলেন। অনন্তর অধিরাজাধিপতি মহাবল দন্তবক্রকে জয় ও তাঁহাকে করদ করিয়া স্বরাজ্যে স্থাপিত করিলেন। তৎপরে সুকুমার ও নরাধিপ সুমিত্রকে বশীভূত করিয়া পটচ্চর ও অপর মৎস্যদিগকে পরাজয় করিলেন। তৎপরে নিষাদভূমি, গোশৃঙ্গ পর্ব্বত ও শ্রেণিমান্ পার্থিবকে বল প্রকাশ করিয়া বশীভূত করিলেন। তৎপরে নবরাষ্ট্রকে জয় করিয়া কুন্তিভোজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কুন্তিভোজ প্রীতিপূর্ব্বক সহদেবের শাসন শিরোধার্য্য করিলেন। অনন্তর স্রোতস্বতী চর্ম্মণ্বতীর তীরপ্রদেশে পূর্ব্ববৈরী বাসুদেব কর্ত্তৃক পরাজিত অন্তকাত্মজ মহারাজকে দেখিলেন। তিনি সহদেবের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন। পরিশেষে সহদেব তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় সেক ও অপরসেক সহদেবের নিকট পরাজিত হইলেন। সহদেব তাঁহাদিগের নিকট কর গ্রহণ ও বিবিধ রত্ন আহরণ করিয়া তাঁহাদিগেরই সমভিব্যাহারে নর্ম্মদা নদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় সুমহৎ সৈন্যসমূহপরিবৃত অবন্তিদেশসমুৎপন্ন মহাবীর বিন্দানুবিন্দদ্বয়কে যুদ্ধে জয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিবিধ রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক ভোজকট পুরে গমন করিলেন। সেই স্থানে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহারাজ ভীষ্মকের সহিত দুই দিবস ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল, পরিশেষে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া কোশলাধিপতি, বেন্নানদীর তীরস্থ নৃপতি আরণ্যক ও অযোধ্যার পূর্ব্বাংশের অধীশ্বরদিগকে সমরে পরাজয় করিলেন। তৎপরে নাটকেয় ও হেরম্বকদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মারুধ ও মুঞ্জ গ্রাম বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। তৎপরে নাটবিক, নর্ব্বুক ও সেই সমস্ত আরণ্যক নৃপতিদিগকে জয় করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাতাধিপতিকে হস্তগত ও পুলিন্দদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সহদেব দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাণ্ড্যরাজের সহিত তাঁহার এক দিবস যুদ্ধ হইল। তিনি পাণ্ড্যরাজকে পরাজয় করিয়া দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিলেন। ত্রিলোকবিখ্যাতা কিষ্কিন্ধ্যানাম্নী বানরনগরীতে উপস্থিত হইয়া বানররাজ মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত সাত দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই পরিশ্রান্ত বা বিকার প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তাঁহারা সাতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া সহদেবকে প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, হে পাণ্ডবশার্দ্দুল! তুমি আমাদিগের নিকট বিবিধ রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক এস্থান হইতে প্রস্থান কর। তুমি যে কার্য্য সমাধা করিতে উদ্যত হইয়াছ, ত-

দ্বিষয়ে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। অনন্তর তিনি তথা হইতে রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় মহারাজ নীলের সহিত সহদেবের সৈন্যক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সকলের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত, ভগবান্ হুতাশন ঐ যুদ্ধে নীলরাজকে সাহায্য দান করিতে লাগিলেন। সহদেবের সৈন্যমধ্যে অশ্ব, রথ, হস্তি, পুরুষ ও কবচসমুদায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দর্শনে কুরুনন্দন সহদেব ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিতেছিলেন, ভগবান্ বহ্নি কি নিমিত্ত রণক্ষেত্রে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে মাহিষ্মতীবাসী ভগবান্ পাবক পারদারিক বলিয়া গৃহীত হন। নীল রাজার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী ছিল, সে সর্ব্বদা পিতার বোধন সাধনের নিমিত্ত অগ্নির উপাসনা করিত। অগ্নি, ঐ রাজকুমারীর রমণীয় ওষ্ঠপুটবিনির্গত বায়ু ব্যতিরেকে ব্যজন দ্বারা উপবীজ্যমান হইলেও প্রজ্বলিত হইতেন না। অনন্তর বহ্নি ব্রাহ্মণরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা সুদর্শনা কন্যার সহিত স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতে লাগিলেন এবং রাজাকে অনাদর করিয়া সকলের গৃহেই গমনাগমন করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে শাসন করিলেন। তখন ভগবান্ অগ্নি ক্রোধে অধীর হইয়া প্রজ্বলিত হইলেন। রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বিপ্ররূপী বহ্নির শরণ গ্রহণপূর্ব্বক শুভ দিনে ও শুভ লগ্নে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অনল নীলরাজদুহিতাকে প্রতিগ্রহ করিয়া প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! বর প্রার্থনা কর। রাজা এইরূপ অভিহিত হইয়া আপনার ও সৈন্যসামন্তের অভয় প্রার্থনা করিলেন। তদবধি এই বৃত্তান্ত না জানিয়া যে কোন নরপতি মাহিষ্মতী পুরী জয় করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া থাকেন। তদবধি এই নগরীতে কেহই স্ত্রীলোকদিগকে স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে পারেন না। অগ্নি মহিলাগণকে "অবারণীয়া হও" এই বলিয়া বর দান করাতে, তদবধিই তাহারা স্বৈরিণী হইয়া ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া ও অগ্নিভয়ে ভীত হইয়া রাজগণ মাহিষ্মতী নগরী পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সহদেব সৈন্যদিগকে অগ্নিপরীত ও একান্ত ভীত দেখিয়া অচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শুচি হইয়া আচমনপূর্ব্বক পাবককে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবন্! আমি আপনকার প্রসাদেই দিগ্বিজয় করিতেছি, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি দেবগণের মুখস্বরূপ ও আপনিই যজ্ঞ। জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, এই নিমিত্ত আপনকার নাম পাবক। হবনীয় দ্রব্যজাত বহন করিয়া থাকেন, এই কারণে হব্যবাহন হইয়াছেন। আপনা হইতে বেদ জন্মিয়াছে, এই জন্যই সকলে আপনাকে জাতবেদা বলিয়া থাকে। হে বিভাবসো! আপনিই চিত্রভানু, সুরেশ ও অনল। আপনিই স্বর্গদ্বারস্পর্শী, হুতাশন, জ্বলন ও শিখী। আপনিই বৈশ্বানর, পিঙ্গেশ, ও সর্ব্ব তেজোনিধান, কুমারসূ, আপনিই ভগবান্ রুদ্রগর্ভ ও হিরণ্যরেতঃ। হে অনল! আপনি আমাকে তেজঃ প্রদান করুন, বায়ু প্রাণ দান ও পৃথিবী বলাধান করুন, জল মঙ্গল সাধন করুন। ভগবন্! আপনা হইতে বারি সম্ভূত

হয়। আপনি সুরশ্রেষ্ঠ ও দেবগণের মুখস্বরূপ। আপনি এক্ষণে আমাকে পবিত্র করুন। ঋষি, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও অসুরগণ যে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আপনি তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন, এক্ষণে সত্য দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন! হে অগ্নে! আমি প্রীত ও শুচি হইয়া আপনাকে স্তব করিতেছি, এক্ষণে আপনি আমাকে তুষ্টি, পুষ্টি, শ্রুতি ও প্রীতি প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যিনি এইরূপ আগ্নেয় মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হোম করিয়া থাকেন, তিনি সম্পত্তিশালী, দান্ত ও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন।

অগ্নির স্তুতিবাদ করিয়া সহদেব তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্ হব্যবাহন! আপনি এই যজ্ঞে কোন বিঘ্ন সম্পাদন করিবেন না। এইরূপ প্রার্থনানন্তর তিনি ভূতলে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক পাবকের অভিমুখে উপবেশন করিলেন। যেমন মহাসাগর তীরভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ অগ্নি, ভীত ও উদ্বিগ্ন সৈন্যগণ এবং সম্মুখে আসীন নরদেব সহদেবকে অতিক্রম করিলেন না। অনন্তর অগ্নি অতিমন্দ গমনে প্রণত সহদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, হে কুরুনন্দন! উত্থিত হও। তোমার ও ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়াছি, তথাচ যে পর্য্যন্ত নীল রাজার বংশে কোন বংশধর রাজা থাকিবেন, তদবধি আমি এই নগরী রক্ষা করিব। এক্ষণে তোমার যেরূপ মনোরথ, তাহা সকল হইবে।

ইহা শ্রবণে মাদ্রীতনয় হৃষ্টান্তঃকরণে উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া বহ্নির পূজা করিলেন। বহ্নি প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর মহারাজ নীল তদীয় আদেশানুসারে সহদেবসন্নিধানে উপনীত হইয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। সহদেব পূজা গ্রহণপূর্ব্বক নীলরাজকে হস্তগত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নরদেব সহদেব প্রভূত পরাক্রমশালী ত্রৈপুররক্ষককে স্ববশে স্থাপন করিয়া পৌরবেশ্বরকে বলপূর্ব্বক আপনার বশীভূত করিয়া রাখিলেন। অনন্তর দৃঢ়তর যত্নসহকারে সুরাষ্ট্রাধিপতি কৌশিকাচার্য্য আকৃতিকে আপনার বশবর্ত্তী করিলেন। সুরাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থান করিয়াই তিনি ভোজকটস্থ মহাপাত্র রুক্মি ও পরম ধার্ম্মিক দেবরাজসখ মহারাজ ভীষ্মকের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্র, উভয়েই সহদেবের শাসন শিরোধার্য্য করিলেন। তৎপরে মাদ্রীসুত সহদেব প্রীতিপূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শূর্পাকর, তালাটক ও দণ্ডকদিগকে বশীভূত করিলেন। তদনন্তর সাগরদ্বীপবাসী ও ম্লেচ্ছযোনিসম্ভূত ভূপতি, নিষাদ, রাক্ষস, কর্ণ, প্রাবরণ, নররাক্ষসযোনিজ কালমুখ, কোলগিরি, সুরভীপট্টন, তাম্রাখ্য দ্বীপ, রামক পর্ব্বত ও তিমিঙ্গিল বশীভূত করিয়া একপাদ পুরুষ, বনবাসী কেরক, পঞ্জয়ন্তী নগরী ও করহাটক, এই সকলকে কেবল দূতদ্বারা আপনার বশবর্ত্তী করিয়া কর আহরণ করিলেন। পরে পাণ্ড্য, দ্রবিড়, উড্রকেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ, উষ্ট্র, কর্ণিক, রমণীয়া আটবী পুরী ও যবনপুর দূত দ্বারা নিজায়ত্ত করিয়া কর সংগ্রহ করিলেন। তৎপরে মাদ্রবতীতনয় সমুদ্রের কচ্ছদেশে অবস্থান করিয়াই পুলস্ত্যনন্দন মহাত্মা বিভীষণের নিকট দূত পাঠাইলেন। বিভীষণ প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার শাসন শিরোধার্য্য করিয়া বিবিধ রত্ন, অগুরু চন্দন কাষ্ঠ, দিব্য আভরণ, মহার্হ বসন মহামূল্য মণি প্রেরণ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে ধীমান্ সহদেব বল, সান্ত্ববাদপ্রয়োগ ও বিজয় দ্বারা পার্থিবদিগকে করদ করিয়া প্রত্যা-

গমন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জয়লব্ধ সমস্ত দ্রব্যজাত সমর্পণপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর নকুল যেরূপে বাসুদেবজিত দিক্‌সকল জয় করিলেন, সেই বিজয়বৃত্তান্ত এক্ষণে বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন। নকুল খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে বিনির্গত হইয়া সেনাগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানসময়ে বীরগণের সিংহনাদ ও রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি দ্বারা মেদিনীমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। সহদেব গোকুলসঙ্কুল, প্রভূত ধনধান্যপরিপূরিত, সমৃদ্ধিশালী, সুরম্য, কার্ত্তিকেয়প্রিয় রোহিতক দেশে প্রয়াণ করিলেন। তথায় মহাসুর মত্ত ময়ূরগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পরিশেষে তিনি মরুভূমি সৈরীষক ও বহুধান্যসম্পন্ন মহেত্থদেশ সম্পূর্ণ অধিকার করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়া আক্রোশনামক রাজর্ষিকে বশীভূত করিলেন। তদনন্তর দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্পট, মধ্যমক, বাটধান ও দ্বিজগণকে পরাজয় করিয়া প্রস্থান করিলেন। পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া পুষ্করারণ্যবাসী উৎসবসঙ্কেতনামক গণকে পরাজয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমুদ্রতীরস্থিত ও জনপদবাসী শূদ্র আভীরগণ, যাহারা সরস্বতী নদী আশ্রয় করিয়া মৎস্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া পর্ব্বতবাসী সমস্ত পঞ্চনদ, অমর পর্ব্বত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্য কটপুর, ও দ্বারপালকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিলেন। অনন্তর আজ্ঞাক্রমে রামঠ, হারতূণ ও প্রতীব্য ভূপালদিগকে আপনার বশে আনিলেন। তৎপরে তথায় অবস্থান করিয়াই বাসুদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বাসুদেব ও যাদবগণ তাঁহার শাসন গ্রহণ করিলেন, অবশেষে শাকলে উপস্থিত হইয়া মদ্রদিগের নগর অধিকার করিয়া মাতুল শল্যকে প্রীতিপূর্ব্বক বশীভূত করিলেন। মাদ্রীসুত নকুল শল্য কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া প্রভূত রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে সাগরগর্ভস্থ পরম দারুণ ম্লেচ্ছ পহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে বশীভূত ও তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট অন্যান্য পার্থিবদিগকে জয় করিলেন।

এইরূপে নকুল দিগ্বিজয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। সহস্র করভ তাঁহার মহাধন কোষ অতিকষ্টে বহন করিতে লাগিল।

দিগ্বিজয় পর্ব্ব সমাপ্ত।

রাজসূয়িক পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির প্রযত্নাতিশয়সহকারে প্রজামণ্ডলীর রক্ষণাবেক্ষণ, সত্য প্রতিপালন ও অরাতিকুল সমূলে উন্মূলন করিলে প্রজাসকল স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হইল। যথাশাস্ত্র কর গ্রহণ ও ধর্ম্মতঃ রাজ্য শাসন করাতে জলদমালা যথাকালে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল; জনপদ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল; রাজার পুণ্যবলে কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষণপ্রভৃতি সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল; কেহ কাহাকে প্রতারণা করিত না; দস্যু, তস্কর, ধূর্ত্ত ও রাজপুরুষদিগের মুখে মিথ্যা কথা শুনিতে পাওয়া যাইত না; তৎকালে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ব্যাধিভয় ও অগ্নিভয়প্রভৃতি কিছুমাত্র অমঙ্গল ঘটনা ঘটিত না। সামন্ত ভূপতিগণ জিগীষাশূন্য হইয়া কেবল উপ-

হার প্রদান ও প্রিয়কার্য্য করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিতেন, তিনি কখন অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক ধনাগমের চেষ্টা পাইতেন না, তথাপি তাঁহার এত ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল যে, শত শত বৎসর অকাতরে ব্যয় করিলেও ক্ষয়প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। মহীপতি কৌন্তেয় স্বীয় বাসভবন ও কোষাগারের পরিমাণ সবিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে মানস করিলেন। তদীয় সুহৃদ্বর্গ একত্র ও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনকার যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অতএব অবিলম্বে আরব্ধ করুন।

সকলে উক্তপ্রকার জল্পনা করিতেছেন, ইত্যবসরে চরাচরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভূতভাবন সনাতন বাসুদেব তথায় সমুপস্থিত হইলেন। যেমন প্রাচীর দ্বারা পুরী রক্ষিত হয় তদ্রূপ তিনি যদুকুলের পরিরক্ষক ছিলেন। কৃষ্ণ বসুদেবকে সৈন্যাধিকারে নিযুক্ত করিয়া ধর্ম্মরাজের নিমিত্ত অসংখ্য ধন ও অবিনশ্বর রত্নজাত গ্রহণপূর্ব্বক চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশ করিলেন। তদীয় সৈন্যস্থ রথনির্ঘোষে রাজপুরী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যেমন সূর্য্যোদয়ে লোকের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয় এবং নির্ব্বাত স্থানে বায়ু সঞ্চারিত হইলে সকলে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করে, তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে ভারতকুল সুখহ্রদে ও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তৎকালে জনপূর্ণ ভারতকুল সমধিক সঙ্কুল হইয়া উঠিল। তত্রত্য জনগণ প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণের যথাবিধি সৎকার করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়, পুরোহিত ধৌম্য ও মহর্ষি দ্বৈপায়নপ্রমুখ ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া অনাময়প্রশ্নপূর্ব্বক সুখাসীন কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে বাসুদেব! কেবল তোমার অনুগ্রহে এই সসাগরা বসুন্ধরা আমার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে, তোমারই প্রসাদে আমি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছি। এক্ষণে উক্ত সমস্ত ধনসম্পত্তি বিপ্রসাৎ করিতে বাসনা করি, কিন্তু আমার নিতান্ত অভিলাষ যে, তোমার ও অনুজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করি; অতএব কার্য্যারম্ভে অনুমতি করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর। হে গোবিন্দ! তোমাকে ঐ যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইবে, তুমি দীক্ষিত হইলেই আমি নিষ্পাপ হইব, সন্দেহ নাই। অথবা অনুজগণের সহিত আমাকেই দীক্ষিত হইতে আজ্ঞা কর, ত্বৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলেই আমি অনুত্তম যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলভাগী হইব, সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ভূরি ভূরি গুণ কীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহারাজ! তুমিই মহাক্রতু, রাজসূয় অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র, অতএব অবিলম্বে যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি যজ্ঞ সমাপন করিলে আমরা সকলেই কৃতকার্য্য হইব। আমি তোমার হিতানুষ্ঠানে তৎপর থাকিলাম, তুমি স্বাভিলষিত যজ্ঞ আরম্ভ কর। তুমি আমাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমার ইচ্ছানুসারে যখন তুমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছ, তখন আমার সঙ্কল্প সফল হইয়াছে এবং সিদ্ধিলাভে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অমাত্যগণ ও সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা যে সমস্ত যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্য আয়োজনের অনুমতি করিয়াছেন, তাহা এবং অন্যান্য সমুদায় উপকরণ সামগ্রী, মাঙ্গল্য দ্রব্য ও ধৌম্যোক্ত যজ্ঞসম্ভারসকল সত্বর আনয়ন করাও। ইন্দ্রসেন, বিশোক এবং অর্জ্জুনসারথি পুরু, ইহাঁরা

আমার প্রিয়চিকীর্ষার্থ অন্নাদি আহরণে নিযুক্ত হউন। তুমি ব্রাহ্মণগণের প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ মনোহর, সুরস, সুগন্ধি সমুদায় কাম্য বস্তুর আয়োজন কর। যুধিষ্ঠিরের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই সহদেব অতিবিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, প্রভো! আপনকার আদেশের পূর্ব্বেই ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

অনন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, মূর্ত্তিমান্ বেদস্বরূপ কতিপয় ঋত্বিক্ আনয়ন করিলেন এবং তিনি স্বয়ং সেই যজ্ঞের ব্রহ্মকার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। ধনঞ্জয়-গোত্রশ্রেষ্ঠ সুসামা সাম গান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্যু, বসুপুত্র পৌল ও ধৌম্য হোতা এবং বেদবেদান্তপারগ তাঁহাদের শিষ্যবর্গ ও পুত্রগণ সদস্য হইলেন। তাঁহারা যজ্ঞবিষয়ে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া সেই মহৎ যজ্ঞস্থানের শাস্ত্রোক্ত পূজা করিলেন। পরে শিল্পকারেরা অনুজ্ঞাত হইয়া তথায় দেবগৃহসদৃশ উত্তমোত্তম গৃহসমূহ নির্ম্মাণ করিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন, হে ভ্রাতঃ! নিমন্ত্রণার্থ দ্রুতগামী দূতসকল সর্ব্বত্র প্রেরণ কর। সহদেব রাজবাক্য শ্রবণমাত্র চতুর্দ্দিকে দূতগণ প্রেরণ করিলেন, তাহাদিগকে কহিয়াদিলেন, জনপদস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ ও রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস এবং বৈশ্য ও সম্মানযোগ্য সদ্বিদ্বান্ শূদ্রদিগকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করিও। দূতেরা আজ্ঞা পাইয়া সমুদায় ব্রাহ্মণ ও রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অপরাপর ব্যক্তিদিগের সহিত শীঘ্র প্রত্যাগমন করিল।

সেই সকল ব্রাহ্মণেরা যথাকালে যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ভ্রাতৃগণ, সুহৃদ্বর্গ, জ্ঞাতিকুল, সহচারিগণ, নানাদেশসমাগত প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়সকল ও অমাত্যবর্গে পরিবৃত মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় যজ্ঞায়তনে গমন করিলেন। রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ হইতে সর্ব্ববিদ্যাকুশল বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণেরা তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। শিল্পকারেরা ধর্ম্মরাজের শাসনক্রমে তাঁহাদিগের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল। সেই সকল আবসথ বহুবিধ অন্নপানে পরিপূর্ণ, বিচিত্র চন্দ্রাতপে বিভূষিত এবং সর্ব্বর্ত্তুসুখপ্রদ দ্রব্যজাতে সমাকীর্ণ ব্রাহ্মণেরা রাজা কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তথায় বাস করত নৃত্যগীতাদি সন্দর্শনপূর্ব্বক নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপ্রদেশে ভোজনাসক্ত, আখ্যায়িকা তৎপর ও আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন বিপ্রগণের কোলাহলশব্দ সর্ব্বদা শ্রুত হইতে লাগিল। ফলতঃ তথায় সর্ব্বদা কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" এই মাত্র শব্দ শ্রবণগোচর হইত। ধর্ম্মরাজ সমস্ত নিমন্ত্রিত জনগনকে পৃথক্ পৃথক্ গো, সমূহ শয্যা, অসংখ্য সুবর্ণ, ও দিব্যাভরণভূষিতা রূপযৌবনবতী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী প্রদান করিলেন। সুরলোকাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর মহাত্মা পাণ্ডবের যজ্ঞ এইরূপে উত্তরোত্তর সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কৃপাচার্য্য ও দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃবর্গের নিমন্ত্রণার্থ নকুলকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নকুল হস্তিনাপুরে যাইয়া বিনয়নম্র বচনে পরম সৎকারপূর্ব্বক ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও আচার্য্যপ্রমুখ বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা প্রীত মনে নিমন্ত্রণ স্বীকার করত যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিলেন। যজ্ঞের সমারোহ শ্রবণে

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নানাদিগন্তনিবাসী ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, দুর্য্যোধনপ্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ, গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল শকুনি, অচল, বৃষক, কর্ণ, শল্য, বাহ্লিক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, শল, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ, সপুত্র যজ্ঞসেন, ভগদত্ত, মহাসাগরের উপকূলনিবাসী ম্লেচ্ছগণ, পার্ব্বতীয় ভূপালবৃন্দ, রাজা বৃহদ্বল, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, বঙ্গ ও কলিঙ্গাধিপতি, আকর্ষ, কুন্তল, মালবদেশীয় ভূপালসকল, অন্ধ্রকগণ, দ্রাবিড়রাজ্যাধিপতি, সিংহলেশ্বর, কাশ্মীরদেশীয় রাজা; কুন্তিভোজ, গৌরবাহন, বাহ্লিকদেশীয় অপরাপর রাজগণ, বিরাটভূপতি এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়, সপুত্র শিশুপাল এবং অন্যান্য নানাজনপদেশ্বর ও রাজপুত্রেরা সকলে বিবিধ রত্নজাত গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ সন্দর্শনে আগমন করিলেন। বলরাম, অনিরুদ্ধ, গদ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, কম্ফ, উন্মুক, নিশঠ, মহাবীর অঙ্গবাহপ্রভৃতি নিখিল যাদব এবং মধ্যদেশীয় রাজগণ পরমানন্দে মহাসমৃদ্ধ রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত হইলেন। ধর্ম্মরাজ সমাগত রাজগণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। সকল গৃহই নানাপ্রকার ভোক্ষ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং রমণীয় দীর্ঘিকা ও পাদপসমূহে সুশোভিত ছিল। সেই প্রাসাদমালা কৈলাসশিখরের ন্যায় উন্নত, শুভ্র এবং মণিময় কুট্টিমে অলঙ্কৃত। তাহার চতুর্দ্দিক্ সুধাধবলিত অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহার গবাক্ষসকল সুবর্ণজালে জড়িত, দ্বারসকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত, ভিত্তি অশেষ প্রকার ধাতুতে সুঘটিত এবং সোপানপংক্তি এমত সুসংঘটিত যে, আরোহণ ও অবরোহণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইত না। তথায় মহার্হ আসনসকল বিস্তীর্ণ ছিল। সমুদায় গৃহ অতিমনোহর রাজোপকরণে সুসজ্জিত এবং কুসুমমালায় বিভূষিত হওয়াতে তাহার শোভার আর পরিসীমা ছিল না। সুরভি অগুরুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়াছিল। রাজগণ তথায় প্রবেশমাত্র গতক্লম হইয়া সভার পরম রমণীয় শোভা এবং সদস্যগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ ও রাজর্ষিসমূহে পরিবৃত রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর যুধিষ্ঠির পিতামহ ও গুরুকে অভিবাদন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, দ্রৌণি, দুর্য্যোধন ও বিবিংশতিকে সম্বোধিয়া কহিলেন, আপনারা সকলে সর্ব্বতোভাবে এই যজ্ঞানুষ্ঠানবিষয়ে আমাকে অনুগ্রহ করুন। আমার সমস্ত ধনসম্পত্তিতে আপনাদিগের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন। ব্রতদীক্ষিত পাণ্ডবাগ্রজ সকলকে এই কথা বলিয়া যোগ্যতানুসারে তাঁহাদিগকে এক এক কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। দুঃশাসনের প্রতি নিখিল ভোজ্য দ্রব্যের তত্ত্বাবধারণের ভারার্পণ করিলেন, অশ্বত্থামাকে বিপ্রসেবায় নিযুক্ত করিলেন, সঞ্জয় রাজপরিচর্য্যায় তৎপর হইলেন এবং মহানুভব ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। রজত সুবর্ণপ্রভৃতি নানাবিধ রত্নসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে ও দক্ষিণাপ্রদানে কৃপাচার্য্যকে আদেশ করিলেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে অপরাপর কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। বাহ্লিক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত এবং জয়দ্রথ ইহাঁরা গৃহপতির ন্যায় বিরাজমান রহিলেন। দুর্য্যোধন উপায়নপ্রতিগ্রহে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। সমাগত জনগণ সভার

শোভা ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নয়নগোচর করিয়া অনুত্তম ফললাভের প্রত্যাশায় তথায় গমন করিলেন। কেহই সহস্রের ন্যূন উপায়ন প্রদান করেন নাই, সকলেই প্রচুর রত্নোপহার দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। কৌরবনন্দন মৎপ্রদত্ত ধন দ্বারাই প্রারব্ধ যজ্ঞ সমাপন করুন, মনে মনে এইরূপ স্পর্দ্ধা করত সকল রাজারাই বিপুল ধন দান করিয়াছিলেন। সেনাপরিবৃত বিমানপ্রতিম বিচিত্র রত্ন ও অশেষ প্রকার সমৃদ্ধিসম্পন্ন পরম রমণীয় প্রাসাদমালা, লোকপালদিগের বিমান, ব্রাহ্মণগণের গৃহসমূহ ও সমাগত রাজলোক দ্বারা মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের অতীব শোভা হইয়াছিল। তিনি ঐশ্বর্য্যে বরুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যজ্ঞ সমাপনকালীন অকাতরে দক্ষিণা প্রদান করাতে ব্রাহ্মণেরা যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন এবং অকপটে মুক্তকণ্ঠে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কর্ত্তৃক সুচারুরূপে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে দেবতারা পরিতৃপ্ত হইলেন। তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির সমাগত সকল ব্যক্তিকেই অভিলষিত বস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

রাজসূয়িক পর্ব্ব সমাপ্ত।

অর্ঘাভিহরণ পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর অভিষেকদিবসে সৎকারার্হ মহর্ষি, ব্রাহ্মণগণ ও রাজগণ সমভিব্যাহারে অন্তর্ব্বেদীতে প্রবেশ করিলেন। নারদপ্রমুখ মহাত্মারা রাজগণের সহিত তথায় অধ্যাসীন হওয়াতে সেই প্রদেশ কি অনির্ব্বচনীয় শোভিত হইয়াছিল। অমিততেজা দেবতা ও দেবর্ষিগণ সমবেত হইয়া কর্ম্মান্তর উপাসনা করত নানাপ্রকার জল্পনা করিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন, ইহা এইরূপ হইবে, কেহ কহিলেন, এপ্রকার নহে, এইরূপ ঘোরতর বিসম্বাদিতা-প্রযুক্ত অত্যন্ত বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেহ কেহ শাস্ত্রপ্রতিপন্ন যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা সামান্য অর্থের গৌরব ও গুর্ব্বর্থের লাঘব করিতে লাগিলেন। মেধাবী ব্যক্তি অন্য কর্ত্তৃক উদাহৃত অর্থ অগ্রাহ্য করিলেন। ধর্ম্মার্থকুশল মহাব্রত সকল, ভাষ্যার্থকোবিদ পণ্ডিতবর্গ কত প্রকার বিচার করিতে লাগিলেন। বেদী, বেদজ্ঞ, দেব, দ্বিজ ও মহর্ষিগণে সমাকীর্ণ হইয়া নক্ষত্রমালা-বিভূষিত অতিবিস্তীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই বেদীসন্নিধানে শূদ্র বা কোন স্নেহবিহীন অশুচি ব্যক্তির বাসাধিকার ছিল না।

দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজের যজ্ঞবিধানজা লক্ষ্মী নিরীক্ষণ করত সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। অনন্তর সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ অবলোকন করিয়া চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মভবনে ভগবানের অংশাবতরণবিষয়ে যে পুরাবৃত্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইল। তখন সেই ক্ষত্রসমাগম দেবসঙ্গম জানিয়া তিনি মনে মনে পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। সুরারিনিসূদন নারায়ণ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ স্বয়ং ক্ষত্রিয়কুলে অবতীর্ণ হইলেন এবং দেবতাদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা পরস্পর হিংসা করত পুনর্ব্বার স্ব স্ব লোক প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্ নারায়ণ দেবতাদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং যদুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। নক্ষত্রমধ্যগত চন্দ্রমা যেমন শোভা পান, তদ্রূপ ভগবান্ অন্ধকবৃষ্ণিবংশমধ্যে বিরাজিত হইতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি সুরগণ যাঁহার বাহুবলের উপাসনা করেন, সেই অরিবিমর্দ্দন হরি এক্ষণে মনুষ্যভাব

অবলম্বন করিলেন। কি আশ্চর্য্য! ভগবান্ স্বয়ম্ভু পুনর্ব্বার এই ক্ষত্রিয়দিগের সংহার করিবেন। যাঁহার উদ্দেশে লোক যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সেই যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং আসিয়া বহু মান প্রদর্শনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের মহাঘরে অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ নারদ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া এই সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ভারত! রাজাদিগের যথার্হ সৎকার বিধান কর। আচার্য্য, ঋত্বিক্, সম্বন্ধী, স্নাতক, নৃপতি এবং প্রিয় ব্যক্তি এই ছয় জন অর্ঘার্হ। ইহাঁরা অর্ঘ পাইবার মানসে বহুদিবসাবধি আমাদিগের অনুগত হইয়া রহিয়াছেন অতএব ইহাঁদিগের সকলের নিমিত্ত এক একটি অর্ঘ আনয়ন কর; পরে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সমর্থ হইবেন, তাঁহাকেই অর্ঘ প্রদান করিবে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি কাহাকে অর্ঘদানের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়াছেন, বলুন। ভীষ্ম স্বীয় বিবেকশক্তি দ্বারা কৃষ্ণকে অর্ঘার্হ নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, যেমন জ্যোতিষ্কসমুদায়ের মধ্যে ভাস্করের প্রভা সর্ব্বাতিশায়িনী, তদ্রূপ এই সমস্ত লোকের মধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রমবিষয়ে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ, যেমন তিমিরাবৃত প্রদেশে সূর্য্যরশ্মিসমাগমে লোকের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, যেমন নির্ব্বাত স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না, তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে আমাদিগের সভা উদ্ভাসিত ও আহ্লাদিত হইয়াছে। অতএব তাঁহাকে অর্ঘ প্রদান করা কর্ত্তব্য। অনন্তর সহদেব ভীষ্মকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণকে যথাবিধি অর্ঘ প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ শাস্ত্রদৃষ্ট বিধিপূর্ব্বক সেই অর্ঘ প্রতিগ্রহ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শিশুপাল কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারিয়া সভামধ্যে ভীষ্ম যুধিষ্ঠির এবং কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

শিশুপাল কহিলেন, হে পাণ্ডব! এই সমস্ত রাজগণ উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণ কোন ক্রমেই পূজার্হ হইতে পারেন না। তুমি কামতঃ কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়াছ, এরূপ ব্যবহার তোমাদিগের উপযুক্ত হয় নাই। তোমরা বালক; সুতরাং ধর্ম্মের কিছুই জান না, ধর্ম্ম অতিসূক্ষ্ম পদার্থ, আর এই ভীষ্ম অদূরদর্শী এবং স্মৃতিশক্তিবিহীন। হে ভীষ্ম! তোমার ন্যায় প্রিয়চিকীর্ষু ধার্ম্মিক ব্যক্তি সাধুসমাজে অত্যন্ত অপমানিত হয়। যে কৃষ্ণ কখন রাজা নয়, তাহাকে তোমরা কি বলিয়া অর্ঘ প্রদান করিলে এবং সেই বা কিরূপে সকল মহীপালের মধ্যে পূজা প্রতিগ্রহ করিল। অথবা কৃষ্ণকে স্থবির মনে করিয়া থাকিবে, যাহা হউক, বৃদ্ধতম বসুদেব থাকিতে তাঁহার পুত্র কেন পূজার্হ হইল। হে কুরুনন্দন! কৃষ্ণ সর্ব্বদাই তোমার অনুবৃত্তি করে এবং তোমার প্রিয়ার্থী, যথার্থ বটে, কিন্তু দ্রুপদ থাকিতে কৃষ্ণের পূজা করা তোমার উচিত হয় নাই। যদি কৃষ্ণকে আচার্য্য মনে করিয়া থাক, তথাপি দ্রোণ থাকিতে কৃষ্ণ কেন অর্চ্চিত হইল? অথবা কৃষ্ণকে ঋত্বিক্ মনে করিয়া থাকিবে, যাহা হউক, বৃদ্ধ দ্বৈপায়ন উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণকে পূজা করা তোমার উচিত হয় নাই। হে রাজন্! স্বেচ্ছামরণ পুরুষসত্তম শান্তনব ভীষ্ম, মহাবীর সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অশ্বত্থামা, রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন, ভারতাচার্য্য কৃপ, কিংপুরুষাচার্য্য দ্রুম, রাজা রুক্মী এবং মদ্রাধিপ শল্য, এই সমস্ত মহাত্মারা থাকিতে কৃষ্ণকে কেন অর্ঘ প্রদান করিলে? হে রাজন্! যিনি জামদগ্ন্যের প্রিয় শিষ্য এবং যিনি আত্মবল আশ্রয় করিয়া রণক্ষেত্রে সমুদায় রাজলোক পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে কৃষ্ণের পূজা করিলে। বাসুদেব ঋত্বিক্ নয়, আচার্য্য নয় এবং রাজাও নয়; হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কেব-

ল প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তুমি কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করিয়াছ। অথবা যদি কৃষ্ণকেই অর্ঘ প্রদান করিবে, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলে, তবে কি নিমিত্ত এই সকল রাজগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের অপমান করিলে? আমরাও মহাত্মা কৌন্তেয়ের ভয়, সান্ত্বনা, অথবা লোভবশতঃ তাঁহাকে কর প্রদান করি নাই, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত এবং সাম্রাজ্যে দীক্ষিত, এই বলিয়াই কর প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগের সম্মান রক্ষা করিলেন না। এই রাজসভায় অপ্রাপ্তলক্ষণ কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করিলেন, ইহার পর আর আমাদিগের অপমানের বিষয় কি আছে। ধর্ম্মপুত্রের "ধর্ম্মাত্মতা" এই যশ নিতান্ত অকারণ, সন্দেহ নাই, কোন ধার্ম্মিক পুরুষ ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সজ্জনোচিত পূজা করিয়া থাকে? যে বৃষ্ণিকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং পূর্ব্বে অন্যায়াচরণ দ্বারা মহাত্মা জরাসন্ধের প্রাণ সংহার করিয়াছে, সেই দুরাত্মা কৃষ্ণকে অর্ঘ নিবেদন করাতে অদ্য যুধিষ্ঠিরের নীচত্ব প্রদর্শিত ও ধার্ম্মিকতা বিনষ্ট হইল। কুন্তিতনয়েরা ভীত, নীচস্বভাব ও তপস্বী, কিন্তু ওহে কৃষ্ণ! তোমার সবিশেষ পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য; তাহারাই যেন নীচতাপ্রযুক্ত তোমাকে পূজা প্রদান করিল, তুমি স্বয়ং অযোগ্য হইয়া কিরূপে তাহা স্বীকার করিলে? যেমন গোপনে ঘৃতের কণামাত্র ভক্ষণ করিয়া কুক্কুর আত্মশ্লাঘা করে, তাহার ন্যায় তুমি আপনার অনুপযুক্ত পূজার বহু মান করিতেছ। ওহে কৃষ্ণ! ইহাতে রাজেন্দ্রগণের অবমাননা হয় নাই; স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, পাণ্ডবেরা তোমাকেই বিদ্রূপ করিয়াছে। যেমন ক্লীবের দারপরিগ্রহ ও অন্ধের রূপদর্শন নিরর্থক, সেইরূপ রাজ্যবিহীনের রাজসম্মান নিতান্ত লজ্জাকর। রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি এবং কৃষ্ণ যাদৃশ, তাহাও দৃষ্ট হইল। শিশুপাল তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজগণসমভিব্যাহারে সভা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সত্বরে শিশুপালের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে মহীপাল! তুমি যাহা কহিলে, তাহা তোমার উপযুক্ত বাক্য হয় নাই; উহা নিতান্ত অধর্ম্মযুক্ত, পরুষ এবং নিরর্থক। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তুমি নিজেই তাহা জান না, ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে ভীষ্মের অপমান করিতে না। দেখ, যেসকল রাজা তোমা অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, কৃষ্ণের পূজা তাঁহাদিগের অভিলষণীয়, অতএব এবিষয়ে তোমার ক্ষান্ত হওয়াই উচিত। হে চেদিপতি! কৃষ্ণ এবং ভীষ্মকে যথার্থরূপ পরিজ্ঞাত হও, কৌরবকুল ইহাঁকে যেমন চিনিতে পারিয়াছেন, তুমি সেরূপ জানিতে পার নাই। ভীষ্ম কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! লোকবৃদ্ধ কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত। যে ক্ষত্রিয় সমরে ক্ষত্রিয়ান্তরকে পরাজয় ও আপনার বশীভূত করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই নির্জ্জিত ক্ষত্রিয়ের গুরু হয়েন। এই মহতী নৃপসভায় এক জন মহীপালও দৃষ্ট হয়েন না, যাঁহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাভব করেন নাই, অচ্যুত কেবল আমাদিগের অর্চ্চনীয়, এমত নহেন, সেই মহাভুজ ত্রিলোকীর পূজনীয়, তিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এই নিমিত্ত অন্যান্য বর্ষিষ্ঠ ব্যক্তি থাকিতেও আমরা কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করিয়াছি, তাহাতে তোমার এরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করা নিতান্ত অযোগ্য; অতঃপর আর যেন তোমার বুদ্ধির এরূপ ব্যতি-

ক্রম না ঘটে। আমি অনেকানেক জ্ঞানবৃদ্ধ সাধু পুরুষদিগের সহবাস করিয়াছি এবং তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বগুণাধার কৃষ্ণের অশেষ প্রকার গুণরাশি শ্রবণ করিয়াছি। কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যেসকল কার্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসন্নিধানে পুনঃ পুনঃ তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাঁহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও বিজয়প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সেই ভূতসুখাবহ জগদর্চ্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি, নতুবা কোন প্রকার সম্বন্ধের অনুরোধে অথবা উপকারপ্রত্যাশায় তদীয় সৎকার করি নাই। গুণবাহুল্যপ্রযুক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম করিয়াও কৃষ্ণের অর্চ্চনা করা বিধেয়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, তিনিই অর্চ্চনীয়, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অধিক বলশালী ব্যক্তি পূজনীয়, বৈশ্যকুলে ধনধান্যসম্পন্ন ব্যক্তি সম্মানভাজন এবং শূদ্রবংশজাত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সৎকারার্হ হয়েন; কিন্তু কৃষ্ণের পূজ্যতাবিষয়ে দুইটি হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ও সমধিক বলশালী। ফলতঃ মনুষ্যলোকে তাদৃশ বলবান্ এবং বেদবেদাঙ্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া সুকঠিন। দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষপ্রভৃতি সমুদায় গুণাবলি কৃষ্ণে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন আচার্য্য, পিতা ও গুরুস্বরূপ পূজার্হ কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা তোমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি ঋত্বিক, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা এবং প্রিয় পাত্র, এই নিমিত্ত অচ্যুত অর্চ্চিত হইয়াছেন। কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন কর্ত্তা এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, সুতরাং পরম পূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহত্তত্ত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, সমুদয়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্, বিদিক্ সমুদয়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। যাদৃশ বেদচতুষ্টয়ের অগ্নিহোত্র, ছন্দের গায়ত্রী, মনুষ্যের রাজা, নদীর সাগর, নক্ষত্রমণ্ডলীর চন্দ্র, তেজঃপদার্থের আদিত্য, সমস্ত পর্ব্বতের সুমেরু এবং বিহঙ্গজাতির গরুড় মুখস্বরূপ হইয়াছেন, সেই রূপ ত্রিলোকমধ্যে ঊর্দ্ধ, তির্য্যক্ ও অধঃপ্রদেশে জগতের যাবতী গতি নিরূপিত রহিয়াছে, ভগবান কেশবই তাহার মুখস্বরূপ হয়েন। এই বালক শিশুপাল সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থলে কৃষ্ণকে বুঝিতে পারেন না, এই কারণে ইনি এইরূপ কহিতেছেন। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তিনি যেমন ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, চেদিরাজ শিশুপাল তদ্বিষয়ে কদাচ সমর্থ হইবেন না। বালক, বৃদ্ধ ও ভূপালগণমধ্যে কোন ব্যক্তি অচ্যুতকে অর্চ্চনীয় বলিয়া বোধ করেন না? কোন ব্যক্তিইবা কৃষ্ণের সৎকারবিষয়ে অনাদর করিয়া থাকেন? যদ্যপি কৃষ্ণেরপূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবল ভীষ্ম এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলে পর সহদেব কহিতে লাগিলেন, কেশিনিহন্তা কেশব অমিত পরাক্রমশালী, তিনি আমাদিগের পরম পূজনীয়; যে সকল নৃপাধমেরা কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারে, আমি তাহাদিগের মস্তকে পদার্পণ করি, যদি তাহাদিগের ক্ষমতা থাকে, সমুচিত উত্তরপ্রদানে সাহসী হউক। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, সদসৎ বিবেচনা করিতে সমর্থ, সেই নৃপোত্তমেরা অবশ্যই কৃষ্ণকে পূজা করিতে অনুজ্ঞা করিবেন। সহদেব উক্ত প্রকার গর্ব্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক পাদো-

ত্তোলন করিলে সেই সকল অভিমানপূর্ণ মহাবল রাজগণের মধ্যে কেহই বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। অনন্তর সহদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং আকাশবাণী তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী নারদ সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন, যাহারা পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণের আরাধনায় পরাঙ্মুখ, সেই নরাধমেরা জীবন্মৃত, তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশেষজ্ঞ সহদেব পূজার্হ জনগণের পূজা করিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। কৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলেন দেখিয়া সুনীথনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, আমি পূর্ব্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি যাদব ও পাণ্ডবকুলের সমূলোন্মূলন করিবার নিমিত্ত অদ্যই সমরসাগরে অবগাহন করিব। চেদিরাজ শিশুপাল মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজারা নির্ব্বেদপ্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন, দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।

অর্ঘাভিহরণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায়।

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষপ্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পিতামহ! এই মহান্ রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, অনুমতি করুন। যাহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন ও প্রজাগণের অহিত না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। কুরুপিতামহ ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! ভীত হইও না, কুক্কুর কখন সিংহকে হনন করিতে পারে না, আমি পূর্ব্বেই ইহার কল্যাণকর উপায় স্থির করিয়াছি। যেমন সিংহ প্রসুপ্ত হইলে কুক্কুরগণ সমাগত ও মিলিত হইয়া চীৎকার করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রসুপ্ত বৃষ্ণিসিংহ বাসুদেবের সম্মুখে এই কুপিত রাজমণ্ডল চীৎকার করিতেছে। সিংহস্বরূপ অচ্যুত যাবৎ জাগরিত না হইতেছেন, তত্ক্ষণ নৃসিংহ চেদিরাজ এই সকল মহীপালকে সিংহ করিয়া তুলিতেছে। পার্থিবশ্রেষ্ঠ শিশুপাল অচেতন হইয়া পার্থিবদিগকে যমালয়ে লইয়া যাইবার কামনা করিতেছে। কিন্তু নারায়ণ শিশুপালের তেজ অবিলম্বেই প্রত্যাহরণ করিবেন। হে প্রাজ্ঞতম! চেদিরাজের এবং সমস্ত মহীপতির মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে। এই নরোত্তম নারায়ণ যখন যে যে ব্যক্তিকে পৃথিবী হইতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন চেদিরাজের ন্যায় তাহাদিগের বুদ্ধি এপ্রকার বিপ্লাবিত হইয়া থাকে। ত্রিলোকীমধ্যে রমাপতি চতুর্ব্বিধ জীবের স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা। ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা শিশুপাল তাঁহার প্রতি অতিকঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

শিশুপাল কহিতে লাগিলেন, হে ভীষ্ম! পার্থিবগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন করত লজ্জিত হইতেছ না কেন? বৃদ্ধ হইয়া কি কুলদূষক হইয়াছ? এক্ষণে স্থবিরাবস্থা উপস্থিত এবং সমস্ত কৌরবের প্রধান হইয়াছ; অতএব ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করাই তোমার উচিত। যেমন কোন বৃহৎ তরণীর পশ্চাৎ

ভাগে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা বদ্ধ থাকে, যেমন এক জন অন্ধ অন্য অন্ধের অনুসরণ করে, হে ভীষ্ম! তুমি যাহাদের অগ্রণী, সেই কৌরবেরাও সেই রূপ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই বাসুদেবের পূতনাঘাতপ্রভৃতি ক্রিয়াসকল কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে সমধিক বেদনা প্রদান করিলে। হে ভীষ্ম! তুমি অহঙ্কৃত ও বিচেতন হইয়া দুরাত্মা কেশবের স্তুতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। এক্ষণে তোমার জিহ্বা কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না? যাহাকে বালকেরাও ঘৃণা প্রদর্শন করে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া সেই গোপালের প্রশংসা করিতেছ। কৃষ্ণ বাল্য কালে শকুনি এবং যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভ নষ্ট করিয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য কি? চেতনাশূন্য কাষ্ঠময় শকট পাদ দ্বারা পাতিত করিয়াছিল, তাহাই বা এত কি অদ্ভুত কর্ম্ম? না বল্মীকপিণ্ডমাত্র যে গোবর্দ্ধন সপ্তাহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাই বিস্ময়কর? এই ঔদরিক বাসুদেব পর্ব্বতোপরি ক্রীড়া করিতে করিতে যে রাশীকৃত অন্ন ভোজন করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়াই সেই মুগ্ধস্বভাব গোপবালকেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। এই দুরাত্মা বলবান্ কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকেই সংহার করিয়াছে, এই পৌরুষের কার্য্যেই কি বিস্মিত হইয়াছ? হে কুরুকুলাধম ভীষ্ম! তুমি অধার্ম্মিক, এই নিমিত্ত তোমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। সাধু ব্যক্তিরা সুশীলদিগকে এই প্রকারে অনুশাসন করিয়া থাকেন যে, স্ত্রী, গো, ব্রাহ্মণ, অন্নদাতা ও প্রতিজ্ঞাশ্বাসিত ব্যক্তির উপর শস্ত্রপাত করিবে না। তোমাতে তৎসমুদায়েরই অন্যথা দৃষ্ট হইতেছে। হে কৌরবাধম! আমি যেন কিছুই জানি না, তুমি যেন বয়োবৃদ্ধ হইয়া জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াছ, এই মনে করিয়া বহুতর প্রশংসা করত কেশবের মহিমার উল্লেখ করিতেছ। হে ভীষ্ম! তোমার বাক্যে গোহত্যা ও স্ত্রীহত্যাকারীকে কি পূজা করিতে হইবে? না এমন ব্যক্তি কোন প্রকারে প্রশংসাভাজন হইতে পারে? হে ভীষ্ম! তোমার কথাতে ও, আপনাকে প্রাজ্ঞেশ্বর ও জগদীশ্বর বলিয়া অভিমান করিতেছে, তোমার বাক্যসমুদায় মিথ্যা হইলেও তোমাকে কিছু কহিতে চাই না। স্তাবকের স্তব অত্যুক্তিদোষে দুষিত হইলেও তাহার চাটুকারিতার নিমিত্ত কেহই শাসন করে না, কারণ যাহার যে প্রকার স্বভাব, ভুলিঙ্গনামক শকুনির ন্যায় কে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া চলে। তুমি জঘন্যপ্রকৃতি, অধার্ম্মিক ও সৎপথচ্যুত, অতএব তুমি যাহাদিগের মন্ত্রী, কৃষ্ণ যাহাদিগের পূজনীয়, সেই পাণ্ডবদিগের স্বভাব যে দূষিত হইবে, তাহার সন্দেহ কি? হে ভীষ্ম! ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তুমি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছ, কোন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ আপনাকে ধার্ম্মিক জানিয়া সে প্রকার করিয়া থাকে? ধর্ম্মজ্ঞ কাশিরাজের কন্যা অন্যের প্রতি কামনা করিয়াছিল, তুমি প্রজ্ঞাভিমানী হইয়া কোন ধর্ম্মানুসারে তাহাকে অপহরণ করিলে? তোমার ভ্রাতা সৎপথানুবর্ত্তী ছিলেন, সুতরাং তোমার অপহৃত কন্যাদিগের প্রতি অভিলাষ করিলেন না। তুমি এমনই ধার্ম্মিক যে, তোমার সম্মুখেই তাহাদের গর্ভে অন্য দ্বারা পুত্র উৎপাদিত হইল। হে ভীষ্ম! তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ বলিয়া সেরূপ ঘটিয়াছিল, এমন মনে করিওনা, তোমার ধর্ম্ম কি? তুমি যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ, তাহা মোহপ্রযুক্ত বা ক্লীবত্বপ্রযুক্ত, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি কুত্রাপি তোমার উন্নতি দেখিতেছি না, কারণ তুমি যে ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছ, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই তদনুসারে চলে না। ইষ্ট, দান, অধ্যয়ন ও বহুদক্ষিণ যজ্ঞ, এ সমুদায়ে অপত্যফলের ষোড়শাংশও নাই; অপুত্র ব্যক্তির ব্রতোপবাসাদি সমুদায় বিফল হয়, তাহার

সন্দেহ নাই। তুমিও তাদৃশ অপত্যধনে বঞ্চিত, বৃদ্ধ এবং কপট ধার্ম্মিক। তুমি জ্ঞাতিগণের নিকটে হংসের ন্যায় সংহার প্রাপ্ত হইবে। হে ভীষ্ম! "পুরাণবেত্তারা এই গান করিয়া থাকেন হে পত্ররথ! অন্তরাত্মা নিহত হইলে পর রোদন করিতেছ," এক্ষণে সেই হংসের উপাখ্যান শ্রবণ কর। প্রাজ্ঞ মনুষ্যেরাও এই প্রকার করিয়া থাকেন, পূর্ব্বকালে সমুদ্রপ্রান্তে ধর্ম্মভাষী অধর্ম্মাচারী এক বৃদ্ধ হংস ছিল। সে পক্ষিদিগকে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, অধর্ম্মাচরণ করিওনা, এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিত। অন্যান্য সমুদ্রচারী পক্ষিগণ তাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করিয়া তাহার বাক্য শ্রবণ করিত এবং ইহাঁর নিকটে ধর্ম্মার্থের উপদেশ পাইয়াছি, এই ভাবিয়া তাহার আহার আহরণ করিত। তাহারা তাহার নিকটে আপনাপন অণ্ডসকল গচ্ছিত রাখিয়া চরিতে চরিতে সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইত। পক্ষিরাই তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অনবহিত হইয়াছিল, কিন্তু দুরাত্মা হংস আপনার কার্য্যে বিলক্ষণ মনোযোগী থাকিত, সে তদবসরে তাহাদের অণ্ডগুলি ভক্ষণ করিত। সেই সমুদায় ডিম্ব বিনষ্ট হইলে কোন প্রজ্ঞাবান্ পক্ষী সন্দিহান হইয়া সেই দুরাচারের পাপাচার দৃষ্টিগোচর করত সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে অন্যান্য পক্ষিদিগকে বিজ্ঞাপন করিল। তাহারা সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়া সেই কপটাচারী মরালের প্রাণ সংহার করিল। হে ভীষ্ম! তুমি সেই হংসের সমান ধর্ম্মী, নৃপতিগণ পক্ষিগণস্বরূপ, অতএব ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকেও সেই প্রকার নিহত করিবে। এই অণ্ডভক্ষণরূপ অশুচি কর্ম্ম তোমারই বাক্যকে অতিক্রম করিতেছে।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

শিশুপাল কহিলেন, মহাবল জরাসন্ধ আমার অভিমত রাজা ছিলেন। তিনি দাস বলিয়া এই বাসুদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এই কেশব তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ভীমসেন এবং ধনঞ্জয় দ্বারা যাহা করিয়াছিল, কোন ব্যক্তি তাহা ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে? এই দুরাত্মা ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া ছলপূর্ব্বক অদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া জরাসন্ধ ভূপতির প্রভাব দৃষ্টিগোচর করিয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা জরাসন্ধ এই দুরাত্মাকে পাদ্য প্রদান করিতে উদ্যোগ করিলে আপনাকে অব্রাহ্মণ জানিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে নাই। তিনি কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনকে ভোজন করিতে কহিলে কৃষ্ণ এক অনৈসর্গিক কাণ্ড করিয়া তুলিল। হে মূর্খ! তুমি ইহাঁকে যেপ্রকার মনে করিতেছ, ইনি যথার্থই যদি সেই প্রকার জগতের কর্ত্তা হইতেন, তাহা হইলে ইনি আপনি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেছেন না কেন? কিন্তু আমার এই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, তুমি পাণ্ডবদিগকে সাধুগণের পথ হইতে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছ এবং ইহারা সেই ব্যবহারকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতেছে। অথবা তুমি পৌরুষহীন বৃদ্ধ, তুমি যাহাদের সর্ব্বার্থপ্রদর্শক হইয়াছ, তাহাদের বিষয় বিস্ময়কর নহে। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন শিশুপালের সেই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইলেন। তাঁহার সরোজসদৃশ স্বভাব-বিস্ফারিত ও লোহিত নেত্রদ্বয় ক্রোধভরে অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পার্থিবগণ তাঁহার ললাটস্থ ত্রিশিখা ভ্রুকুটী ত্রিকূটস্থ ত্রিপথগামিনী গঙ্গার ন্যায় দর্শন করিতে লাগিল। তিনি দশনে দশন পীড়ন করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিয়া বোধ হইল, যেন যুগান্তের কালান্তক সমস্ত সংসার গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। তিনি ক্রোধবেগে উত্থিত হইতেছেন, এমন সময় মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাকে ধারণ করিলেন, বোধ হইল যেন শশিশেখর যজ্ঞানলকে

গ্রহণ করিতেছেন। ভীষ্ম বিবিধ গৌরবান্বিত বাক্যে তাঁহাকে নিবারিত করিলে তাঁহার কোপশান্তি হইল। যেমন সমুদ্বেল মহাসমুদ্র ঘনকাল অতীত হইলে বেলাকে অতিক্রম করে না, তদ্রূপ অরিন্দম ভীম ভীষ্মের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলেন না। ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইলেও শিশুপাল নিজ পৌরুষ অবলম্বন করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। কুপিত সিংহ যেমন মৃগের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকে, প্রতাপবান্ শিশুপাল সেইরূপ ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে রোষপরবশ দেখিয়া তাঁহার প্রতি উপেক্ষা করত হাসিতে হাসিতে কহিলেন, হে ভীষ্ম! ইহাকে পরিত্যাগ কর, আমার প্রতাপানলে ভীমপতঙ্গ দগ্ধ হইবে, নরপতিরা নয়নগোচর করুন। তদনন্তর কুরুশ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞতম ভীষ্ম চেদিরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন।

দ্বাচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, এই শিশুপাল চেদিরাজকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে ইনি ত্র্যম্বক ও চতুর্ভুজ ছিলেন এবং জাতমাত্র রাষভসদৃশ চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইহাঁর, মাতা পিতা ও বন্ধুবান্ধব এই অনৈসর্গিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভীত হইয়া ইহাঁকে পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। চেদিরাজ, তাঁহার ভার্য্যা, অমাত্য ও পুরোহিত আকুল হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল, "হে নৃপতে! তোমার শ্রীমান বলবান্ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল, অতএব ইহা হইতে ভীত হইওনা, অনুকূলিত হইয়া প্রতিপালন কর, হে নরাধিপ! যম ইহার অন্তক নহে। ইহাঁর প্রাণ কেবল অস্ত্র দ্বারা নিহত হইবে, যিনি ইহাঁর জীবনহন্তা, তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন।" এই কহিয়া দৈববাণী নিস্তব্ধ হইলে ইহার জননী অপত্যস্নেহে অভিভূত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যিনি আমার এই পুত্রের প্রতি এই আকাশবাক্য প্রয়োগ করিলেন, তিনি দেবতাই হউন, বা অন্য কেহই হউন, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি, তিনি যথার্থতঃ প্রকাশ করিয়া বলুন, কোন্ ব্যক্তি আমার সন্তানের কালান্তক হইবে, আমি তাহার নাম শুনিতে ইচ্ছা করি। তখন পুনরায় দৈববাণী হইল, হে দেবি! তোমার পুত্র যাঁহার অঙ্কদেশে আরোহিত হইলে ইহার পঞ্চশীর্ষ-ভুজঙ্গ-প্রতিম অধিক ভুজদ্বয় ক্ষিতিতলে বিগলিত হইবে এবং যাঁহাকে নেত্রগোচর করিয়া ললাটনিহিত তৃতীয় লোচন তিরোহিত হইবে, তিনিই তোমার প্রাণাধিকের প্রাণসম্পত্তি অপহরণ করিবেন।

অন্যান্য পার্থিবগণ তাহাকে ত্রিনেত্র, ও চতুর্ভুজ এবং তাহার প্রতি সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া দর্শনমানসে তথায় আগমন করিতে আরম্ভ করিল। তখন চেদিরাজ সমাগত ভূপতিগণকে সৎকার করিয়া একৈকক্রমে সকলের উৎসঙ্গে পুত্রকে আরোপিত করিল। শিশু এই প্রকার যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ রূপে রাজসহস্রের অঙ্কারূঢ় হইলেন। কিন্তু দৈববাণীর নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেন না। মহাবল বলরাম ও বাসুদেব দ্বারাবতী নগরীতে ছিলেন, ইহাঁরা এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া পিতৃস্বসাকে দেখিবার নিমিত্ত চেদিপুরী আগমন করিলেন, তাঁহারা জ্যেষ্ঠানুক্রমে ভূপতিকে ও পিতৃস্বসাকে অভিবাদন ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া উপবিষ্ট হইলে দেবী যাদবী আহ্লাদ করিয়া শিশুপালকে দামোদরের ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। তাঁহার অঙ্কে অর্পিত হইবামাত্র ভুজদ্বয় স্খলিত ও ললাটস্থ লোচন তিরোহিত হইল, তখন শিশুপালজননী ত্রাসিত ও ব্যথিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মহাভুজ! এই ভয়কাতরাকে বর প্রদান কর, তুমি আর্ত্ত ব্য-

ক্তির আশ্বাসন ও ভীত ব্যক্তির অভয়প্রদ। শিশুপালজননীর এবংপ্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, হে দেবি! ভীত হইবেন না, আমা হইতে আপনার ভয় নাই, হে পিতৃস্বসঃ! আমি আপনাকে কি বর দিব, আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন, আমার আয়ত্ত বা ক্ষমতার অতীত হইলেও আমি অবশ্য সম্পাদন করিব, তাহার সন্দেহ নাই। রাজমহিষী কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে মহাবল যদুপ্রধান! শিশুপালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে, এই আমার প্রার্থনা। তখন বাসুদেব কহিলেন, পিতৃস্বসঃ! আপনি শোক করিবেন না; আমি আপনার এই পুত্রের বধোচিত শত অপরাধ ক্ষমা করিব।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীর! মন্দবুদ্ধি পাপাত্মা শিশুপাল, গোবিন্দের এইরূপ বরপ্রদানে দর্পিত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, শিশুপাল যে বুদ্ধিতে বাসুদেবকে আহ্বান করিতেছে, ইহা উহার নিজের বুদ্ধি নহে, বাসুদেবেরই এইরূপ অভিসন্ধি, সন্দেহ নাই। হে কৌন্তেয়! এই কুলকলঙ্ক অদ্য আমার যে প্রকার অবমাননা করিল, পৃথিবীমধ্যে কোন্ পার্থিব তেমন করিতে পারে? শিশুপালে নারায়ণের যে তেজোভাগ আছে, যাহার প্রভাবে সে দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া আমাদিগকে গণনা না করিয়া শার্দ্দুলের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, মহাবাহু বাসুদেব অচিরকালমধ্যে সেই নিজতেজঃ পুনরাদান করিবেন।

শিশুপাল ভীষ্মবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। হে ভীষ্ম! তুমি বন্দির ন্যায় উত্থিত হইয়া নিরন্তর যাহার স্তুতিবাদ করিতেছ, আমার প্রভাব সেই কেশবেরই বটে, কিন্তু তোমার মন যদি কেবল পরের তোষামোদ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে কেশবকে পরিত্যাগ করিয়া এই সকল ভূপালগণের স্তুতিবাদ কর, এই পার্থিবপ্রধান বাহ্লীকরাজ দরদের স্তুতি পাঠ কর, যিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল; হে ভীষ্ম! মহাবীর কর্ণের প্রশংসা কর, যিনি অঙ্গ ও বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ এবং সহস্রাক্ষসদৃশ বলশালী; যে মহাবাহুর চাপবিকর্ষণ অতিভয়ানক, কুণ্ডলদ্বয় সহজাত, দিব্য ও দেবনির্ম্মিত; এবং কবচ বালার্কসদৃশ, যিনি বাসবের ন্যায় দুর্জ্জয় জরাসন্ধকে বাহুযুদ্ধে পরাজিত ও তাঁহার শরীর ভেদ করিয়াছিলেন। এই মহারথ দ্রোণ ও তৎপুত্র অশ্বত্থামার স্তব কর, যাঁহাদের এক জন জাতক্রোধ হইলে চরাচর বিশ্ব নিঃশেষিত করিতে পারেন। ফলতঃ ইহাঁদিগের সমান যোদ্ধা দৃষ্টিগোচর হয় না; কি আশ্চর্য্য! সেই অনন্যসাধারণ বীরযুগলের প্রশংসা করিতে তোমার ইচ্ছা হয় না? হে ভীষ্ম! সাগরাম্বরা পৃথিবীতে যিনি অদ্বিতীয়, সেই রাজেন্দ্র দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের স্তুতিবাদ করা কি ন্যায়ানুগত? না বুদ্ধিমানের কার্য্য? কৃতাস্ত্র দৃঢ়বিক্রম রাজা জয়দ্রথ, প্রথিতবিক্রম কিন্নরাচার্য্য দ্রুম, ভরতকুলের শিক্ষক বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য, মহাধনুর্দ্ধর রুক্মিরাজ, ভগদত্ত, যূপকেতু, জয়ৎসেন, মাগধেশ্বর, বিরাট, দ্রুপদ, বৃহদ্বল, শকুনি, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, পাণ্ড্য, শ্বেত, উত্তম, মহাভাগ শঙ্খ, বৃষসেন, বিক্রমশালী একলব্য ও মহারথ কালিঙ্গ, এই সমস্ত বীর পুরুষদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক কেশবের প্রশংসা করিতেছ? হে ভীষ্ম! যদি তোমার নিতান্ত স্তব করিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে কেন শল্যপ্রভৃতি ভূপালগণকে স্তব কর না? তুমি প্রাচীন ধর্ম্মবাদীদিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ কর নাই; অত-

এব আমি কি করিব। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, আত্মনিন্দা ও আত্মপূজা, পরনিন্দা ও পরস্তব সাধুদিগের অকর্ত্তব্য। তুমি মোহবশতঃ ভক্তিসহকারে অস্তবনীয় কেশবের স্তব করিতেছ, কিন্তু ইহা কাহারও অনুমোদিত নহে, তুমি মুক্তিকামনায় সমস্ত জগৎ দুরাত্মা পুরুষে সমাবেশিত করিতেছ, যাহা হউক, তোমার এই বুদ্ধি প্রকৃতির অনুগত নহে; আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, ভুলিঙ্গনামক শকুনি তোমার উপমার স্থান, শিশুপাল এই কথা বলিয়া কহিলেন, হে ভীষ্ম! শ্রবণ কর। হিমালয়ের অপর পার্শ্বে ভুলিঙ্গ নামে এক শকুনি বাস করে, তাহার বাক্য অর্থবিগর্হিত ও নিন্দনীয়। সে অন্যকে সাহস করিতে নিষেধ করে, কিন্তু আপনিই যে অতীব সাহসিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারে না। সেই নির্ব্বোধ শকুনি সিংহের বদন হইতে দশনবিলগ্ন মাংসখণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু সিংহ মনে করিলেই তাহার জীবন বিনাশ করিতে পারে। সে কেবল সিংহের অনুগ্রহে জীবিত আছে, সন্দেহ নাই। হে অধার্ম্মিক ভীষ্ম! তোমার বাক্যও সেই প্রকার প্রকৃতিবিরুদ্ধ; এবং তোমার জীবনও সেই প্রকার ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইহাঁরা মনে করিলেই তোমার প্রাণ সংহার করিতে পারেন, তোমার তুল্য নিন্দিতকর্ম্মা আর কেহই নাই।

ভীষ্ম শিশুপালের এই প্রকার কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে চেদিরাজ! তুমি কহিতেছ, "আমার জীবন এই মহীপালগণের ইচ্ছার অধীন" কিন্তু আমি ইহাদিগকে তৃণতুল্যও বোধ করি না, ভীষ্ম এই প্রকার কহিলে ভূপতিগণ রোষাবিষ্ট হইয়া কেহ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কেহবা তাঁহার কুৎসা করিতে লাগিলেন। কোন কোন ধনুর্দ্ধর ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই পাপগর্ব্বিত দুর্ম্মতি ভীষ্ম ক্ষমাযোগ্য নহে, অতএব ইহাকে পশুর ন্যায় বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।

কুরুপিতামহ মতিমান্ ভীষ্ম তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে নৃপতিগণ! তোমাদের কথোপকথন শেষ হইবার নহে, আমি এই অবসরে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা আমাকে পশুর ন্যায় বধ কর বা কটাগ্নিতে দগ্ধ কর, আমি তোমাদের মস্তকে এই পদার্পণ করিলাম। আমরা গোবিন্দকে পূজা করিয়াছি, তিনিও সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাঁহার নিতান্ত মরণকণ্ডূতি হইয়া থাকে, তিনি গদাচক্রধারী বাসুদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করুন, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আহ্বানকারী ব্যক্তিকে রণশায়ী হইয়া অবশ্যই যাদব দেব শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হইতে হইবে।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রভূত বিক্রমশালী চেদিরাজ, ভীষ্মের বাক্য শ্রবণমাত্রই বাসুদেবের সহিত সঙ্গ্রাম করিবার মানসে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। হে জনার্দ্দন! আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি; আমার সহিত সঙ্গ্রাম কর; আইস অদ্য তোমাকে পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে যমালয়ে প্রেরণ করি। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজা নহ; তুমি দাস, দুর্ম্মতি ও পূজার অযোগ্যপাত্র; পাণ্ডবগণ বালত্বপ্রযুক্ত ভূপালদিগকে অতিক্রম করিয়া তোমাকে পূজ্যবৎ পূজা করিয়াছে, অতএব আমার মতে অনভিজ্ঞ পাণ্ডবগণকে বধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শিশুপাল এই বলিয়া ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ শিশুপালের বাক্যাবসানে পাণ্ডবগণসমক্ষে মৃদু স্বরে সমস্ত ভূপতিবর্গকে কহিতে লাগিলেন, হে ভূপতিগণ! এই সাত্বতীনন্দন আমাদিগের পরম শত্রু; এই দুরাত্মা সর্ব্বদা

অনপকারী, সাত্বতগণের অপকার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই দুরাচার আমার পিতৃস্বস্ত্রীয় হইয়াও আমরা প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে গমন করিয়াছি জানিতে পারিয়া দ্বারকাপুর দগ্ধ করিয়াছিল। ভোজরাজ বিহারার্থ রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলে এই পাপিষ্ঠ তদীয় সহচরগণের মধ্যে অনেককে বিনাশ ও অনেককে বদ্ধ করিয়া স্বপুরে গমন করিয়াছিল। আমার পিতার অশ্বমেধানুষ্ঠান-সময়ে বিঘ্নোৎপাদন করিবার মানসে উৎকৃষ্ট রক্ষকগণপরিবৃত, পবিত্র যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করিয়াছিল। এই দুরাত্মা নিতান্ত অননুরক্তা সৌবীরদেশ-গামিনী বভ্রুপত্নীকে এবং কারুষের নিমিত্ত মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় মাতুল বিশালাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছিল। আমি কেবল পিতৃস্বসার অনুরোধেই এই পাপাত্মার দুষ্কর্ম্মসকল এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছি। দুরাত্মা শিশুপাল অদ্য ভাগ্যক্রমে সমুদায় ভূপতিগণসন্নিধানে সমুপস্থিত আছে। এই পাপাশয় অদ্য আমার প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিল, তাহা সমস্ত ভূপালগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পরোক্ষে যহা যাহা করিয়াছিল, তাহাও শ্রবণ করিলেন। এই দুরাত্মা অদ্য সমস্ত রাজমণ্ডলসমীপে আমাকে অপমান করিয়াছে, অতএব কোন ক্রমেই ইহার অপরাধ সহ্য করিব না। মূঢ়মতি শিশুপাল যমালয়ে যাইবার নিমিত্ত রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু অপাত্রের বেদশ্রবণপ্রার্থনার ন্যায় উহার ঐ প্রার্থনা বিফল হইয়াছিল।

তখন সভাস্থ সমস্ত ভূপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর শিশুপালকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগিলেন। চেদিরাজ বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করত তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি এই সভামধ্যে বিশেষতঃ পার্থিবগণসমক্ষে রুক্মিণীকে মৎপূর্ব্বা বলিয়া কি কিছুমাত্র লজ্জিত হইলে না? হে মধুসূদন! তুমি ব্যতিরেকে অন্য কোন্ পুরুষাভিমানী ব্যক্তি স্বীয় পত্নীকে অন্যপূর্ব্বা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে? হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা হয় কর, না হয় করিও না; ফলতঃ তুমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার কোন ক্ষতি নাই এবং প্রসন্ন হইলেও কোন লাভ নাই।

ভগবান্ মধুসূদন, দুরাত্মা শিশুপালের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে দৈত্যগর্ব্ববিনাশক স্বীয় চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। চক্র স্মরণমাত্রেই তাঁহার হস্তে উপস্থিত হইল। তখন ভগবান্ চক্রপাণি ভূপতিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহীপালগণ! তোমরা শ্রবণ কর, দুরাত্মা শিশুপালের মাতা পূর্ব্বে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তোমাকে আমার পুত্রের শত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে; আমিও তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছিলাম; তন্নিমিত্তই এতাবৎকাল পর্য্যন্ত উহাকে ক্ষমা করিয়াছি; এক্ষণে উহার এক শত অপরাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে; অতএব অদ্য উহাকে তোমাদিগের সমক্ষেই সংহার করিব।

অরাতিনিসূদন মধুসূদন এই বলিয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ চক্র দ্বারা চেদিরাজের মস্তক ছেদন করিলেন। চেদিপতি বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। তাঁহার কলেবর হইতে গগনচ্যুত সূর্য্যের ন্যায় সুমহৎ তেজঃপুঞ্জ সমুত্থিত হইয়া সর্ব্বলোকনমস্কৃত কমললোচন কৃষ্ণকে অভিবাদনপূর্ব্বক তদীয় শরীরে লীন হইল। ভূপতিগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এইরূপে ভগবান্ বাসুদেব কর্ত্তৃক শিশুপাল নিহত হইলে জগতে বিনা মেঘে বারি বর্ষণ হইতে লাগিল, স্থানে স্থানে প্রজ্বলিত বজ্রপাত হইতে লাগিল ও

ভূমিকম্প হইতে লাগিল। তৎকালে অনেকানেক ভূপতিগণ জনার্দ্দনের অলৌকিক কর্ম্ম দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ ক্রোধভরে করে করে পেষণ, কেহ বা ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন; কোন কোন মহীপতি নিভৃতে কৃষ্ণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন; অনেকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন; কেহ বা তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। মহর্ষিগণ, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং কতিপয় ভূপতিগণ বাসুদেবের বিক্রম দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবীর দমঘোষনন্দনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবার নিমিত্ত স্বীয় অনুজগণকে আদেশ করিলেন। তাঁহারাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিদেশ প্রতিপালন করিলেন। পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির মহীপাল শিশুপালের পুত্রকে চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

তদনন্তর বিপুলতেজাঃ পাণ্ডুনন্দন সেই সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন, পরম প্রীতিকর, প্রভূত ধনধান্য সংযুক্ত, মহাক্রতু রাজসূয় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিলেন। মহাবাহু বাসুদেব শার্ঙ্গ, চক্র ও গদা ধারণপূর্ব্বক আরম্ভ অবধি সমাপন পর্য্যন্ত ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই রূপে যজ্ঞসমাপনানন্তর অবভৃথস্নান করিলে পর সমাগত সমস্ত ভূপতিগণ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই; আপনি নির্ব্বিঘ্নে সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং আজমীঢ়বংশীয় নৃপতিগণের যশোবর্দ্ধন করিলেন। আমরা আপনকার মহাযজ্ঞে আসিয়া সর্ব্বপ্রকার কাম্য বস্তু উপভোগ করিলাম; এক্ষণে অনুমতি করুন, স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করি।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভূপতিগণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিয়া স্বীয় অনুজগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! এই সমস্ত মহীপতিগণ প্রীতিপূর্ব্বক আমাদের নিকেতনে আগমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিতেছেন, তোমরা আমাদের রাজ্যসীমা পর্য্যন্ত ইহাঁদের অনুগমন কর। ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশানুসারে স্ব স্ব নগরাভিমুখে ভূপতিগণের সহিত এক এক জন গমন করিলেন। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটের; অর্জ্জুন, মহাত্মা মহারথ দ্রুপদের; মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের; যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ সহদেব, মহাবীর সপুত্র দ্রোণের; নকুল, পুত্রসহিত সুবলের; দ্রৌপদীনন্দন ও সুভদ্রাতনয়গণ, পার্ব্বতীয় ভূপালগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের অনুগমন করিলেন। তৎপরে সমুদায় ব্রাহ্মণগণও বিধানানুসারে পূজিত হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে সমস্ত ভূপতিবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে ভগবান্ বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কুরুবংশাবতংস! মহাক্রতু রাজসূয় সুসম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে অনুমতি কর, আমি দ্বারকায় গমন করি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে গোবিন্দ! কেবল তোমার প্রসাদেই আমার রাজসূয় সুসম্পন্ন হইল। তোমার প্রভাবেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ আমার বশীভূত হইলেন ও সর্ব্বোত্তম উপহার লইয়া আমার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। হে মহাত্মন্! এখন কি করিয়া তোমাকে বিদায় দিব, আমি তোমা ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও প্রসন্ন মনে থাকিতে পারি না। কিন্তু কি করি, তোমাকেও অবশ্য দ্বারকাপুরে গমন করিতে হইবে। যুধিষ্ঠিরের বচনাবসানে বাসুদেব তাঁহার সমভিব্যাহারে কুন্তীর সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে পিতৃস্বসঃ! আপনার পুত্রগণ সা-

সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এক্ষণে অনুমতি করুন, দ্বারকায় গমন করি। কৃষ্ণ এইরূপে কুন্তীর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সুভদ্রা ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া স্নান, জপ ও ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন করিলেন।

তদনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণসারথি দারুক মেঘপুষ্পনামক মনোহর রথ যোজনা করিয়া কৃষ্ণসমীপে আনয়ন করিল। মহামতি বাসুদেব সেই গরুড়কেতন রথ সমুপস্থিত দেখিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া দ্বারাবতী প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন কমললোচন কৃষ্ণ ক্ষণকাল রথবেগ সম্বরণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে রাজন্! পর্জ্জন্য যেমন সমস্ত প্রাণিগণকে রক্ষা করেন, মহাদ্রুম যেমন পক্ষিগণকে আশ্রয় প্রদান করে, তদ্রূপ তুমি অপ্রমত্ত চিত্তে নিত্য প্রজাদিগকে পালন কর। অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করেন, তদ্রূপ তোমার বন্ধুবর্গ তোমাকে আশ্রয় করুন। এইরূপে বিবিধ কথাবসানে তাঁহারা পরস্পর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। যাদবপ্রবর কৃষ্ণ দ্বারাবতী গমন করিলে কেবল রাজা দুর্য্যোধন ও সুবলনন্দন শকুনি সেই দিব্য সভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শিশুপালবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

দ্যূত পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাযজ্ঞ রাজসূয় পরিসমাপ্ত হইলে ব্যাসদেব শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবসম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে আশু আসন হইতে উত্থিত হইয়া পাদ্য এবং আসন প্রদানপূর্ব্বক পিতামহ ব্যাসের পূজা করিলেন। ভগবান্ দ্বৈপায়ন কাঞ্চনময় আসনে আসীন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে উপবেশন করিতে কহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট হইলে বাগ্মিন্যাসবিশারদ ভগবান ব্যাস তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে কুরুবংশধর কৌন্তেয়! তুমি অসুলভ সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কুরুদেশের উন্নতি সাধন করিলে। তোমাহইতে কুরুবংশ উজ্জ্বল হইল। হে ক্ষত্রিয়প্রধান! আমি পূজিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আমি প্রস্থান করিব। রাজা যুধিষ্ঠির পিতামহের পাদগ্রহণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! দেবর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন, দিব্য, আন্তরীক্ষ ও পার্থিব, এই ত্রিবিধ উৎপাত উপস্থিত হইবে, শিশুপালের পতন হওয়াতেই কি সেই উৎপাত বিলুপ্ত হইয়া গেল? হে পিতামহ! এই বিষয়ে আমার অতিদুরূহ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ব্যতীত ইহার মীমাংসা করে, এমন কেহই নাই। তাহা শুনিয়া ব্যাস কহিলেন, হে রাজন্! সেই ত্রিবিধ উৎপাত ত্রয়োদশ বৎসর ব্যাপিয়া হইবে। তাহাতে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হইবে। দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বলে তোমাকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে রাজেন্দ্র! নিশাবসানে তুমি স্বপ্নে দেখিবে, ত্রিপুরান্তক মহাদেব বৃষভারূঢ় হইয়া শূল ও পিনাক ধারণ করিয়া শমনাধিষ্ঠিত দক্ষিণ দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে বিশাম্পতে! সেই স্বপ্ন দর্শনে তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না, কারণ কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তোমার মঙ্গল হউক; তুমি অপ্রমত্ত, স্থিতিমান্ এবং দমপরায়ণ হইয়া পৃথিবী পরিপালন কর। এক্ষণে আমি কৈলাসপর্ব্বতে গমন করি,

এই বলিয়া ভগবান্ ব্যাস সমস্ত শিষ্য সমভিব্যাহারে কৈলাসপর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

পিতামহ প্রস্থান করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির শোকাকুল হইয়া উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বারংবার সেই বিষয়েরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, পৌরুষ দ্বারা দৈব শক্তির অতিক্রম করা অতীব দুরূহ কর্ম্ম। মহর্ষি যাহা কহিয়াছেন, তাহা অবশ্যই ঘটিবে, তাহার সন্দেহ নাই। মহাতেজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! দ্বৈপায়ন যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে; আমি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি। যদ্যপি কালক্রমে আমিই সমস্ত ক্ষত্রিয়বিনাশের হেতু হইলাম, তবে আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? ইহা শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! বুদ্ধিভ্রংশকর ভয়ানক মোহে আবিষ্ট হইবেন না। যাহা কল্যাণকর হয়, বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করুন। সত্যধৃতি যুধিষ্ঠির মধ্যে মধ্যে ব্যাসদেবের কথাই চিন্তা করত ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর; "আমি অদ্যাবধি ভ্রাতৃগণের বা অন্যান্য ভূপতিবর্গের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিব না; জ্ঞাতিগণের নিদেশবর্ত্তী হইয়া যোগ সাধন করিব; কি পুত্র কি ইতর ব্যক্তি, সকলের প্রতি একরূপ ব্যবহার করিব; তাহা হইলে আমার আর ভেদের আশঙ্কা থাকিবে না; সুহৃদ্ভেদ হইতেই সংগ্রাম ঘটনা হয়; আমি বিগ্রহকে সুদূরপরাহত করিয়া কেবল সকলের প্রিয় কার্য্যই অনুষ্ঠান করিব; তাহা হইলে লোকমধ্যে নিন্দাস্পদ হইব না; যদি এই ত্রয়োদশ বৎসর জীবিত থাকিতে হয়, ইহা ভিন্ন আর কোন কার্য্য করিব না।" যুধিষ্ঠিরের হিতাভিলাষী ভীমাদি ভ্রাতৃগণ ও জ্যেষ্ঠের বাক্যে অনুমোদন করিতেন। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত সভামধ্যে সমারূঢ় হইয়া সমস্ত নৃপগণের প্রস্থানানন্তর পিতৃগণ এবং দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। সহামাত্য যুধিষ্ঠির কৃতমঙ্গল ও ভ্রাতৃগণে পরিবারিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। দুর্য্যোধন, সৌবল এবং শকুনি সেই রমণীয় সভাতেই সমাসীন রহিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

রাজা দুর্য্যোধন শকুনির সহিত উপবেশন করত ক্রমে ক্রমে সেই সভা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাতে যে সকল অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্য অভিপ্রায় দেখিলেন, তাহা কখন হস্তিনানগরে দৃষ্টিগোচর করেন নাই। দুর্য্যোধন কোন সময়ে সভামধ্যে এক স্ফটিকময় স্থলে উপস্থিত হইয়া জলভ্রমে আপনার বসন উৎকর্ষণ করিয়া দুর্ম্মনায়মান ও প্রবেশবিমুখ হইয়া সেই সভায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর জলভ্রমে সেই স্ফটিকময় স্থলে নিপতিত হইয়া লজ্জিত হইলেন। পরে তথা হইতে বিমুখ হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্ণ মনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর স্থলভ্রমে স্ফাটিকবৎ নির্ম্মল জলে ও পদ্মে সুশোভিত দীর্ঘিকাজলে সবস্ত্র পতিত হইলেন। মহাবল ভীমসেন এবং তদীয় কিঙ্করগণ সুযোধনকে তদবস্থ দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভৃত্যেরা তাঁহাকে উত্তমোত্তম বস্ত্র আনিয়া প্রদান করিল। তিনি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় স্থলভাগে জলের আশঙ্কা ও জলভাগে স্থলের আশঙ্কা করিয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সকলে উপহাস করিতে লাগিলেন। কোপনস্বভাব দুর্য্যোধন তাঁহাদের উপহাস সহ্য করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তৎকালে আপনার মনের ভাব গোপনেই রাখিলেন। তাঁহাদের প্রতি আর

দৃষ্টিপাত করিলেন না। তিনি পুনরায় এরূপ ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, পরিচ্ছদ উৎক্ষিপ্ত করিয়া উত্তরণবাসনায় স্থলভাগেই পদবিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া পুনরায় সকল লোক হাস্য করিয়া উঠিল। তিনি যে কেবল স্ফটিকময় সভাকুট্টিমেই প্রতারিত হইয়াছিলেন, এমন নহে, স্ফাটিক ভিত্তিতে দ্বার বিবেচনা করিয়া যেমন প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি আহতমস্তক হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। সেইরূপ অন্য স্থানে স্ফাটিক কপাটপুটিত দ্বার হস্ত দ্বারা বিঘট্টিত করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পতিত হইলেন।

পরে বিততাকার অপর এক দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিপ্রলম্ভবিবেচনায় তথা হইতে বিরত হইলেন। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে বিবিধ প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া এবং রাজসূয় মহাযজ্ঞে সেই অদ্ভুত সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের শোভাসমৃদ্ধি অবলোকনে পরিতাপিত হইয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে গমন করিতে করিতে তাঁহার দুর্মতি উপস্থিত হইল। তিনি মহাত্মা কৌন্তেয়গণের মহান্ মহিমা, মহানুভাবতা, পার্থিবগণের বশবর্ত্তিতা এবং আবালবৃদ্ধ বনিতাগণের হিতকারিতা দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। ধৃতরাষ্ট্রনন্দন গমনকালে সেই অনুপম সভার শোভাচিন্তায় এমত নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতুল তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সম্ভাষণ করিলেও তিনি তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন না। সুবলাত্মজ তাঁহাকে চঞ্চল দেখিয়া কহিলেন, দুর্য্যোধন! তুমি কিনিমিত্ত এরূপ বিষণ্ণ মনে গমন করিতেছ? দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল! মহাত্মা ধনঞ্জয়ের শস্ত্রপ্রতাপলব্ধ এই সসাগরা বসুন্ধরাকে যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত বশম্বদ এবং ইন্দ্রযজ্ঞসদৃশ সেই মহাযজ্ঞ নিরীক্ষণ করিয়া অমর্ষভরে দহ্যমান মদীয় শরীর গ্রীষ্মকালীন স্বল্পজল জলাশয়ের ন্যায় পরিশুষ্ক হইতেছে। দেখ, যখন বাসুদেব শিশুপালকে বিনষ্ট করিলেন, তখন সেই রাজসভায় এমত কোন ভূপতি ছিলেন, যিনি তাঁহার চরণানুগ না হইয়াছিলেন। তৎকালে রাজগণ কৌন্তেয়কৃত পরিভবানলে দহ্যমান হইয়াও অপরাধ ক্ষমা করিলেন, কিন্তু সে অপরাধ কে ক্ষমা করিতে পারে? পাণ্ডবগণের প্রতাপে কেশবকৃত সেই অযুক্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইল এবং নৃপতিগণ বিবিধ রত্নজাত লইয়া করপ্রদ বৈশ্যের ন্যায় ধর্ম্মরাজের উপাসনা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের প্রতাপলব্ধ রাজলক্ষ্মীকে সেইরূপ প্রদীপ্যমান দেখিয়া আমি অমর্ষভরে নিতান্ত দহ্যমান হইতেছি। হে মাতুল! অধিক কি বলিব, আমার এরূপ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে যে, আমি আর জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। হয় প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিব, না হয় হলাহল ভক্ষণ করিয়া জীবন শেষ করিব, অথবা জলপ্রবেশ করিয়া এই বিষম জ্বালার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব। কোন সত্ত্ববান্ পুরুষ শত্রুর উন্নতি এবং আপনার অবনতি অবলোকন করিয়া সহ্য করিতে পারে? আমি যখন তাদৃশী রাজশ্রী দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াও অদ্যাপি সহ্য করিয়া রহিয়াছি, তখন আমি না স্ত্রী না পুরুষ, কিছুই নহি; কারণ স্ত্রীলোক হইলে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না; পুরুষ হইলে প্রতিকার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না। তাদৃশ রাজত্ব, তাদৃশী ধনসম্পত্তি এবং তাদৃক্ যজ্ঞ নিরীক্ষণ করিয়া মাদৃশ কোন ব্যক্তি না সন্তাপিত হয়? বিশেষতঃ তাহাদিগের সেই রাজলক্ষ্মী অপহরণ করিতে আমার সামর্থ্য

নাই এবং কেহই সহকারী নাই, এই নিমিত্তই আমি মৃত্যু চিন্তা করিতেছি। যুধিষ্ঠিরের সেই মহাজনোচিত পবিত্র রাজলক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় করিলাম, দৈবই প্রধান, পৌরুষ নিরর্থক; কারণ আমি যাহাকে বিনাশ করিবার যত্ন করিলাম, সে দৈবের অনুকূলতাপ্রযুক্ত সমুদায় অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার উন্নতির পথে আরোহণ করিল। পৌরুষাবলম্বী ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা দিন দিন হীন হইতে লাগিল। সেই শ্রী ও তাদৃশী সভা নিরীক্ষণে এবং রক্ষিগণের সেই পরিহাস শ্রবণে আমি সাতিশয় পরিতাপিত ও অসহিষ্ণু হইতেছি, অতএব হে মাতুল! আমাকে প্রাণ পরিত্যাগে অনুজ্ঞা করিয়া পিতাকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

শকুনি দুর্য্যোধনের পরিতাপবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দুর্য্যোধন! পাণ্ডবেরা আপন অংশ ভোগ করিতেছে, তদ্দর্শনে তোমার যুধিষ্ঠিরের প্রতি এরূপ ক্রোধাবিষ্ট হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। বিশেষতঃ তাহারাও বিবিধ বিধানজ্ঞ। হে অরিন্দম! পূর্ব্বে তুমি তাহাদিগের প্রতি অনেকবিধ উপায় প্রয়োগও করিয়াছিলে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। পরিশেষে তাহাদিগকে অংশপ্রদানে পরিতুষ্ট করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাহারা দ্রৌপদীকে ভার্য্যা, সপুত্র দ্রুপদকে ও তেজস্বী কেশবকে পৃথিবীলাভের সহায় পাইয়াছে এবং পৈতৃক অংশ লাভ করিয়া আত্মপ্রতাপে সেই অংশ বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহাতে তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? ধনঞ্জয় হুতাশনকে পরিতুষ্ট করিয়া গাণ্ডীব ধনুঃ অক্ষয়তূণীরদ্বয় ও দিব্য অস্ত্রসমুদায় লাভ করিয়াছে এবং সেই কার্ম্মুকের সাহায্যে ও আপনার বাহুবীর্য্যে সমস্ত মহীপালকে বশম্বদ রাখিয়াছে, তাহাতেই বা তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? খাণ্ডবদাহকালে ময়দানবকে অগ্নিদাহ হইতে পরিত্রাণ করিয়া তাহার দ্বারা সেই সভা নির্ম্মাণ করাইয়াছে, ময়দানবের আজ্ঞানুবর্ত্তী কিঙ্করনামক রাক্ষসেরা তাহা বহন করিয়াছে, তাহাতেই বা তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? তুমি যে কহিলে "আমার সহায় নাই" সে কেবল তোমার ভ্রান্তিমাত্র, কারণ ভ্রাতৃগণ তোমার অনুগত এবং মহাধনুর্দ্ধর বীর্য্যবান দ্রোণ, তাঁহার পুত্র, রাধেয়, মহারথ গৌতম, আমি, আমার সহোদরগণ ও রাজা সোমদত্তি, আমরা সকলেই তোমার সহায়; তুমিও এই সকল সহায়সম্পন্ন হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডল জয় কর।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজন্! আপনি অনুমতি করুন, আমি আপনাকে ও পূর্ব্বোক্ত মহারথদিগকে সহায় করিয়া অদ্যই সেই পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব। তাহারা পরাজিত হইলেই অখণ্ড ভূমণ্ডল, সমস্ত মহীপাল ও সেই মহাধন সভা আমার অধিকৃত হইবে। শকুনি কহিলেন, হে রাজন্! ধনঞ্জয়, বাসুদেব, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও সপুত্র দ্রুপদকে পরাজয় করা দেবগণেরও সাধ্যায়ত্ত নহে; ইহাঁরা সকলেই মহারথ, মহাধনুর্দ্ধর, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধদুর্ম্মদ। হে রাজন! যে উপায় দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পারিবে, আমি তাহা বিশেষরূপ জানি, এক্ষণে শ্রবণ করিয়া সেই উপায় অবলম্বন কর। দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতুল! যে উপায় দ্বারা সুহৃদ্গণের ও অন্যান্য মহাত্মাদিগের মনোযোগে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিব, বলুন; সে উপায় কিপ্রকার। শকুনি কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয়, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নৈপুণ্য নাই, অতএব পাশক্রীড়ার নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান কর। তিনি আহূত হইলে নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না। আমি অক্ষক্রীড়ায় সাতিশয় দক্ষ, এই

ত্রিভুবনে আমার তুল্য ক্রীড়াশীল আর কেহই নাই; অতএব তুমি তাঁহাকে দ্যূতে আহ্বান কর, আমি তোমার নিমিত্ত অক্ষকৌশলে তাঁহার সেই প্রদীপ্ত রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করিব; কিন্তু এই বিষয় তোমার পিতাকে অবগত করাও, তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল! আপনিই পিতাকে রীতিমত নিবেদন করুন, আমি সেই দুর্দ্ধর্ষ ভূমিপালকে জানাইতে পারিব না।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুবলনন্দন শকুনি দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রথমেই প্রজ্ঞাচক্ষু, মহাপ্রাজ্ঞ, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন বিবর্ণ, পাণ্ডুর, কৃশ, দীন ও চিন্তাপরবশ হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের শত্রুজনিত অসহ্য হৃদয়শোক কেন অনুসন্ধান করিতেছেন না? ধৃতরাষ্ট্র শকুনিপ্রমুখাৎ অবগত হইয়া দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস দুর্য্যোধন! কিনিমিত্ত তুমি এত কাতর হইয়াছ; যদ্যপি আমার শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে প্রকাশ করিয়া বল; তোমার মাতুল কহিতেছেন যে, তুমি বিবর্ণ, পাণ্ডুর ও কৃশ হইয়াছ; কিন্তু চিন্তা করিয়াও তোমার শোকের কারণ দেখিতেছি না। বৎস! প্রচুর ঐশ্বর্য্য তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তোমার ভ্রাতৃগণ ও সুহৃদ্গণ অপ্রিয়াচরণ করেন না, রাজোচিত পরিচ্ছদ পরিধান ও পিশিতান্ন ভোজন করিতেছ, উত্তমোত্তম তুরঙ্গম তোমাকে বহন করিয়া থাকে, তবে তুমি কি দুঃখে বিবর্ণ ও কৃশ হইতেছ? মহামূল্য শয্যা, মনোহারিণী রমণী, শোভাসম্পন্ন গৃহ ও সচ্ছন্দবিহার, এইসমস্ত বস্তু দেবতাদিগের ন্যায় তোমার ইচ্ছামাত্র সুলভ, তবে তুমিকিনিমিত্তদীনের ন্যায় শোক করিতেছ?

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাত! কেবল কাল যাপন করিবার নিমিত্ত কাপুরুষের ন্যায় ভোজন, পরিধান ও উগ্রতর ক্রোধ ধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছি, কিন্তু যে ব্যক্তি জাতক্রোধ হইয়া আপনার প্রজাগণকে বশীভূত রাখিতে পারে এবং অরিপরিভব হইতে মুক্তি ইচ্ছা করে, সেই যথার্থ পুরুষ। মহারাজ! সন্তোষ শ্রী ও অভিমানকে নষ্ট করে, আর যিনি কেবল অনুগ্রহ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া চলেন, তিনি কখন মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন না। যে দিন যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তদবধি আমার ভোগ্য বিষয় আর আমাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। আমি সপত্নগণকে উন্নত ও আপনাকে হীন দেখিতেছি এবং যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী অদৃশ্য হইলেও আমার নয়নপথে স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হইতেছে, এই নিমিত্তই আমি বিবর্ণ, পাণ্ডুর ও কৃশ হইয়াছি। যুধিষ্ঠির প্রতিদিন অষ্টাশীতিসহস্র স্নাতক ও গৃহমেধীকে এবং ত্রিংশৎ দাসীকে ভরণ পোষণ করেন। তাঁহার আলয়ে অন্যান্য দশসহস্র ব্যক্তি স্বর্ণপাত্রে উত্তমান্ন ভোজন করিয়া থাকে। কাম্বোজেরা তাঁহাকে উৎকৃষ্ট কম্বল, করিণীগর্ভসম্ভূত শতসহস্র অশ্ব, ত্রিশত উষ্ট্র ও বামী প্রদান করিয়াছে। সমস্ত রাজমণ্ডলী পূজোপকরণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগত হইয়া সেই পৃথক্ পৃথক্ রত্নজাত রাজসূয় যজ্ঞে কৌন্তেয়কে উপহার দিয়াছে। অধিক কি বলিব, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যাদৃশ ধনাগম হইয়াছে, আমি পূর্ব্বে কোন স্থানে সেরূপ নয়নগোচর বা শ্রবণগোচর করি নাই। সেই অসীম ধনরাশি সপত্নের হস্তগত দর্শন করিয়া চিন্তান্বিত হওয়াতে আমি সুখী হইতে পারিতেছি না। স্বর্ণময় কমণ্ডলুধারী শত শত পথিক ব্রাহ্মণ গোসমূহ সমভিব্যাহারে প্রভূত বলি গ্রহণ করিয়া প্রবেশিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অমরাঙ্গনারা যেমন অমররাজের নিমিত্ত

মধু ধারণ করিয়া থাকে, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তও সেইরূপ ধারণ করিয়াছিল। বাসুদেব বহুরত্নবিভূষিত মহামূল্য শৈব্য ও প্রধান শঙ্খ গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিলেন। শৈব্য লইয়া কেহ কেহ পূর্ব্ব সাগরে, কেহ কেহ দক্ষিণ সাগরে, কেহ কেহ বা পশ্চিম সাগরে গমন করিল। উত্তর সাগরে পক্ষী ব্যতীত কাহারও গতিবিধি নাই কিন্তু হে পিতঃ! কেমন আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রবণ করুন, অর্জ্জুন সেখানেও গমন করিয়া অপরিমিত ধন আহরণ করিয়াছে। লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হইলে এক এক বার শঙ্খনাদ হয়; এইরূপ শঙ্খধ্বনি প্রতিনিয়তই হইয়াছিল, আমি মুহুর্ম্মুহুঃ শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়াছিলাম। সভাস্থান, দর্শনাভিলাষী পার্থিবগণে সমাকীর্ণ হইয়া, তারকাসঙ্কুল বিমল নভোমণ্ডলের ন্যায় সুশোভিত হইয়াছিল। পার্থিবগণ বৈশ্যের ন্যায় রত্নজাত লইয়া ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে দ্বিজাতিগণের পরিবেশক হইয়াছিলেন। মহারাজ! বলিতে কি, যুধিষ্ঠিরের যেরূপ রাজলক্ষ্মী; তাহা দেবরাজেরও নাই, যমরাজেরও নাই, বরুণেরও নাই এবং গুহ্যকাধিপতিরও নাই। সেই শ্রী দেখিয়া অবধি আমার মন এরূপ পরিতপ্ত হইয়াছে যে, আমি আর শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

দুর্য্যোধনের বাক্যাবসানে শকুনি দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সত্যপরাক্রম! পাণ্ডবে যে অনুপম রাজলক্ষ্মী দৃষ্টিগোচর করিয়াছ, তৎপ্রাপ্তির উপায় শ্রবণ কর। আমি অক্ষবিষয়ে অভিজ্ঞ, মর্ম্মজ্ঞ, পণজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ। যুধিষ্ঠিরও দ্যূতপ্রিয়, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা নাই। ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে দ্যূতের বা রণের নিমিত্ত আহূত হইলে অবশ্য তাহাকে আসিতে হইবে, অতএব তাহাকে আহ্বান কর। আমি কপটক্রীড়ায় পরাজয় করিয়া তাহার সেই দিব্য সমৃদ্ধি আনয়ন করিব, সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধন শকুনির বচনাবসান হইবামাত্র ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন্! অক্ষবিৎ গান্ধাররাজ দ্যূত দ্বারা পাণ্ডুপুত্রের রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন, আপনি অনুমতি করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর আমাদের মন্ত্রী; আমি তাঁহার শাসনানুবর্ত্তী; অতএব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যতার অবধারণ করিব। তিনি দূরদর্শিতাপ্রভাবে উভয় পক্ষের হিতকর ও ধর্ম্মানুগত মন্ত্রণা দিবেন। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! যদি বিদুর আগমন করেন, তাহা হইলে আপনাকে নিবারণ করিবেন; আপনি নিবৃত্ত হইলে আমি নিঃসন্দেহ প্রাণ ত্যাগ করিব। ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের বিনয়গর্ভ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া তন্মতস্থ হইয়া অনুচরবর্গকে কহিলেন, "শিল্পগণকে আনাইয়া স্তূণাসহস্রশোভিত শতদ্বারবিশিষ্ট লোচনলোভনীয় এক সভা নির্ম্মাণ করাও, পরে তাহা রত্নাস্তরণমণ্ডিত ও সুপ্রবেশ্য করিয়া আমাকে নিবেদন করিবে।" ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের পরিতাপশান্তির নিমিত্ত কেবল অপত্যস্নেহের অনুরোধে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অক্ষক্রীড়া বহু দোষাকর জানিয়া এবং বিদুরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই নিশ্চয় করা হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া বিদুরের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। ধীমান্ বিদুর কলহের দ্বারস্বরূপ, বিনাশের মুখস্বরূপ পাশক্রীড়ার সংবাদ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যাগ্রতা সহকারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমন করিয়া পাদবন্দনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন! আপনার এই ব্যবসায়ে অনুমোদন করিতে পারি না; যাহাতে দ্যূতের নিমিত্ত পুত্রগণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত না হয়, তাহা করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর!

যদি দেবগণ অপ্রসন্ন হন, তথাপি আমার পুত্রগণের মধ্যে কলহ হইবে না। আমি, তুমি, দ্রোণ ও ভীষ্ম সন্নিহিত থাকিতে কোন প্রকারে দ্যূতজনিত অবিনয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তুমি অদ্যই তূর্ণগামী তুরঙ্গযোজিত রথে আরোহণ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। হে বিদুর! আমার এ ব্যবসায় বলিও না, দৈবই প্রধান, দৈব হইতেই এই ঘটনা ঘটিতেছে। ধীমান্ বিদুর এই প্রকার অভিহিত হইয়া চিন্তা করত দুঃখিত চিত্তে মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মের নিকটে গমন করিলেন।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মবিত্তম। যাহাতে আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ ব্যসনাপন্ন হইয়াছিলেন, সেই মহান্ অনর্থকর দ্যূতক্রীড়া কিরূপে হইয়াছিল, তথায় কোন্ কোন্ ব্যক্তি সভ্য ছিলেন, কোন্ কোন্ ব্যক্তিইবা অনুমোদন এবং কে কে বা প্রতিষেধ করিয়াছিলেন? পৃথিবীবিনাশের মূলস্বরূপ এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিতক্রমে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! যদি পুনরায় সবিস্তরে শ্রবণের নিমিত্ত অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, শ্রবণ কর। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে পুনর্ব্বার দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, হে বৎস! মহাবুদ্ধি বিদুর কখনই আমাদের অহিতকর উপদেশ দিবেন না, বিশেষতঃ উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে যে সকল শাস্ত্রোপদেশ দিয়াছেন, তিনি তাহার মর্ম্ম পর্য্যন্ত অবগত আছেন এবং উদ্ধব যেমন বৃষ্ণিবংশের, উনিও সেইরূপ কুরুবংশের প্রধান; অতএব বিদুর যখন অক্ষদেবনে অনুমোদন করেন নাই, তখন উহাতে আর প্রয়োজন নাই। হে পুত্র! বিদুর যাহা কহিতেছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ও তোমার হিতকর; তাহার অন্যথা করিও না। দ্যূত হইতে সুহৃদ্ভেদ এবং সুহৃদ্ভেদ হইতে রাজ্যনাশ হয়, অতএব পাশক্রীড়ার অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। হে কৃতপ্রজ্ঞ! পুত্রের প্রতি পিতা মাতার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করা হইয়াছে, প্রতিপালিত, অধীতবান্, কৃতবিদ্য এবং সকলের জ্যেষ্ঠ বলিয়াই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অনন্যসুলভ ভোজনাচ্ছাদন ভোগ করিতেছ, পৈতৃক রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়াছ ও প্রতিনিয়ত আজ্ঞা প্রচার করত দেবেশ্বরের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ, তবে তোমার দুঃখের বিষয় কি বল?

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজন্! কাপুরুষেরাই অশন বসনে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে এবং অধম পুরুষেরাই অমর্ষশূন্য হয়। হে রাজেন্দ্র! এই সামান্য রাজলক্ষ্মী আমাকে প্রীত করিতে পারিতেছে না, আমি যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী এবং সমস্ত পৃথিবী তাহার বশবর্ত্তিনী দৃষ্টিগোচর করিয়া ব্যথিত হইয়াছি। আমি অত্যন্ত পাষাণহৃদয়, এই নিমিত্ত এরূপ দুঃখেও জীবিত রহিয়াছি। যুধিষ্ঠিরনিকেতনে কদম্ব, চিত্রক, কৌরুর, কারস্কর ও লোহজঙ্ঘপ্রভৃতি বৃক্ষসকল ফলভরে আবর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে। মহাগিরি হিমালয়, সাগর এবং অন্য কতিপয় জলপ্রায় ভূমি, ইহারা সকলেই রত্নাকর; এই সমস্ত রত্নাকর যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধ গৃহে পরিভূত হইয়াছে। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির আমাকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ জানিয়া সৎকারপূর্ব্বক রত্নপরিগ্রহে নিযুক্ত করিয়াছিল। তথায় এত মহামূল্য রত্নজাত সঙ্কলিত হইয়াছিল যে, আমি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারি নাই। আমার হস্ত সমুদায় রত্ন গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। আমি পরিশ্রান্ত হইলে ভূপালগণ সেই সমস্ত রত্নজাত হস্তে লইয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। ময়দানব বিন্দুসরোবরের রত্নরাশি দ্বারা এরূপ স্ফাটিক দল-

শালিনী প্রফুল্ল নলিনী নির্ম্মাণ করিয়াছিল যে, আমি তদ্দর্শনে জলস্থ প্রফুল্ল কমল বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম এবং সলিলভ্রমে সত্বাকৃষ্টি-মেই আপানার পরিচ্ছদ উৎক্ষিপ্ত করিলে বৃকোদর আমাকে শত্রুসম্পত্তি দর্শনে বিভ্রান্ত ও রত্নানভিজ্ঞ মনে করিয়া উপহাস করিয়াছিল। আমি সমর্থ হইলে সেই খানেই তাহাকে নিপাতিত করিতাম; কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করিলে আমাদিগকেও. শিশুপালের অনুগমন করিতে হইত, সন্দেহ নাই। হে ভারতবংশাবতংস! সেই শত্রুর উপহাস আমাকে দগ্ধ করিতেছে। হে মহারাজ! আমি পুনরায় সেইরূপ জলজশালিনী দীর্ঘিকাকে সভাস্থলী মনে করিয়া তাহাতে পতিত হইয়াছিলাম। আমাকে পতিত দেখিয়া কৃষ্ণ, পার্থ, দ্রৌপদী ও অন্যান্য স্ত্রীগণ মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রদান করত হাস্য করিতে লাগিল। সমধিক দুঃখের বিষয় এই যে, কিঙ্করগণ আমাকে আর্দ্র বস্ত্র দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাহার বস্ত্রাগার হইতে অন্যান্য বস্ত্র আনিয়া প্রদান করিল। পিতঃ! আর এক প্রতারণার বিষয় শ্রবণ করুন, দ্বারবৎ প্রতীয়মান অদ্বার দ্বারা নির্গত হইতে গিয়া ভিত্তিশিলায় আহত হইয়া ক্ষতললাট হইলাম, নকুল এবং সহদেব দুর হইতে আমাকে আহত দেখিয়া দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। সহদেব আমাকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, হে রাজন! এই দ্বার, এই দিকে আগমন করুন; ভীমসেন হাসিতে হাসিতে আমাকে সম্বোধিয়া কহিল, হে ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ! এদিকে দ্বার; এই সকল কারণে আমি অত্যন্ত পরিতাপিত হইয়াছি।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! নানা দিগ্দেশাগত ভূপালেরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে সকল অমূল্য বস্তু উপহার দিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন; আমি সেই সভায় যে সকল রত্নজাত দেখিয়াছি, পূর্ব্বে সে সকলের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করি নাই। কাম্বোজরাজ ঊর্ণানির্ম্মিত, সামুদ্রিক, বিড়ালরোমরচিত, কাঞ্চনসদৃশ, পরিষ্কৃত পরিচ্ছদসকল প্রদান করিয়াছেন। শতসহস্র গোসেবী ব্রাহ্মণ ও দাসবর্গ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রীতির নিমিত্ত বিচিত্রবর্ণ ত্রিশত অশ্ব, পরিপুষ্ট ত্রিশত উষ্ট্র ও বডবা, রাশীকৃত বলি ও স্বর্ণময় কমণ্ডলু এবং কার্পাসিক দেশনিবাসিনী লক্ষ দাসী সমভিব্যাহারে প্রবেশিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। শ্যামা কৃশাঙ্গী দীর্ঘকেশী হেমাভরণভূষিতা শূদ্রারা ব্রাহ্মণোচিত রঙ্কুমৃগের অজিন এবং মরুকচ্ছনিবাসী জনগণ সর্ব্বপ্রকার পূজোপকরণ ও গান্ধারদেশজাত তুরঙ্গম লইয়া উপনীত ছিল। যে সকল মনুষ্য সিন্ধুপারে ও সমুদ্রসন্নিহিত উপবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহারা ইন্দ্রকৃষ্ট ও নদীমুখ ধান্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেই সকল বৈরাম, পারদ, আভীর ও কিতবগণ বিবিধ বলি, বহুবিবিধ রত্ন, সদ্যঃপ্রসূত অজাদুগ্ধ, গো, হিরণ্য, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ফলজ মধু ও নানাবিধ কম্বল গ্রহণ করিয়া দ্বারদেশে অবস্থিতি করিয়াছিল। মেচ্ছাধিপতি শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন মহারথ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, যবনগণ সমভিব্যাহারে প্রসিদ্ধ তুরঙ্গকুলসম্ভূত বেগশালী অশ্বসমূহ ও সর্ব্ববিধ বলি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল; তাহারা প্রবেশ করিতে না পারিয়া লৌহনির্ম্মিত অশ্বভূষণ ও নির্ম্মল গজদন্তনির্ম্মিত ৎসরুশোভিত অসিসমুদায় প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। কতিপয় লোক নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত ছিল; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দ্বিনেত্র, কতকগুলি ত্রিনেত্র, কতকগুলির নেত্র ললাটদেশে, কতকগুলি উষ্ণীষধারী এবং কতকগুলি দিগম্বর দৃষ্টিগোচর করিলাম। তৎপরে রোমক, নরমাংসভোজী, একপাদ এবং অনেক-

গুলি নানাবর্ণ রাজগণ দৃষ্ট হইল। তাঁহারা কৃষ্ণগ্রীব, মহাকায়, দূরগামী, সুশিক্ষিত, দশ সহস্র রাসভ আহরণ করিয়াছিলেন। বঙ্কু-তীরসমুদ্ভব লোকেরা পূজার নিমিত্ত বহুতর হিরণ্য ও কাঞ্চন যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিল। একপাদেরা ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় রক্ত বর্ণ, শুক্ল বর্ণ, ইন্দ্রায়ুধবর্ণ, সন্ধ্যাকালীন জলদ-বর্ণ, এবং নানাবর্ণ কতকগুলি মহাজব আরণ্য অশ্ব এবং অমূল্য স্বর্ণরাশি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরনিবেশনে প্রবেশ করিয়াছিল। তদনন্তর চীন, শক ও ওড্রদেশবাসী এবং বনবাসী বর্ব্বরজাতি, বৃষ্ণিবংশীয়, তূণদেশীয়, হিমালয় পর্ব্বতীয় এবং নীপ ও অনূপগণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। বঙ্কুতীরনিবাসীরা কৃষ্ণগ্রীব মহাকায় শতক্রোশগামী সুশিক্ষিত প্রসিদ্ধ দশসহস্র রাসভ প্রদান করিয়াছিল। শক, তুখার, কঙ্ক, রোমক ও শৃঙ্গযুক্ত মনুষ্য; ঊর্ণাজ, রাঙ্কব, কীটজ, পট্টজ, কুটীকৃত, কমলসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ও কার্পাসনির্ম্মিত শ্লক্ষ্ণ বস্ত্র, মেষদুগ্ধ, কোমল অজিন, নিশিত ও আয়ত খড়্গ, ঋষ্টি, শক্তি ও নানাবিধ পরশু, বিবিধ রস, গন্ধ ও সহস্র সহস্র রত্ন; এই সমুদায় গ্রহণ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল। কতকগুলি লোক দূরগামী অর্ব্বুদ মহাগজ, শত শত তুরঙ্গ, পদ্মসংখ্যক সুবর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার পূজোপকরণ গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। পূর্ব্বদেশাধিপতি ভূপতিগণ মহামূল্য আসন, যান, শয্যা, মণিকাঞ্চনখচিত গজদন্তবিনির্ম্মিত বিচিত্র কবচ, বিবিধ শস্ত্র, সুশিক্ষিত হয়সম্পন্ন সুবর্ণালঙ্কৃত বহুবিধ রথ, বিবিধ রত্ন, নারাচ, অর্দ্ধনারাচপ্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র প্রদান করিয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণের যজ্ঞসদনে প্রবেশ করিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে অনঘ! রাজারা যজ্ঞার্থ মহাত্মা পাণ্ডবকে বিপুল ধন প্রদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা মেরু ও মন্দরগিরির মধ্যবর্ত্তিনী শৈলোদা নদীর উভয় কূলস্থিত কীচক ও বেণুর রমণীয় ছায়া সেবা করিয়া থাকেন, সেই সকল মহীপালেরা দ্রোণপরিমিত অত্যুৎকৃষ্ট হীরকরাশি প্রদান করিতেছিলেন। কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ চমর, হিমগিরিসম্ভূত পুষ্পজ সুস্বাদ মধু, উত্তর কুরুদেশ হইতে আনীত অপূর্ব্ব মাল্য, উত্তর কৈলাস হইতে আহৃত বলবিধায়িনী ও ঔষধি এবং অন্যান্য পার্ব্বত উপহারসকল লইয়া কত শত ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। উদয়াচলবাসী রাজগণ, কারুষদেশীয় ভূপালগণ, সমুদ্রান্তনিবাসী ভূপতিবর্গ, ব্রহ্মপুত্রের উভয় কূলস্থিত রাজসমূহ এবং ক্রূরকর্ম্মা, ক্রূরশস্ত্র, চর্ম্মবসন ও ফলমূলোপজীবী কিরাতবৃন্দকে দেখিলাম, তাহারা চন্দন ও অগুরু কাষ্ঠের ভার, চর্ম্ম, রত্ন, সুবর্ণ এবং নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য, অযুত কিরাতদাসী, দূরদেশীয় বিবিধ মৃগ, পক্ষী ও পর্ব্বতীয় হিরণ্যপ্রভৃতি নানাবিধ উপহার লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। কৈরাত, দরদ, দর্ব্ব, বৈয়মক, ঔদুম্বর, পারদ, বাহ্লিক, কাশ্মীর, হংসকায়ন, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, যৌধেয়, মদ্র, কেকয়, অম্বষ্ঠ, কৌকুর, তার্ক্ষ্য, পহ্লব, বশতি, মৌলেয়, ক্ষুদ্রক, মালব, পৌণ্ড্রিক, শক, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও গয়প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বর্গ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বহুবিধ বিত্ত আনয়ন করিতে লাগিলেন। বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সুপুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ ও কর্ণপ্রাবরণপ্রভৃতি রাজগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে দ্বারপালেরা তাঁহাদিগকে কহিল, সময় উপস্থিত হইলে আপনারা দ্বার প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত, পর্ব্বতপ্রতিম, কবচাবৃত, সহস্র কুঞ্জর প্রদানপূর্ব্বক দ্বারে

প্রবিষ্ট হইলেন। এতদ্ভিন্ন চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত অন্যান্য জনগণ নানাজাতীয় রত্নোপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বাসবানুচর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী চারি শত ঘোটক এবং তুম্বুরুনামে অপর এক জন গন্ধর্ব্ব তাম্রবর্ণ সুবর্ণালঙ্কৃত এক শত অশ্ব প্রদান করিলেন। কৃতী শূকররাজ এক শত গজরত্ন প্রদান করিলেন। বিরাটরাজ মৎস্য দুই সহস্র মত্ত মাতঙ্গ উপহার দিলেন। রাজা বসুদান ষড়্বিংশতি গজ ও মহাজব মহাসত্ত্ব বয়ঃস্থ দুই সহস্র অশ্ব এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উপহার পাণ্ডবদিগকে সম্প্রদান করিলেন। রাজা যজ্ঞসেন চতুর্দ্দশ সহস্র দাসী, সদার অযুত দাস, বহুশত গজরত্ন, গজযুক্ত ষড়্বিংশতি রথ এবং যজ্ঞার্থ কতকগুলি রাজ্য পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিলেন। বাসুদেব অর্জ্জুনের বহু মান করত তাঁহাকে চতুর্দ্দশ সহস্র উৎকৃষ্ট হস্তী প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের আত্মা এবং অর্জ্জুন কৃষ্ণের আত্মা। ধনঞ্জয়, কৃষ্ণকে যে কার্য্য করিতে বলেন, কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করেন, তিনি ধনঞ্জয়ের নিমিত্ত সুরলোকও পরিত্যাগ করিতে পারেন এবং পার্থও সেইরূপ কৃষ্ণের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। হেমকুম্ভসমাস্থিত সুরভি চন্দনরস, মলয় এবং দর্দুরাচলসম্ভূত চন্দন ও অগুরুরাশি, দীপ্তিমান্ মণিরত্ন ও সূক্ষ্ম কাঞ্চনবস্ত্র লইয়া চোল এবং পাণ্ড্য উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দ্বার প্রাপ্ত হইলেন না। সিংহলদ্বীপের লোকেরা সমুদ্রের সারভূত বৈদূর্য্য মণি, মুক্তাকলাপ ও বিচিত্র আস্তরণ উপহার প্রদান করিয়াছে। রাজার প্রিয় কার্য্য করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, নির্জ্জিত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুশ্রূষাপর শূদ্রেরা প্রীতি ও বহুমানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার ম্লেচ্ছজাতি এবং নানাদেশীয় উৎকৃষ্ট জাপকৃষ্ট ও মধ্যম লোক একত্র সমবেত হওয়াতে বোধ হইল, যেন পৃথিবীস্থ সমস্তলোক তথায় উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজন্! রাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত নানাপ্রকার উপহার ও শত্রুদিগের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করত দুঃখে আমার মুমূর্ষা উপস্থিত হইল। মহারাজ! এক্ষণে পাণ্ডবদিগের ভৃত্যবর্গের বিষয় আপনাকে নিবেদন করিতেছি; রাজা যুধিষ্ঠির সকল ভৃত্যের ভরণ পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার এক অযুত তিন পদ্ম গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য; অর্ব্বুদ রথ এবং অসংখ্য পদাতি। কোন স্থানে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হইতেছে, কোন স্থানে পাচকেরা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে, কোন স্থানে দান করিতেছে এবং কোথায়ও স্বস্ত্যয়ননিযুক্ত ব্রাহ্মণগণের পুণ্যাহ ধ্বনি হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের গৃহে অভুক্ত, তৃষ্ণাতুর, অনলঙ্কৃত ও অসৎকৃত ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তথায় অষ্টাশীতিসহস্র গৃহমেধী স্নাতক রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্ত প্রত্যেকের নিকট ত্রিংশজন করিয়া দাসী নিযুক্ত আছে। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের সকলেরই ভরণ পোষণ করেন এবং তাঁহারাও প্রীত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে যুধিষ্ঠিরের শত্রুক্ষয় কামনা করিতেছেন। যুধিষ্ঠিরালয়ে পরিবেশকেরা প্রত্যহ সুবর্ণপাত্রে অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া দশ সহস্র যোতিকে ভোজন করাইতেছেন। মহারাজ! যাজ্ঞসেনী প্রতিদিন আপনি ভোজন না করিয়া অগ্রে কুব্জ, বামনপ্রভৃতির মধ্যে কাহারও ভোজন হইল কি না, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত দেখিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। পাঞ্চালদিগের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং অন্ধক বৃষ্ণিবংশীয়েরা যুদ্ধে আনুকূল্য করেন, এই নিমিত্ত কেবল তাঁহারাই কুন্তীপুত্রকে কর প্রদান করেন না, নতুবা আর সকল রাজারাই করদ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! তথায় আরও দেখিলাম, মহাব্রত, বিনয়সম্পন্ন, মহামান্য, ধর্ম্মাত্মা রাজারা যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতেছেন। দক্ষিণা দানার্থ কোন কোন রাজা বহু সহস্রসংখ্যক আরণ্যক ধেনু আনয়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ অভিষেকার্থ মঙ্গলকলস স্বয়ংই বহন ও আনয়ন করিতেছেন। বাহ্লীক, সুবর্ণালঙ্কৃত রথ এবং সুদক্ষিণ, শ্বেতকায় কাম্বোজদেশীয় অশ্ব আহরণ করিয়াছেন। মহাবল সুনীথ প্রীতিপূর্ব্বক রথাধঃস্থিত কাম্ব ও চেদিরাজ শিশুপাল, স্বয়ংই ধ্বজ উদ্যত করিয়া আনয়ন করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য বর্ম্ম, মাগধমালা ও উষ্ণীষ, বসুদান ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গ, মৎস্য সুবর্ণনির্ম্মিত অক্ষ, একলব্য উপানদ্যুগল, আবন্ত্য এবং অভিষেকার্থ বহুবিধ জল আনয়ন করিয়াছেন। চেকিতান তূণীর, কাশ্য ধনুঃ ও দৃঢ়মুষ্টি অসি এবং শল্য কাঞ্চনভূষিত শৈব্য প্রদান করিয়াছেন।

অনন্তর মহামুনি ধৌম্য ও ব্যাস ইহাঁরা নারদ, অসিত ও দেবলের সহিত যুধিষ্ঠিরের অভিষেক সম্পাদন করিলেন। তৎপরে অন্যান্য মহর্ষিগণ, যামদগ্ন্য পরশুরাম এবং অপরাপর বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন, যেরূপ স্বর্গে সপ্তর্ষিগণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া থাকেন, সেই রূপ মহাত্মা ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণ সেই যজ্ঞে আসিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের মস্তকে ছত্র ধারণ, ধনঞ্জয় ও ভীমসেন ব্যজন, নকুল ও সহদেব চামর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্যযুগে প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে যে শঙ্খ প্রদান করেন, কলশোদধি সেই বারুণ শঙ্খ যুধিষ্ঠিরকে দান করিলেন। কৃষ্ণ বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত মহামূল্য শৈব্য দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিলেন, তাহা দেখিয়া আমার অতিশয় অপ্রীতি জন্মিয়াছে। লোকে পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে, বিহঙ্গগণ ব্যতিরেকে উত্তরে কেহই যাইতে পারে না; তথাহইতেও শঙ্খ আনয়ন করিয়াছিল, ঐ মাঙ্গল্য শঙ্খ বারংবার ধ্বনিত হইতে লাগিল, ঐ শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া আমার গাত্র কণ্টকিত হইল। তখন তেজোহীন প্রিয়দর্শন পার্থিবগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, পঞ্চ পাণ্ডব, সাত্যকি ও কেশব ইহাঁরা তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা তত্রস্থ ভূপালগণকে ও আমাকে বিসংজ্ঞ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন হৃষ্টান্তঃকরণে ব্রাহ্মণগণকে বিশানবিশিষ্ট পঞ্চশত বৃষ প্রদান করিল। রন্তিদেব, নাভাগ, যৌবনাশ্ব, মনু, পৃথু, বৈশ্য, ভগীরথ, যযাতি ও নহুষ ইহাঁদিগের অপেক্ষা কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির রাজশ্রীসম্পন্ন হইয়া শোভা পাইলেন। রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এক্ষণে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় তদীয় প্রভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসম্পত্তি দেখিয়া আমার প্রাণ ধারণে আর সুখ কি। জ্যেষ্ঠের হীন দশা ও কনিষ্ঠের অভ্যুদয় লাভ হইতেছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়া আর আমার অন্তঃকরণে সুখ নাই। এই কারণেই আমি দিন দিন দুর্ব্বল, বিবর্ণ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইতেছি।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, অতএব পাণ্ডবদিগের প্রতি কদাচ বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিও না। দ্বেষ্টা হইলে অসুখী ও নিধন প্রাপ্ত হয়। তোমার তুল্য মনুষ্য অব্যুৎপন্ন, তুল্যার্থ, তুল্যমিত্র ও অদ্বেষ্টা যুধিষ্ঠিরের প্রতি কখনই দ্বেষ করেন না, তুল্যাভিজন-বীর্য্য-সম্পন্ন হইয়া কেনইবা তুমি ভ্রাতার রাজ্যসম্পত্তি লাভে স্পৃহা করি-

তেছ? ভ্রান্তিক্রমেও যেন তোমার এরূপ বুদ্ধি না জন্মে। হে বৎস! এক্ষণে আর শোক করিও না। যদি তুমি ঐরূপ যজ্ঞসম্পত্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা কর, তবে যাজ্ঞিকেরা সপ্ততন্তু নামক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করুন। তাহা হইলেও ভূপালগণ তোমার প্রীতি সম্পাদন ও বহুমানের নিমিত্ত বিপুল বিত্ত আহরণ করিবেন। পরধনগ্রহণেচ্ছা নিতান্ত অসতেরই হইয়া থাকে, ফলতঃ যিনি নিরবচ্ছিন্ন স্বধনে সন্তুষ্ট ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়েন, তিনিই প্রকৃত সুখী। পরস্ব গ্রহণে অনিচ্ছা, আত্মকর্ম্মে উৎসাহ ও স্বোপার্জ্জিত ধনের রক্ষণাবেক্ষণ, পণ্ডিতেরা ইহাকেই বিভবলক্ষণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। যিনি বিপৎকালে নিরাকুল হইয়া থাকেন, যিনি সকল বিষয়ে সুনিপুণ ও নিত্য উত্থানশীল, এইরূপ অপ্রমত্ত ও বিনীত লোক ইহ কালে শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। হে বৎস! স্ববাহুতুল্য পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করিও না, পাণ্ডবেরা তোমার ভ্রাতৃসদৃশ, অতএব ধনের নিমিত্ত মিত্রদ্রোহ করা নিতান্ত অন্যায়। এক্ষণে পাণ্ডবদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন ও সমগ্র ভ্রাতৃধন গ্রহণে ইচ্ছা করিও না। মিত্রদ্রোহে অতিশয় অধর্ম্ম আছে, তোমার ও পাণ্ডবদিগের একই পিতামহ। অতএব এক্ষণে অন্তর্ব্বেদিমধ্যে বিত্তদান, বিবিধ কাম্য বস্তুর উপভোগ এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে মহিলাগণের সহিত বিহার করিয়া ক্ষান্ত হও।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! যাদৃশ দর্ব্বী সুপরস আস্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার বুদ্ধিবৃত্তি নাই, অথচ শাস্ত্রজ্ঞান আছে; সে শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্মার্থ কদাচ অনুধাবন করিতে সমর্থ নহে। বৃহন্নৌকাসংযত ক্ষুদ্র নৌকার ন্যায় আপনি সবিশেষ জানিয়াও কেন আমাকে বিমোহিত করিতেছেন? স্বার্থ সাধনে আপনকার কেন অনবধানতা দেখিতেছি? আর এই বিষয়ে কেনই বা আমাকে বিদ্বেষ করিতেছেন? আপনি যখন শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, তখন আর আমাদিগের জীবন ধারণের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ভাবী অর্থের সূচনা ব্যতীত আপনকার আর কোন বিষয়ে উৎসাহ দেখিতেছি না। যাহার পথপ্রদর্শক স্বয়ংই অনভিজ্ঞ, সে প্রতিপদেই পথভ্রষ্ট হয়, কিন্তু যাহারা স্বয়ংই গমন করিতে পারে, তাহারা কেনই বা ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করিবে!

মহারাজ! আপনি পরিণতপ্রজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পুত্রগণের স্বকার্য্য সাধনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন। বৃহস্পতি লোকব্যাপার ও রাজব্যাপার এই উভয়বিধ ব্যাপারকেই পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব রাজারা সর্ব্বদা অপ্রমত্ত চিত্তে স্বার্থ চিন্তা করিবে। ক্ষত্রিয়দিগের জয়ই প্রধান বৃত্তি অতএব ইহা ধর্ম্মই হউক, আর অধর্ম্মই হউক, আত্মব্যাপারে দোষাদোষের আশঙ্কা কি? যেমন সারথি কশাঘাত দ্বারা সকল দিকেই অশ্ব চালনা করে, তদ্রূপ জিগীষু ব্যক্তি পরসম্পত্তি গ্রহণাভিলাষে সর্ব্ব দিকে ধাবমান হয়। যে গূঢ় কিম্বা বাহ্য উপায় দ্বারা শত্রুদিগকে সংহার করা যায়, সেই উপায়ই শস্ত্রধারীদিগের শস্ত্রস্বরূপ। কে শত্রু, কে মিত্র, ইহাতে কোন লেখ্য প্রমাণ নাই; যে যাহাকে সন্তাপ দেয়, সেই তাহার শত্রু। সমৃদ্ধিবৃদ্ধি-বিষয়ে অসন্তোষই মূল কারণ, অতএব অসন্তোষবৃদ্ধি-বিষয়ে যত্ন করাই যথার্থ নীতি। ঐশ্বর্য্য বা ধনে কদাচ মমতা করিবে না, কারণ পূর্ব্বসঞ্চিত ধন অন্যে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে পারে, বলপূর্ব্বক হরণ করাই রাজাদিগের ধর্ম্ম। দেবরাজ ইন্দ্র "কাহারও অপকার করিব না" এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াও নমুচিরশিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ অরাতির প্রতি সেইরূপ সনাতনী বৃত্তিই তাঁহার অভিমত। যেমন সর্প গর্ত্তস্থ জীবজন্তুদিগকে সং-

হার করে, সেইরূপ ভূমিসম্পত্তি অবিরোধী রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকে। জাতি অনুসারে কেহ কাহার শত্রু হইতে পারে না, সমব্যবসায়ী হইলেই শত্রু হইতে পারে। যেব্যক্তি মোহপরবশ হইয়া অভ্যুদয়কালে শত্রুকে উপেক্ষা করে, পরিবর্দ্ধিত ব্যাধির ন্যায় সেই শত্রু তাহার মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। বৃক্ষমূলজ বল্মীক যেরূপ আশ্রয়-বৃক্ষকে নিপাতিত করে, সেই প্রকার শত্রু সামান্য হইলেও বলবীর্য্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে সংহার করিতে পারে।

হে আজমীঢ়বংশাবতংস মহারাজ! বিপক্ষলক্ষ্মী যেন তোমার প্রীতিকর না হয়। আমি যেরূপ কহিলাম, বীর্য্যবান্ লোকেরা এইরূপ কার্য্যই করিয়া থাকেন; সর্ব্বত্র নীতির অনুসরণ করিলে কোন বিশিষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যেব্যক্তি অর্থবৃদ্ধির অভিলাষ করে, সে নিঃসন্দেহ জ্ঞাতিমধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কারণ বিক্রম সদ্যই বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে হয় পাণ্ডবরাজ্যলক্ষ্মী লাভ করিব, নতুবা যুদ্ধে শরীর পাত করিব। হে মহারাজ! আর আমার প্রাণ ধারণের আবশ্যকতা নাই; পাণ্ডবেরা প্রতিনিয়তই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, আমাদিগের কিছুমাত্র উন্নতি নাই।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শকুনি কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের এতাদৃশী সম্পত্তি দেখিয়া যদি তুমি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া থাক, তবে বল, দ্যূতক্রীড়া দ্বারা তদীয় সমস্ত আত্মসাৎ করি। এক্ষণে তাঁহাকে দ্যূতে আহ্বান কর, আমি অক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিব। আমি অক্ষবিদ্যায় সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছি। যুধিষ্ঠির তদ্বিষয়ে অতিমাত্র অনভিজ্ঞ। পণ আমার ধনু, অক্ষ শর, অক্ষহৃদয় জ্যা ও হৃদয়স্ফূর্ত্তি মদীয় রথস্বরূপ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! অক্ষবিশারদ মাতুল দ্যূত দ্বারা পাণ্ডুপুত্র হইতে রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন; আপনি অনুমতি করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, আমি মহাত্মা বিদুরের শাসনানুবর্ত্তী; অতএব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করিব। দুর্য্যোধন কহিলেন, মহাশয়! বিদুর যেরূপ পাণ্ডবগণের হিতৈষী, সেরূপ আমার হিতাভিলাষী নহেন; অতএব তিনি আপনকার বুদ্ধির অন্যথা করিবেন, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পৌরুষশালী ব্যক্তি পরমার্থের সাপেক্ষ হইয়া স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন না। কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-বিষয়ে দুই জনের বুদ্ধি সমান হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। মূঢ় ব্যক্তি নির্ভয় হইয়া আত্মরক্ষা করত বর্ষাকালীন আর্দ্র তৃণের ন্যায় অবসন্ন হইয়া যায়। কি ব্যাধি, কি মৃত্যু, কেহই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রতীক্ষা করে না; অতএব ভবিষ্যৎ কালের অপেক্ষা না করিয়াই শ্রেয়স্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুত্র! বলবান্ ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করা কোন রূপেই আমার অভিপ্রেত নহে, কারণ বৈরভাব হইতে বিকার জন্মে; সেই বিকার অলৌহনির্ম্মিত শস্ত্রস্বরূপ। বৎস! তুমি যে, এই অনর্থ সঙ্গ্রামঘটনাকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছ, এই অনবধানতা হইতেই শাণিত সায়ক ও অসি নিষ্কাশিত হইবে। দুর্য্যোধন কহিলেন, পূর্ব্বতন ব্যক্তিরা দ্যূত ব্যবহার করিতেন, তাহাতে কোন বিকৃতি বা সংগ্রামঘটনার সম্ভাবনা ছিল না; অতএব মাতুলবচনে অনুমোদন করিয়া অদ্য সভা নির্ম্মাণের অনুমতি করুন। দুরোদরক্রীড়া ক্রীড়মান ও তদনুবর্ত্তীদিগের স্বর্গের দ্বারস্বরূপ; অতএব পাণ্ডবগণের সহিত অক্ষক্রীড়া করা অবৈধ নহে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, নরেন্দ্র! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা আমার শ্রেয়োবোধ হইতে-

ছে না। তোমার অভিরুচি হয় কর, কিন্তু যেন ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে না হয়। মেধাবী বিদুর বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি বশম্বদ নহে, ক্ষত্রিয়ান্তক মহৎ ভয় তাহার সমীপবর্ত্তী।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুরবগাহ দৈবের প্রতিকূলতা-প্রযুক্ত দুর্য্যোধনের মতানুসারে ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন, "তোমরা সহস্রস্তম্ভ-শোভিত, হেমবৈদুর্য্যখচিত, শতদ্বারবিশিষ্ট, ক্রোশায়ত, তোরণস্ফাটিকা নামে এক মহতী সভা শীঘ্র নির্ম্মাণ কর।" সুনিপুণ শিল্পিগণ অনুমতি পাইয়া অতিশীঘ্র সভা নির্ম্মাণ করিয়া সমুচিত দ্রব্যসামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিল, "মহারাজ! স্বল্প কালের মধ্যেই সভা সুসম্পন্ন, বহুরত্নে খচিত ও বিচিত্র হেমাসনে শোভিত হইয়াছে।" তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিপ্রধান বিদুরকে কহিলেন, "তুমি শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত এই সভায় সমাগত হইয়া সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হউন।"

ষটপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার এই প্রেষণাতে অভিনন্দন করিতে পারি না, আপনি এরূপ অনুমতি করিবেন না, ইহাতে কুলক্ষয় ও সুহৃদ্ভেদ উভয়েরই সম্ভাবনা। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! যদি দৈব প্রতিকূল না হয়, তবে কলহ আমাকে পরিতাপিত করিতে পারিবে না। এই জগৎ স্বতন্ত্র নহে, কেবল দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে; অদ্য শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া দুর্দ্ধর্ষ কুন্তীপুত্রকে আনয়ন কর।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদুর ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া অগত্যা সুশিক্ষিত মহাজব অশ্ব দ্বারা পণ্ডিত পাণ্ডবগণের সকাশে যাত্রা করিলেন। মহাবুদ্ধি বিদুর সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থনগরে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর কুবেরভবনোপম রাজপ্রাসাদে প্রবেশিয়া ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপুত্রের সমীপবর্ত্তী হইলেন। মহাত্মা অজাতশত্রু তাঁহার যথাবৎ পূজাপূর্ব্বক সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে ক্ষত্ত! আপনার মানসিক প্রহর্ষ প্রকাশ পাইতেছে। আপনিত কুশলে আগমন করিয়াছেন? দুর্য্যোধনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুগত এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ত তাঁহার বশবর্ত্তী আছে?

বিদুর কহিলেন, ইন্দ্রকল্প মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার পুত্রগণ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া কুশলে আছেন। তিনি পুত্রগণের গুণে প্রীত ও বিগতশোক হইয়াছেন। সম্প্রতি অক্ষয় কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক তোমাকে এই কহিয়াছেন যে, "হে পার্থ! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আগমন করিয়া তোমার সভানুরূপ এই সভা অবলোকন কর এবং দুর্য্যোধনাদির সহিত সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হও। তোমার সহিত সমাগত হইলে আমার ও কুরুকুলের প্রীতির পরিসীমা থাকে না।" হে রাজন্! মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র দুরোদর বিধান করিয়াছেন, তুমি সেই অক্ষদেবীদিগকে দেখিবে; এই নিমিত্ত আমি আসিয়াছি; যাহা উচিত হয় কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! দুরোদর কলহের আকর; অতএব কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাতে অভিলাষ বন্ধন করে? আপনি কি অক্ষদেবন উচিত কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন? বলুন, আমরা আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলি।

বিদুর কহিলেন, দ্যূত যে অনর্থের মূল, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি; আমি

তাঁহাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে যত্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনিও আমাকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন; এক্ষণে যাহা শ্রেয়স্কর হয়, তাহা কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! আমি জিজ্ঞাসা করি, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ব্যতীত কোন্ কোন অক্ষদেবী তথায় বিদ্যমান আছেন? বলুন, আমি তাহাদিগকে শতবার পরাজয় করিব। বিদুর কহিলেন, অক্ষনিপুণ কৃতহস্ত রাজা শকুনি, বিবংশতি, চিত্রসেন, রাজা সত্যব্রত, পুরুমিত্র এবং জয় তথায় উপস্থিত আছেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভয়ঙ্কর মায়াধারী অক্ষদেবীগণ সেখানে রহিয়াছে, বুঝিলাম সমস্ত জগৎ বিধাতার আদেশবর্ত্তী হইয়াই চলিতেছে, কদাপি স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। হে বিদুর! পুত্রপক্ষপাতী ধৃতরাষ্ট্রের শাসনক্রমে দুরোদরদেবনে ইচ্ছা করিতেছি না; আপনি বলিতেছেন বলিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হইব। যদি আমাকে সভামধ্যে আহ্বান না করিত, তাহা হইলে শকুনির সহিত ক্রীড়া করিতাম না; যখন আহূত হইয়াছি, তখন নিবৃত্ত হইব না; ইহাই আমার সনাতন ব্রত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে বিশেষ বিবেচনা করিয়া অনুযাত্রিকবর্গকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন, তিনি পরদিনে দ্রৌপদীপ্রভৃতি স্ত্রীগণ, ভ্রাতৃগণ, বিদুর, অনুচর ও সহচরবর্গ সমভিব্যাহারে বাহ্লীকযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। যুধিষ্ঠির গমনকালে কহিলেন, তেজ যেমন চক্ষুকে বিনষ্ট করে, দৈব সেইরূপ প্রজ্ঞাকে অপহরণ করে; সমস্ত মনুষ্যই পাশবদ্ধের ন্যায় বিধাতার বশবর্ত্তী হইয়া আছে। মহাত্মা যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে গমনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, দুর্য্যোধন, শল্য, সৌবল, দুঃশাসনপ্রভৃতি অন্যান্য যে কেহ তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। তদনন্তর পাণ্ডবগণ তারাগণপরিবৃত রোহিণীর ন্যায় স্নুষাগণবেষ্টিত গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন। কৌরবগণ প্রিয়দর্শন পাণ্ডবগণের দর্শন পাইয়া আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূগণ, অপ্রশস্ত মনে দ্রৌপদীর পরমোৎকৃষ্ট সম্পত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ প্রথমতঃ ব্যায়াম করিয়া অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। তদনন্তর দিব্য চন্দনভূষিত ও কৃতাহ্নিক হইয়া কল্যাণমনে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া সমুচিত ভোজনানন্তর রমণাগণের সহিত শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। পরপুরঞ্জয় পাণ্ডবগণ সুখে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রাতঃকালে সকলে কৃতাহ্নিক হইয়া কিতবাভিনন্দিত রমণীয় সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবেরা সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সেই সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া পূজার্হ পার্থিবগণকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া যথাক্রমে আসনে উপবেশন করিলেন। পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য নৃপতিবর্গ অতি পবিত্র বিচিত্র আস্তরণসংযুক্ত আসনে উপবেশন করিলে শকুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে পার্থ! এই সভামধ্যে বহুবিধ লোকের সমাগম হইয়াছে, সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, এক্ষণে অক্ষ ক্ষেপ করিয়া দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করা আবশ্যক। যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেখ, কপটপাশক্রীড়া অতি পাপজনক; ইহাতে অণুমাত্রও ক্ষাত্র পরাক্রম নাই; বিবেচনা করিলে ই-

হাকে রাজনীতি বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না; তুমি কি কারণে দ্যূতের প্রশংসা করিতেছ; ধূর্ত্তের কপটাচারকে কেহ প্রশংসা করে না; অতএব দেখিও, হে শকুনে! তুমি যেন নৃশংসের ন্যায় অসৎপথ অবলম্বনপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজয় করিও না।

শকুনি কহিলেন, মহারাজ! যিনি গণনায় সুনিপুণ, ধূর্ত্ততার রীতি পদ্ধতি সমুদায় সবিশেষ জানেন, তদ্বিষয়ক বহুবিধ ইতিকর্ত্তব্যতায় আলস্যশূন্য, অক্ষক্ষেপবিষয়ে সুচতুর ও দ্যূতবিদ্যায় পারদর্শী, তিনি কোন প্রকারেই পরাজিত হয়েন না। পণই পরাভবের কারণ, পরাভবে কোনরূপ দোষ আশঙ্কা নাই, অতএব আইস, আমরা ক্রীড়া আরম্ভ করি, শঙ্কা পরিত্যাগ কর, বিলম্ব করিও না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, সমস্ত জনসমাজদর্শী মুনিসত্তম অসিত ও দেবল কহেন যে, ধূর্ত্তের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়া করা নিতান্ত পাপজনক কর্ম্ম, ধর্ম্মতঃ যুদ্ধে জয়লাভ অপেক্ষা দ্যূতক্রীড়া কদাচ প্রশংসনীয় নহে। আর্য্য লোকেরা মুখে ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার ও কপটাচার প্রদর্শন করেন না। অকপট যুদ্ধই সৎপুরুষের লক্ষণ। শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণের উপকার সাধনার্থ যত্ন করাই আমাদিগের ধন। অতএব দ্যূতক্রীড়া হইতে বিরত হও, হে শকুনে! আমি শঠতা করিয়া সুখ ও ধনপ্রাপ্তির ইচ্ছা করি না। ধূর্ত্ত ব্যক্তি প্রকাশে সদাচারপরতন্ত্র হইলেও তাহার চরিত্র কদাচ পূজিত ও প্রশংসিত হয় না। শকুনি কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধূর্ত্ততাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের নিকট গমন করিয়া থাকেন, বিদ্বান্ মূর্খের নিকট গমন করিয়া থাকেন, সুশিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিতকে অক্ষ দ্বারা পরাজয় করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ স্থলে শঠতা দোষাবহ নহে। বলবীর্য্যসম্পন্ন অস্ত্রধারী, দুর্ব্বল নিরস্ত্র ব্যক্তিকে ধূর্ত্ততা দ্বারা প্রহার করিয়া থাকে, সুতরাং এস্থলে ঐরূপ ধূর্ত্ততা ধূর্ত্ততাই নহে। পার্থ! যদি তুমি আমাকে নিতান্তই ধূর্ত্ত বলিয়া স্থির করিয়াছ, যদি দ্যূতক্রীড়ায় একান্তই ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে দ্যূত হইতে বিরত হও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দ্যূতে আহূত হইলে নিবৃত্ত হইব না, এই আমার নিত্যব্রত, দ্যূতক্রীড়ায় অদৃষ্টই বলবান্, আমিও সেই অদৃষ্টের বশীভূত, অতএব বল, এই লোকসমবায়মধ্যে কাহার সহিত ক্রীড়া করিব। আর এস্থলে অন্য সভিক কে আছে? যদি থাকে তবে ক্রীড়া আরম্ভ কর। এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন, হে বিশাম্পতে! আমি সমুদায় ধন ও রত্ন প্রদান করিব, আমার মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হইয়া ক্রীড়া করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বিদ্বন্! এক জনের প্রতিনিধি হইয়া অন্যের ক্রীড়া আমার মতে নিতান্ত অসঙ্গত; যাহা হউক ক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক।

বৈশম্পায়ন, কহিলেন, দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে সমস্ত রাজগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করিয়া সভা প্রবেশ করিল। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর অনতিপ্রসন্ন মনে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। সিংহগ্রীব মহাতেজা বেদবেত্তা শূর ভাস্বরমূর্ত্তি ভূপতিগণের মধ্যে কতকগুলি যুগলরূপে আর কতগুলি পৃথক্ পৃথক্ রূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে সেই সভা অমরাধিষ্ঠিত অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সুরূদ্যূত আরম্ভ হইল।

যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি মহামূল্য সাগরাবর্ত্তসম্ভূত কাঞ্চনখচিত এই মণিময় হার পণ করিলাম; তুমি যাহা দ্বারা ক্রীড়া করিবে, সে প্রতিপণের বস্তু কৈ?

দুর্য্যোধন কহিলেন, আমার বহুতর মণি ও অন্যান্য ধন আছে, কিন্তু তন্নিমিত্ত

অহঙ্কার করি না ; সে যাহা হউক, এক্ষণে দ্যূতে জয় লাভ কর। তদনন্তর অক্ষতত্ত্ববিৎ শকুনি অক্ষ গ্রহণ করিয়া আমিত এই জিতিলাম বলিয়া অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে! তুমি কেবল ক্রীড়া দ্বারা আমার নিকট জয় প্রাপ্ত হইলে! আইস, পরস্পর পণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছি ; আমার এক লক্ষ অষ্টসহস্র সুবর্ণপূরিত কুণ্ডী, অক্ষয় কোষ ও রাশীকৃত হিরণ্য আছে ; তাহাই আমার পণ রহিল।

শকুনি আমিত এই জিতিলাম বলিয়া অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে রথ ইহাঁদিগকে বহন করিয়াছে এবং কুমদের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট রাষ্ট্রসম্মত অষ্ট অশ্ব যাহা বহন করে, সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, সুচক্রশোভিত, কিঙ্কিনীজালজড়িত, মেঘসাগরনিঃস্বন, জয়শীল, সহস্র রাজরথ আমার পণ রহিল।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার শত সহস্র তরুণী দাসী আছে, তাহারা নানাপ্রকার সুবর্ণালঙ্কারে ও অপূর্ব্ব মাল্য দামে বিভূষিত, নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি কলায় সুশিক্ষিত, সেবাকুশল ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ; হে রাজন্! আমি এই বার সেই সকল দাসীরূপ ধন পণ করিলাম।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার সহস্র দাস আছে; তাহারা প্রাজ্ঞ, মেধাবী, দান্ত, যুবা এবং দিবারাত্রি অতিথি ভোজন করাইতে সমর্থ; হে রাজন্! এই বার আমার সেই দাসরূপ ধন পণ হইল।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র সৌবলেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! আমার সহস্র মত্ত মাতঙ্গ আছে, তাহারা অতীব দান্ত, দীর্ঘকায়, রাজবহনোচিত, রণপরিচিত ও সুবর্ণালঙ্কৃত, তাহাদিগের মস্তক কুসুম মালায় সুশোভিত, দন্ত সুদীর্ঘ, বর্ণ নবীনমেঘের সদৃশ এবং সকলেই পুর ভেদ করিতে পারগ। হে রাজন্! আমি এই বার সেই সকল গজরূপ ধন পণ করিলাম।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার যে সমস্ত হেমদণ্ডপতাকা-শোভিত বিনীত অশ্বসংযোজিত যোধোপবিষ্ট বিচিত্র রথ ও রথী আছে, সেই সকল রথীরা যুদ্ধ করুক বা নাই করুক, প্রত্যেকে মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, হে রাজন্! এই বার আমার সেই ধন পণ রহিল।

যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে কুতবৈর দুরাত্মা শকুনি এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র সুবলনন্দনেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে যে সকল উৎকৃষ্ট ঘোটক প্রদান করিয়াছিলেন, এই বার সেই সকল আমার পণস্বরূপ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার নানাপ্রকার বাহনসংযুক্ত অযুত শকট ও রথ রহিয়াছে এবং মহাবল পরাক্রান্ত বিপুলবক্ষা ষষ্টি-

সহস্র বীর পুরুষ রহিয়াছে, হে রাজন! আমি তৎ সমুদায় পণ রাখিলাম।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! তাম্রপাত্র ও লৌহপাত্রপরিবৃত চারি শত নিধি এবং পঞ্চদ্রৌণিক সুবর্ণ আছে, এবার তাহাই আমার পণ হইল।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র শকুনিরই জয় হইল।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সর্ব্বস্বাপহারিণী দ্যূতক্রীড়া এইরূপ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইলে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী বিদুর কহিলেন; মহারাজ! যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধ সেবনে মহতী অপ্রবৃত্তি জন্মে, তদ্রূপ মদীয় উপদেশবাক্যে আপনকার অভিরুচি হইবে না; তথাপি যাহা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে যে পাপাত্মা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গোমায়ুর ন্যায় বিকৃত স্বরে রোদন করিয়াছিল, সেই ভরতকুলান্তক দুর্য্যোধন তোমাদিগের বিনাশের নিদানভূত, সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধনরূপী গোমায়ু গৃহে বাস করিতেছে, তুমি মোহবশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। হে মহারাজ! সুরাপ ব্যক্তি সুরা পান করিয়া যে পতিত হয়, সে কি তাহা জানিতে পারে? যেমন আকণ্ঠ মদ্য পান করিলে মত্ততাপ্রযুক্ত হয়ত জলে মগ্ন হয়, নতুবা কোন স্থানে নিপতিত হইয়া থাকে। সেইরূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্যূতমদে মত্ত হইয়াছে, মহারথ পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রুতা করিয়া অচিরাৎ তাহার যে পতন হইবে, সে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। হে প্রাজ্ঞ! আমার বিদিত আছে, ভোজবংশীয় এক জন রাজা পুরোবাসিগণের হিতার্থে স্বীয় দুর্জ্জাত পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অন্ধক, যাদব ও ভোজ ইহাঁরা মিলিত হইয়া কংসকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদিগের নিয়োগক্রমে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংস নিহত হইলে সেই সকল জ্ঞাতিবর্গ পরমাহ্লাদে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তুমিও অর্জ্জুনকে নিয়োগ কর, তিনি পাপাত্মা দুর্য্যোধনের নিগ্রহ করিলে কৌরবেরা পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিবেন। কাকশৃগালতুল্য দুর্য্যোধনের পরিবর্ত্তে ময়ূরশার্দ্দূলসদৃশ পাণ্ডবদিগকে ক্রয় করুন। মহারাজ! আপনি শোকার্ণবে নিমগ্ন হইবেন না। শাস্ত্রে কথিত আছে, কুল রক্ষার্থে এক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রাম রক্ষার্থে কুল পরিত্যাগ করিবে, জনপদ রক্ষার্থে গ্রাম পরিত্যাগ করিবে এবং আত্মরক্ষার্থে পৃথিবী পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশত্রুভয়ঙ্কর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, জম্ভনামক দৈত্যের পরিত্যাগকালে অসুরদিগকে কহিয়াছিলেন, কোন অরণ্যে কতকগুলি পক্ষী বাস করিত, তাহারা হিরণ্য নিষ্ঠীবন করিত, একদা সেই সমস্ত পক্ষিগণ নিজ নিজ নীড়ে বাস করিতেছে, ইত্যবসরে এক রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন, তিনি সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে লোভাকৃষ্ট হইয়া এককালে হিরণ্যরাশি পাইবার মানসে নিরপরাধী পক্ষিগণের প্রাণ সংহার করিলেন। এইরূপ দুরাশাগ্রস্ত হওয়াতে কেবল তৎকালে হতাশ্বাস হইলেন, এমত নহে, ভবিষ্যৎ লাভেরও সম্ভাবনা থাকিল না; অতএব তুমি বলবতী অর্থস্পৃহানিবন্ধন পাণ্ডবদিগের অনিষ্টচেষ্টা করিও না, তাহা হইলে সেই মোহান্ধ পক্ষিহন্তার ন্যায় তোমাকেও অনুতাপ করিতে হইবে। হে ভারত! মালাকর যেমন উদ্যানস্থিত পুষ্পবৃক্ষে বারি সেচনপূর্ব্বক কুসুম চয়ন করে, তদ্রূপ তুমিও পাণ্ডবপাদপে স্নেহসলিল সেচন করিলে

সুজাত পুষ্প পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে পারিবে, অতএব অঙ্গারকারীর বৃক্ষদাহের ন্যায় সমূলে দগ্ধ করিবেন না।

পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিলে ভৃত্য, অমাত্য ও পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শমনসদনে গমন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কারণ পাণ্ডবেরা একত্র সমবেত হইলে দেবতাপরিবৃত সাক্ষাৎ ত্রিদশাধিপতিও তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন না।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, দ্যূতক্রীড়া কলহের মূল; দ্যূত হইতে পরস্পরের প্রণয়চ্ছেদ হয়; দ্যূতই মহৎভয়ের হেতু। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন ভয়ঙ্কর শত্রুতা উৎপাদন করিতেছে। দুর্য্যোধনের অপরাধে প্রাতিপেয়, শান্তনব, ভীমসেন ও বাহ্লিক ইহাঁরা সকলেই ক্লেশ প্রাপ্ত হইবেন। যেমন বৃষভ মত্ত হইয়া আপনার বিষাণ দ্বারা আপনাকে রুগ্ন করে, সেইরূপ দুর্য্যোধন মত্ততাপ্রযুক্ত রাষ্ট্র হইতে আপনার কল্যাণ সুদূরপরাহত করিতেছে। যেমন বালনাবিকচালিত নৌকা সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ যেব্যক্তি পরের চিত্তানুবর্ত্তী হইয়া চলে, সে অচির কালমধ্যে ব্যসনাপন্ন হয়। পণপূর্ব্বক ক্রীড়ায় দুর্য্যোধনের জয়লাভ হইতেছে বলিয়া আপনি প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু অতিপরিহাসেই সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। আপনি কেবল কথাতেই প্রতিকূলতাচরণ করিতেছেন, কিন্তু মন্ত্রণামূলক সমাধি আপনার অন্তঃকরণে নিহত রহিয়াছে। ফলতঃ পরম বন্ধু যুধিষ্ঠিরের সহিত কলহ করা আপনার অভিপ্রেত, তাহার সন্দেহ নাই। হে প্রাতিপেয়! হে শান্তনব! তোমরা কৌরবগণের পরিহাস বাক্য শ্রবণ কর, কিন্তু মোহবশতঃ প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইও না। যখন অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির অক্ষমদাভিভূত হইয়া ক্রোধ পরিহার করিতেছেন না, তখন ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপনাদের এই তুমুল ব্যাপারে মধ্যস্থ হইবেন? হে মহারাজ! আপনি বহুধনের অধীশ্বর হইয়াও মনে মনে দুরোদর বাসনা করিয়াছেন। যদ্যপি বহুধনসম্পন্ন পাণ্ডবগণকে জয় করেন, তাহা হইলেইবা তাঁহাদের ধন লইয়া আপনাদের কি হইবে, বরং এক্ষণে পাণ্ডবগণকে লাভ করুন। সৌবলের অক্ষক্রীড়া অবগত আছি; সৌবল দ্যূত ক্রীড়ায় বিলক্ষণ কপটতা জানেন; অতএব উনি এক্ষণে স্বস্থানে গমন করুন; মহাবীর পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধঘটনা করিবেন না।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! তুমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের নিন্দা ও তদীয় শত্রুগণের গুণকীর্ত্তন করিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক। তুমি যাহাদিগের প্রতি অনুরক্ত, তাহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি। তুমি আমাদিগকে বালকের ন্যায় সর্ব্বদা অবমাননা করিয়া থাক। লোকের নিন্দা ও প্রশংসার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহার মনোগত বিরুদ্ধ অভিপ্রায় অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। তোমার জিহ্বাই তোমার মনের প্রতিকূল ভাব প্রকাশ করিতেছে। তুমি আমাদের পক্ষে ক্রোড়স্থিত ব্যালের ন্যায় হইয়াছ ও মার্জ্জারের ন্যায় প্রতিপালকের অহিত চিন্তা করিতেছ। লোকে কি ভর্ত্তৃহন্তা ব্যক্তিকে পাপী বলে না? হে বিদুর! তবে তুমি কিনিমিত্ত সেই পাপে ভয় করিতেছ না? আমরা শত্রুগণকে জয় করিয়া মহৎ ফল লাভ করিয়াছি। তুমি আমাদিগকে পরুষ বাক্য কহিও না। তুমি সতত আমাদের শত্রুগণের সহিত আত্মীয়তা করিতে বাসনা কর এবং মোহবশতঃ আমাদিগের নিন্দা করিয়া থাক। লোকে অযোগ্য বাক্যপ্রয়োগ দ্বারাই অন্যের শত্রু হইয়া উঠে। দেখ, শত্রুর নিকট নিগূঢ় বিষয় গোপন করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য

অতএব হে নির্লজ্জ! তুমি আমাদের আশ্রিত হইয়াও কি করিয়া উক্ত বিষয়ের বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি ইচ্ছানুসারে তিরস্কার কর, কিন্তু আর তুমি আমাদিগকে অবমাননা করিও না; আমরা তোমার মন বুঝিয়াছি, তুমি বৃদ্ধগণের সমীপে বুদ্ধি গ্রহণ কর; যশোরক্ষা কর এবং শত্রুকার্য্যে আর ব্যাপৃত থাকিও না। হে বিদুর! তুমি, আমি কর্ত্তা এই মনে করিয়া আমাদের অবমাননা করিও না ও আমাদিগকে পরুষোক্তি করিও না। আমি তোমার নিকট আপনার হিত জিজ্ঞাসা করি না; হে ক্ষত্তঃ! তুমি ক্ষমাশীলগণকে হিংসা করিও না। এক জনই এই জগতের শাস্তা; দ্বিতীয় ব্যক্তি শাস্তা নাই। সেই শাস্তা মাতৃগর্ভে শয়ান শিশুকেও শাসন করেন। জল যেমন নিম্ন প্রদেশে ধাবমান হয়, তদ্রূপ আমি সেই শাস্তার শাসনানুসারে কার্য্য করিয়া থাকি। যিনি মস্তক দ্বারা শৈল ভেদ করেন, যিনি সর্পকে ভোজন করান, তাঁহার বুদ্ধিই কার্য্যানুশাসন করে। আর যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অন্যকে অনুশাসন করে, সে অমিত্র। পণ্ডিত ব্যক্তি মিত্রতাবিরুদ্ধাচারীকে উপেক্ষা করেন। যে ব্যক্তি প্রদীপ্ত হুতাশন উত্তেজিত করিয়াও পলায়ন না করে; তাহার সর্ব্বনাশ হয়। হে ক্ষত্তঃ! শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিকে বিশেষতঃ অহিতকারী মনুষ্যকে স্বীয় আবাসে রাখিবে না। অতএব হে বিদুর! তোমার যথা ইচ্ছা হয় গমন কর, দেখ, অসতী স্ত্রীকে উত্তমরূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করে।

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! এই প্রকার অত্যল্পমাত্র কারণবশতঃ যে ব্যক্তি মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে, তাহার সখ্য কখন চিরস্থায়ী হয় না। রাজাদিগের চিত্ত অতি অল্পেই বিকৃত হইয়া যায়; ইহারা অগ্রে সান্ত্বনা করিয়া পশ্চাৎ মুষল দ্বারা প্রহার করে। হে মন্দমতি রাজপুত্র! তুমি আপনাকে বিজ্ঞ ও আমাকে অনভিজ্ঞ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি অগ্রে এক জনের সহিত বন্ধুতা করিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রতি দোষারোপ করে, সেই নিতান্ত অবিজ্ঞ। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি শ্রোত্রিয়গৃহে স্থিত ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ন্যায় কখনই মঙ্গলকর হয় না। যেমন কুমারী স্ত্রী ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ পতিকে তাচ্ছল্য করে, তদ্রূপ তুমি আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিতেছ। হে রাজন্! যদি তুমি সমুদায় হিতাহিত কার্য্যে প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা কর, তবে স্ত্রী, জড় ও পঙ্গুপ্রভৃতি ব্যক্তিগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর। এই ভূমণ্ডলে প্রিয়ভাষী পাপাত্মা মনুষ্য অনেক আছে, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা নিতান্ত দুর্লভ। যে ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি প্রিয় বা অপ্রিয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া হিতকর অপ্রিয় বাক্য কহে, সেই যথার্থ সহায়। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি অব্যাধিজ, কটুজ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, যশোনাশক, পরুষ, সাধুগণের অশ্রাব্য ও অসাধুগণের শ্রবণসুখজনক বাক্য শ্রবণ কর; আর ক্রোধ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবল ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের ধন ও যশ বৃদ্ধি করিবার বাঞ্ছায় তোমাকে সদুপদেশ দিয়াছিলাম; এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; তোমাকে নমস্কার; ব্রাহ্মণগণ আমার মঙ্গল করুন। হে কুরুনন্দন! পণ্ডিত ব্যক্তি নেত্রবিষ বিষধরকে ক্রোধান্বিত করেন না, আমি সেই অভিপ্রায়েই তোমাকে উপদেশ দিতেছিলাম।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

শকুনি কহিল, হে যুধিষ্ঠির! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণের অনেক ধন নষ্ট করিলে, এক্ষণে যদি আর কিছু অপরাজিত ধন থাকে, তবে বল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলনন্দন! আমি জানি, আমার অসংখ্য ধন

আছে, তুমি কিনিমিত্ত আমাকে ধনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি অযুত, প্রযুত, পদ্ম, খর্ব্ব, অর্ব্বুদ, শঙ্খ, মহাপদ্ম, নিখর্ব্ব, কোটি, মধ্য ও পরার্দ্ধসংখ্যক ধন দ্বারা এই সমস্ত জনসমক্ষে তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলনন্দন! বহুসংখ্যক গো, অশ্ব, ধেনু, ছাগ, মেষ এবং সিন্ধুনদীর পূর্ব্বে আমার যে সমুদয় ধন আছে, এবার আমার সেই সমস্ত পণ রহিল।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে সুবলাত্মজেরই জয়লাভ হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে! পুর, জনপদ, ভূমি, ব্রাহ্মণধন ব্যতীত অন্যান্য ধনসমুদায় ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য পুরুষগণ, এই সমস্ত আমার অবশিষ্ট আছে; এবার আমি সেই সমস্ত পণ রাখিলাম।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! এই রাজপুত্রগণ যে সমস্ত কুণ্ডল, নিষ্কপ্রভৃতি রাজভূষণে বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন, এবার আমার সেই সমুদায় অলঙ্কার পণস্বরূপ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া অক্ষ বিক্ষেপ করিলে শকুনিরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলাত্মজ! এই-শ্যামকলেবর, যুবা, লোহিতনেত্র, সিংহস্কন্ধ, মহাভুজ নকুলকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।

শকুনি কহিল, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই তোমার প্রিয়, রাজপুত্র, নকুল আমাদের বশীভূত হইল, এক্ষণে আর কি পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিবে? এই বলিয়া শকুনি অক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র সৌবলেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে! এই সহদেব ধর্ম্মানুশাসন করেন; ইনি লোকে পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত; ইনি আমার নিতান্ত প্রিয় ও পণের অযোগ্য হইলেও ইহাঁকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিল এবং কহিল, এই তোমার পরম প্রিয় মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে জিতিলাম; বোধ হয়, ভীম ও ধনঞ্জয় মাদ্রীনন্দনদ্বয় অপেক্ষাও প্রিয়তর; উহাদিগকে কখনই পণ রাখিতে পারিবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রে নয়ানভিজ্ঞ মূঢ়! আমরা সাতিশয় সরল স্বভাবসম্পন্ন; তুমি আমাদিগের পরস্পর ভেদ করিয়া দিবার অভিলাষ করিয়া নিতান্ত অধর্ম্মাচরণ করিতেছ।

শকুনি কহিল, হে রাজন্! প্রমত্ত ব্যক্তি গর্ত্তমধ্যে বা স্থাণুর উপরে নিপতিত হয়। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি পাণ্ডবগণের জ্যেষ্ঠ এবং বরিষ্ঠ; তোমাকে নমস্কার। হে মহারাজ! দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিগণ ক্রীড়া করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় যে সকল প্রলাপ করে, তৎসমুদায় জাগরণাবস্থায় দূরে থাকুক, উহারা স্বপ্নেও কখন দেখে নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে! যিনি নৌকার ন্যায় আমাদিগকে সমরসাগর পার করেন, সেই অরাতিনিপাতন ভুবনৈকবীর রাজপুত্র ধনঞ্জয় পণের অযোগ্য হইলেও তাঁহাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিল এবং কহিল, হে রাজন্! এই

আমি পাণ্ডবগণের মধ্যে প্রধান ধনুর্দ্ধর সব্যসাচী অর্জ্জুনকে জয় করিলাম, এক্ষণে তোমার পরম প্রেমাস্পদ ভীমসেন অবশিষ্ট আছে, তাহাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলনন্দন! যিনি দানবারি পুরন্দরের ন্যায় সংগ্রামে আমাদিগের নেতা, যাঁহার তুল্য বলবান এই ভূমণ্ডলে নাই, সেই গদাযুদ্ধবিশারদ, রাজপুত্র মহাত্মা ভীমসেন পণের অযোগ্য হইলেও তাঁহাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিল এবং কহিল, হে কৌন্তেয়! তুমি বহুবিধ ধন, হস্তী ও অশ্বসমুদায় এবং অনুজগণকে দ্যূতোদরমুখে সমর্পণ করিয়াছ, এক্ষণে যদি অন্য কিছু ধন থাকে, তবে বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে! আমি ভ্রাতৃগণের শ্রেষ্ঠ ও দয়িত; আমি আপনাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করিল এবং কহিল, তুমি স্বয়ং জিত হইয়া যৎপরোনাস্তি পাপাচরণ করিলে; অন্যান্য ধন অবশিষ্ট থাকিতে আত্মাকে পণিত করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম। দুরাত্মা শকুনি এইরূপে কপট পাশক্রীড়ায় মহাবীর যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গকে পরাজয় করিল। ঐ দুরাত্মা উহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে কহিল, হে রাজন্! তোমার প্রণয়িনী দ্রৌপদীত এখনও পরাজিত হয়েন নাই, অতএব তুমি তাঁহাকে পণ রাখিয়া আপনাকে মুক্ত কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলনন্দন! যিনি নাতিহ্রস্বা, নাতিদীর্ঘা, নাতিকৃশা, নাতিস্থূলা। যাঁহার রূপ লক্ষ্মীর ন্যায়; কেশকলাপ দীর্ঘ, নীল ও আকুঞ্চিত; নেত্রযুগল শরৎকালীন পদ্মপত্রের ন্যায়; গাত্রে পদ্মগন্ধ; হস্তে সর্ব্বদা শারদ পদ্ম শোভা পায়; যিনি অনৃশংসতা, সুরূপতা, সুশীলতা, অনুকূলতা, প্রিয়বাদিতা ও ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধির হেতুভূততাপ্রভৃতি ভর্ত্তার অভিলষিত গুণসমুদায়ে বিভূষিতা; যিনি গোপাল ও মেষপালগণের নিয়মানুসারে শেষে নিদ্রিত ও অগ্রে জাগরিত হয়েন; যাঁহার সস্বেদ মুখপঙ্কজ মল্লিকার ন্যায়; মধ্যদেশ বেদীর ন্যায়; সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সভাসদ্ বৃদ্ধগণ তাঁহাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। সভা একবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভূপতিগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপপ্রভৃতি মহাত্মাদিগের কলেবর হইতে ঘর্ম্মবারি নির্গত হইতে লাগিল। বিদুর মস্তক ধারণপূর্ব্বক পন্নগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত গতসত্ত্বের ন্যায় অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া জয় হইল কি? জয় হইল কি? এই কথা বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ও দুঃশাসনাদির হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না। অন্যান্য সভ্যগণ অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা শকুনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! তুমি শীঘ্র গিয়া পাণ্ডবগণের প্রাণ প্রিয়প্রণয়িনী দ্রৌপদীকে আনয়ন কর। অপুণ্যশীলা কৃষ্ণা এখানে আসিয়া দাসীগণ সমভিব্যাহারে আমাদিগের গৃহ মার্জ্জন করুক।

বিদুর কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি আপ-

নাকে পাশবদ্ধ ও পতনোন্মুখ না জানিয়াই এইরূপ দুর্ব্বাক্য কহিতেছ। তুমি মৃগ হইয়া অনুক্ষণ ব্যাঘ্রগণকে কোপিত করিতেছ। রে মন্দাত্মন্! ক্রুদ্ধ কাল ভুজঙ্গগণ তোমার মস্তকোপরি রহিয়াছে, তুমি উহাদিগকে পুনরায় কোপিত করিয়া যমালয় গমনের কার্য্য করিও না। দেখ, কৃষ্ণা কখনই দাসী হইবার উপযুক্তা নহেন, আমার মতে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার অনধিকারী হইয়া তাঁহাকে পণে ন্যস্ত করিয়াছেন। বংশ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত ফল ধারণ করে, তদ্রূপ এই মদমত্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় সমূলে নির্ম্মূল হইবার নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়া করিয়া মহৎ বৈর ও মহাভয় উৎপাদন করিতেছে। অন্যের মর্ম্মপীড়া দিবে না; কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য কহিবে না; সমাগত ব্যক্তির সহিত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে না; এবং যে কথা কহিলে অন্যে বিরক্ত হয়, এবম্ভূত বাক্য প্রয়োগ করিবে না। দুর্ব্বাক্য লোকের মুখ হইতে বিনির্গত হয়, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ বাক্য উচ্চারিত হয়, উহা তাহার মর্ম্মস্পৃক্ হইয়া অহোরাত্র তাহাকে যন্ত্রণা দেয়; পণ্ডিতগণ অন্যকে লক্ষ্য করিয়া কদাপি সেরূপ বাক্য উচ্চারণ করেন না। হে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন! কাপুরুষেরাই শত্রুর শস্ত্রাঘাত সহ্য করে, অতএব তোমরা এই নীতিবাক্যের অনুসরণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিও না; তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদিগকে শমনসদনে গমন করিতে হইবে। হে দুর্য্যোধন! তুমি যেরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছ; পাণ্ডবগণ কি বনেচর, কি গৃহবাসী, কি কৃতবিদ্য, কি তপস্বী, কাহাকেও ঐরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করেন না। অতি নীচ লোকেরাই ঐ প্রকার কুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। ধৃতরাষ্ট্রতনয় ঘোরতর নরকের দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। দুঃশাসনপ্রভৃতি কুরুবংশীয়গণ দ্যূতক্রীড়ায় দুর্য্যোধনের অনুগামী হইয়াছে। বরং অলাবু জলে মগ্ন হইতে পারে, প্রস্তর প্লাবিত হইতে পারে এবং নৌকা নিমগ্ন হইতে পারে, কিন্তু মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ কদাচ আমার সদুপদেশে কর্ণপাত করিবে না। দুর্য্যোধন লোভপরতন্ত্র হইয়া সুহৃজ্জনের সদুপদেশ শ্রবণ করিতেছে না অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কুরুবংশীয়গণ অচিরাৎ সমূলে উন্মূলিত হইবে।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মদমত্ত দুর্য্যোধন বিদুরকে ধিক্, এই কথা বলিয়া সভাস্থ প্রাতিকামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে প্রাতিকামিন! তুমি শীঘ্র যাইয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, পাণ্ডবগণ হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, বিদুর ভীত হইয়াই আমাকে ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ কথা কহিলেন, বিশেষতঃ উনি আমাদের উন্নতি অভিলাষ করেন না।

সূত প্রাতিকামী দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে শীঘ্র গমন করত কুক্কুর যেমন সিংহযূথে প্রবেশ করে, তদ্রূপ পাণ্ডবগণের ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, হে দ্রুপদনন্দিনি! যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হইয়া তোমাকে পণ রাখিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তোমাকে জয় করিয়াছেন; অতএব হে যাজ্ঞসেনি! তোমাকে ধৃতরাষ্ট্রভবনে গমন করিয়া কর্ম্মকরার ন্যায় কর্ম্ম করিতে হইবে; আমি তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। দ্রৌপদী কহিলেন, হে প্রাতিকামিন্! তুমি কেন এরূপ প্রলাপবাক্য কহিতেছ; কোন্ রাজপুত্র পত্নী পণ করিয়া ক্রীড়া করে? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, রাজা দ্যূতমদে মত্ত হইয়াছেন; তাঁহার কি অন্য কোন পণ রাখিবার দ্রব্য ছিল না? প্রাতিকামী কহিল, হে দ্রৌপদি! মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত ধন পরাজিত হইয়া অগ্রে ভ্রাতৃগণকে তৎপরে

আপনাকে এবং তৎপশ্চাৎ তোমাকে দুরোদরমুখে সমর্পণ করিয়াছেন। দ্রৌপদী কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমনপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও; ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।

প্রাতিকামী কৃষ্ণার বচনানুসারে সভায় গমনপূর্ব্বক ভূপতিমণ্ডলমধ্যে সমুপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর বাক্য কহিতে লাগিল, হে ধর্ম্মরাজ! দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "আপনি কাহার অধীশ্বর হইয়া তাঁহাকে দ্যূতে সমর্পণ করিয়াছেন, আর অগ্রে আপনাকে, কি তাঁহাকে দুরোদরমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন?" ধর্ম্মনন্দন প্রাতিকামির মুখে দ্রৌপদীর এই বাক্য শ্রবণানন্তর অস্পন্দের ন্যায় ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে প্রাতিকামিন্! পাঞ্চালী এই স্থানে আসিয়া তাহার যাহা প্রশ্ন থাকে করুক, সভাস্থ সমুদায় জনগণ তাহার ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করুন।

সূত প্রাতিকামী দুর্য্যোধনের বচনানুসারে পুনর্ব্বার পাণ্ডবগণের ভবনে গমনপূর্ব্বক দুঃখার্ত্তের ন্যায় দ্রৌপদীকে কহিল, হে রাজপুত্রি! সভ্যগণ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, বোধ হয়, এই বার কুরুকুল সমূলে উন্মূলিত হইল। পাপাত্মা দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তোমাকে তথায় লইয়া যাইবার মানস করিয়াছে। দ্রৌপদী কহিলেন, হে সূতনন্দন! বিধাতাই এরূপ বিধান করিয়াছেন। পৃথিবীতলে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিব। রক্ষ্যমাণ ধর্ম্ম অবশ্যই আমাদিগের শান্তি বিধান করিবেন। আমি প্রার্থনা করি, ধর্ম্ম যেন কৌরবগণের প্রতি বিমুখ না হন। হে সূতনন্দন! তুমি সভ্যগণসমীপে যাইয়া ধর্ম্মতঃ আমার কি করা কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসা কর; সেই নয়শালী বরিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মাগণ যাহা কহিবেন; আমি নিশ্চয় তাহাই করিব।

প্রাতিকামী যাজ্ঞসেনীর সেই বচন শ্রবণানন্তর সভায় গমন করিয়া সভ্যগণসমীপে তাঁহার বাক্য কহিল। সভ্যগণ শ্রবণ করিয়া অধোমুখে রহিলেন, দুর্য্যোধনের আগ্রহাতিশয় বুঝিয়া কেহই কিছু কহিলেন না। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিয়া দ্রৌপদীর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; এবং কহিয়া দিলেন যে, একবস্ত্রা, অধোনীবী, রজস্বলা পাঞ্চালী রোদন করিতে করিতে শ্বশুরের সমীপে সমুপস্থিত হউন। দূত ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে সত্বরে কৃষ্ণার ভবনে গমন করত যুধিষ্ঠিরের বাক্য নিবেদন করিল। মহাত্মা পাণ্ডবগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের বিষণ্ণ বদন নিরীক্ষণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রাতিকামীকে কহিল, হে প্রাতিকামিন্! তুমি এই স্থানে দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, কৌরবগণ তাহার সমক্ষে তাহার প্রশ্নের উত্তর করুন। প্রাতিকামী দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী; কিন্তু দ্রৌপদীর ভয়ে ভীত হইয়া মান পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কৃষ্ণাকে কি বলিব। তখন দুর্য্যোধন প্রাতিকামীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দুঃশাসন! এই সূতপুত্র প্রাতিকামী নিতান্ত অল্পচেতাঃ; এ বৃকোদরকে ভয় করে; তুমি স্বয়ং গিয়া যাজ্ঞসেনীকে আনয়ন কর; অবশ শত্রুগণ তোমার কি করিতে পারিবে?

দুরাত্মা দুঃশাসন দুর্য্যোধনের বাক্য

শ্রবণমাত্র আরক্ত নয়নে ত্বরায় গমন করিয়া মহারথ পাণ্ডবগণের নিকেতনে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে কহিল, হে পাঞ্চালি! তুমি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছ; আমার সহিত আগমন করিয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে অবলোকন কর। হে কমলনয়নে! তুমি কুরুদিগকে ভজনা কর; আমরা তোমাকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছি; সভায় আগমন কর। দ্রৌপদী দুরাত্মা দুঃশাসনের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত ও ভীত হইয়া বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীগণের সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করত বেগে তাঁহার সমীপে গমন করিয়া বলপূর্ব্বক কেশ গ্রহণ করিল। আহা! যে কুন্তলকলাপ ইতিপূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞের অবভৃথস্নানসময়ে মন্ত্রপূত জল দ্বারা সিক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় পাণ্ডবগণকে পরাভব করত সেই চিকুরচয় বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। দুর্ম্মতি দুঃশাসন সনাথা কৃষ্ণাকে অনাথার ন্যায় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভাসমীপে আনয়ন করিল। দীর্ঘকেশী দ্রৌপদী বাতবেগান্দোলিত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে হইতে অতিবিনীত বচনে কহিলেন, হে দুঃশাসন! আমি রজস্বলা হইয়াছি; একমাত্র বসন ধারণ করিয়াছি; এ অবস্থায় আমাকে সভায় লইয়া যাওয়া উচিত নহে। দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া দৃঢ়রূপে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক কহিল, হে যাজ্ঞসেনি! তুমি রজস্বলাই হও, একাম্বরাই হও, বা বিবস্ত্রাই হও; দ্যূতে নির্জ্জিত হইয়া আমাদের দাসী হইয়াছ, এক্ষণে অপস্ত্রীর ন্যায় দাসীগণমধ্যে বাস করিতেই হইবে। দ্রৌপদী এইরূপ কটু বাক্যে অতীব পীড়িতা হইয়া আত্মত্রাণের নিমিত্ত হা কৃষ্ণ! হা অর্জ্জুন! হা হরে! হা নর! বলিয়া চীৎকার করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তখন দুঃশাসনের দারুণ আকর্ষণে প্রকীর্ণকেশা ও পতিতার্দ্ধবসনা দ্রুপদনন্দিনী এককালে লজ্জা ও ক্রোধে অভিভূতা হইয়া কহিতে লাগিলেন; রে দুরাত্মন্! এই সভামধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ ক্রিয়াবান ইন্দ্রতুল্য আমার গুরুজনগণ উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাদের সম্মুখে আমার এরূপ অবস্থায় থাকা নিতান্ত অনুচিত। রে নৃশংসকারিন্! তুই আমাকে বিবস্ত্রা করিস্ না; যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন সজ্জননিষেবিত ধর্ম্মপথই অবলম্বন করিয়া আছেন। আমি স্বামীর বাক্যে গুণ পরিত্যগপূর্ব্বক কদাচ দোষারোপ করিতে বাঞ্ছা করি না। রে দুরাত্মন! আমি রজস্বলা; তুই কুরুবংশীয় বীরপুরুষগণসমক্ষে আমাকে কর্ষণ করিতেছিস্; ইহাঁরা কেহই তোর নিন্দা করিতেছেন না, বোধ হয়, উহাঁদিগেরও ইহাতে অনুমোদন আছে। হায়! ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্। ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যেহেতু সভাস্থ সমস্ত কুরুগণ স্বচক্ষে কুরুধর্ম্মের ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিতেছেন। বুঝিলাম, দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র সত্ত্ব নাই; প্রধান প্রধান কুরুবংশীয় বৃদ্ধগণও দুর্য্যোধনের এই অধর্ম্মানুষ্ঠান অনায়াসে উপেক্ষা করিতেছেন।

দ্রৌপদী করুণ স্বরে এইরূপ কহিতে কহিতে ক্রোধকম্পিত-কলেবর ভর্ত্তৃগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহাদিগের কোপানল উদ্দীপন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ লজ্জা ও ক্রোধে সঞ্চালিত কৃষ্ণার কটাক্ষপাতে যাদৃশ দুঃখিত হইলেন; সমুদায় রাজ্য, ধন ও বিবিধ বহুমূল্য রত্নজাত বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের তাদৃশ ক্ষোভ হয় নাই। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে দীনভাবাপন্ন স্বীয় পতিগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া

বেগে আকর্ষণপূর্ব্বক বিসংজ্ঞপ্রায় করিল এবং দাসী দাসী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। কর্ণ সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাহার বাক্যে অনুমোদন করিতে লাগিলেন; গান্ধাররাজ শকুনি তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কেবল অন্যান্য সভ্যগণ সভামধ্যে কৃষ্ণাকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

তখন ভীষ্ম দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুভগে! এদিকে পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখিতে পারে না; ওদিকে স্ত্রী স্বামীর অধীন, এই উভয় পক্ষই তুল্যবল বোধ হওয়াতে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর বিবেচনায় অসমর্থ হইতেছি। দেখ, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সমুদায় পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু ধর্ম্ম হইতে এক পদও বিচলিত হইতে পারেন না; বিশেষতঃ তিনি আপনার মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে আমি পরাজিত হইয়াছি; তন্নিমিত্ত আমি তোমার প্রশ্নের যাথার্থ্য বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় অদ্বিতীয়; যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে অভিলাষী; বিশেষতঃ তিনি আপনি তোমার এই অবমাননা উপেক্ষা করিতেছেন; তন্নিমিত্ত আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি না।

দ্রৌপদী কহিলেন, দুরাত্মা দ্যূতপ্রিয় অনার্য্যগণ মহারাজ ধর্ম্মনন্দনকে আহ্বান করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় অনুরোধ করিয়াছিল, তবে তিনি কিরূপে স্বয়ং দ্যূতাভিলাষী হইলেন? কুরুপাণ্ডবাগ্রগণ্য মহারাজ যুধিষ্ঠির দুরাত্মাদিগের কপটতা বুঝিতে না পারিয়াই তাহাদিগের সহিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন; মূঢ়গণ সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছে; উনি পশ্চাৎ উহাদের কপটতা বুঝিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, এই সভামধ্যে অনেক কুরুবংশীয়গণ রহিয়াছেন, তাঁহারা পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণের প্রভু; এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন।

পাঞ্চালরাজতনয়া এইরূপ কহিতে কহিতে করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন; দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহাকে নিতান্ত অপ্রিয় পরুষ বাক্য কহিতে লাগিল। বৃকোদর রজস্বলা পতিতোত্তরীয়া আকৃষ্যমানা দ্রুপদতনয়ার সেইরূপ অনুচিত অপমান দর্শন করিয়া ক্রমে যুধিষ্ঠিরের প্রতি সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন।

ষটষষ্টিতম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! দ্যূতপ্রিয় ব্যক্তিরা স্বগৃহস্থিত বেশ্যাগণকেও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে না; তাহারা তাহাদের প্রতিও কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। দেখ, কাশীশ্বর ও অন্যান্য ভূপালগণ যে সমুদায় ধন, উত্তমোত্তম দ্রব্যজাত ও রত্নসমূহ উপহার দিয়াছিলেন তৎসমুদায়, রাজ্য, বাহন, কবচ ও আয়ুধসকল এবং তোমাকে ও আমাদিগকে শত্রুগণ দ্যূতে পরাজয় করিয়াছে। কিন্তু তুমি আমাদের সকলের অধীশ্বর বলিয়া আমি তাহাতেও ক্রোধ করি নাই। এক্ষণে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করা আমার মতে তোমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। দেখ, দুরাত্মা ক্ষুদ্রাশয় কৌরবগণ কেবল তোমার দোষেই পাণ্ডবপ্রণয়িনী বালা দ্রৌপদীকে ক্লেশ দিতেছে। আমি এই নিমিত্ত তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছি; অদ্য তোমার বাহুদ্বয় ভস্মসাৎ করিব; সহদেব! ত্বরায় অগ্নি আনয়ন কর।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীমসেন! তুমি পূর্ব্বে কদাপি ঈদৃশ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ কর নাই; স্পষ্টই বোধ হইতেছে, শত্রুগণ তোমার ধর্ম্মগৌরব বিনষ্ট করিয়াছে। হে বৃকোদর! শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও না; ধর্ম্মাচরণ কর; ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে

অপমান করিও না। দেখ, মহারাজ শত্রুগণ কর্ত্তৃক দ্যূতে আহূত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তাহাদের অভিলাষানুরূপ ক্রীড়া করিয়াছেন; ইহা আমাদের মহান যশস্কর। ভীমসেন কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই এতাবৎকাল উহাঁর বাহুদ্বয় ভস্ম করি নাই।

ধৃতরাষ্ট্রনন্দন বিকর্ণ পাণ্ডবগণকে দুঃখিত এবং দ্রুপদনন্দিনীকে কাতরা দেখিয়া সভাসীন ভূপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পার্থিবগণ! যাজ্ঞসেনী যাহা কহিয়াছেন, তোমরা সকলে তাহার বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া বল, যথার্থ বিচার না করিলে আমাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও মহামতি বিদুর, ইহাঁরা আসিয়া এ বিষয়ে কিছু বলুন। সকলের আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপ, ইহাঁরা কোন কথা কহিতেছেন না কেন? আর যে সকল ভূপাল চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন, তাঁহারাও কাম ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক যথামতি বলুন। দ্রৌপদী পুনঃ পুনঃ যাহা কহিয়াছেন, তাহার কোন পক্ষ কাহার অভিপ্রেত বিবেচনা করিয়া বল। এইরূপে মহাত্মা বিকর্ণ যখন দেখিলেন যে, তিনি সভাসদবর্গকে যাহার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিলেন, তাহাতে কোন ব্যক্তিই সাধু কি অসাধু কিছুই কহিলেন না; তখন তিনি হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে মহীপালেরা বলুন, আর নাই বলুন; আমি যাহা ন্যায্য বলিয়া জানি, তাহা অবশ্যই কহিব। মহাপুরুষেরা কহিয়া থাকেন যে, রাজাদিগের ব্যসন চতুর্ব্বিধ; প্রথম মৃগয়া, দ্বিতীয় সুরাপান, তৃতীয় দ্যূতক্রীড়া, চতুর্থ অভব্য বিষয়ে অত্যনুরাগ; মনুষ্যেরা এই সকল বিষয়ে অনুরক্ত হইলে ধর্ম্ম হইতে দূরীভূত হয়েন; লোকে তাদৃশ ব্যাসক্ত পুরুষের কার্য্য অপ্রামাণিক বলিয়া জানেন। কিতবাহূত যুধিষ্ঠির ব্যাসক্ত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন; বিশেষতঃ এই অনিন্দিত রমণী পাণ্ডবগণের সাধারণী ভার্য্যা, অধিকন্তু যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার পূর্ব্বে স্বয়ং পরাজিত হইয়া উহাতে স্বত্ববর্জ্জিত হইয়াছেন; এদিকে শকুনি পণার্থী হইয়া কৃষ্ণার নামোল্লেখ করিতেছেন; এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সভ্যগণ এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সঙ্কুল রবে বিকর্ণের প্রশংসা ও শকুনির নিন্দা করিতে লাগিল।

সেই তুমুল নিনাদ কিছু পরে নিস্তব্ধ হইলে রাধেয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বিকর্ণের বাহু গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিল হে বিকর্ণ! এই সভায় বহুবিধ বিকৃতি দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ সকল যাহা হইতে জন্মিতেছে, তাহাকেই বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই সকল ভূপালেরা দ্রৌপদীর প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়াও যে কিছু কহিতেছেন না, তাহার কারণ এই যে, ইহারা পাঞ্চালীকে ধর্ম্মতঃ জয়লব্ধ বলিয়াই জানেন। তুমিই কেবল বালস্বভাবসুলভ অসহিষ্ণুতায় অধৈর্য্য হইয়া সভামধ্যে স্থবিরোচিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তুমি দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ, ধর্ম্মবিষয়ে যথাবৎ অভিজ্ঞ হও নাই, তজ্জন্যই জয়লব্ধ দ্রৌপদীকে অজিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ। যখন যুধিষ্ঠির সভামধ্যে সর্ব্বস্ব পণ করিলেন, আর দ্রৌপদী সেই সর্ব্বস্বের অন্তর্গত, তখন তুমি এই কৃষ্ণা জয়লব্ধ নহে কি প্রকারে জানিলে? পাণ্ডবদিগের অনুজ্ঞাক্রমেই দ্রৌপদীর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে, কি নিমিত্তে দ্রৌপদী তোমার মতে অজয়লব্ধা হইতেছে? অথবা একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করা হইয়াছে, ইহাই কি অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ? এক্ষণে

তাহার কারণও শ্রবণ কর, দেবতারা স্ত্রীলোকদিগের একমাত্র ভর্ত্তাই বিধান করিয়াছেন, দৌপদী সেই বিধি অতিক্রম করিয়া অনেক ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে; তখন ইনি বারস্ত্রী, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং বেশ্যাকে সভামধ্যে আনয়ন বা বিবসন করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণের যাহা কিছু আছে, শকুনি সে সমুদায়ই ধর্ম্মতঃ জয় করিয়াছে; অতএব হে দুঃশাসন! বিকর্ণ অতিবালক, তুমিই পাণ্ডবগণের ও দ্রৌপদীর সমুদায় গ্রহণ কর। কর্ণের কথা শ্রবণমাত্র পাণ্ডবগণ আপনাদিগের উত্তরীয় বস্ত্রগুলি প্রদান করিয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

তদনন্তর দুঃশাসন সভামধ্যে বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে দ্রৌপদী এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হে গোবিন্দ! হে দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ! হে গোপীজনবল্লভ! কৌরবগণ, আমাকে অভিভূত করিতেছে, আপনি কি তাহার কিছুই জানিতেছেন না! হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশন! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর। হা জনার্দ্দন! হা কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! বিশ্বাত্মন্! বিশ্বভাবন! আমি কুরুমধ্যে অবসন্ন হইতেছি, হে গোবিন্দ! এই বিপন্ন জনকে পরিত্রাণ কর। সেই দুঃখিনী ভামিনী এই রূপে ভুবনেশ্বর কৃষ্ণের স্মরণ করিয়া অবগুণ্ঠিতমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। করুণাময় কেশব যাজ্ঞসেনীর করুণ বাক্য শ্রবণে শয্যাসন এবং প্রাণপ্রিয়তমা কমলাকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাত্মা ধর্ম্ম অন্তরিত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবসনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার বস্ত্র যত আকর্ষণ করে ততই অনেক প্রকার বস্ত্র প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! ধর্ম্মপ্রভাবে নানারাগবিরাগ-রঞ্জিত বসনসকল ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলরব আরম্ভ হইল। মহীপালগণ দুঃশাসনকে ভৎসনা করত দ্রুপদনন্দিনীর প্রশংসা করিতে লাগিল।

ভীমসেন রাজগণমধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় ক্রোধভরে বিস্ফুরিত হইতে লাগিল, তিনি করে কর নিষ্পেষণপূর্ব্বক শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, হে লোকবাসী ক্ষত্রিয়গণ! আমার কথা শ্রবণ কর, কেহ কখন এরূপ কহে নাই এবং কহিতেও পারিবে না, যদ্যপি আমি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক এই ভারতাধম পাপাত্মা দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুধির পান না করি, তাহা হইলে আমি যেন পূর্ব্ব পুরুষগণের গতি প্রাপ্ত না হই। সেই সকল রাজারা ভীমসেনের এবম্প্রকার ভীম বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃশাসনের কুৎসা করত তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

যখন দুঃশাসন বসনরাশি আকর্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিল না, তখন লজ্জিত হইয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইল। সভ্যগণ ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ কৌন্তেয়দিগকে অবলোকন করিয়া কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না, সজ্জনগণ ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করত পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর উৎক্ষিপ্ত বাহু দ্বারা সভাসদ্গণকে নিবারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সভ্যগণ! দ্রুপদনন্দিনী যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া অনাথার ন্যায় পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছেন, আপনারা তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন না, ইহাতে ধর্ম্মকে পীড়ন করা হইতেছে। আর্ত্ত ব্যক্তি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সভাতে আগমন করে, সভ্যগণের উচিত যে, সত্য এবং ধর্ম্ম দ্বারা

তাঁহাকে প্রশমিত করেন। আর্য্য ব্যক্তি সত্য দ্বারা ধর্ম্মপ্রশ্নের মীমাংসা করেন; অতএব কামক্রোধাবেগ-বিবর্জ্জিত হইয়া দ্রৌপদীকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। বিকর্ণ আপন প্রজ্ঞানুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদিগের ঐ প্রশ্নের যথাবিহিত মীমাংসা করা উচিত। বিচারসমাজে উপস্থিত থাকিয়া যে ধর্ম্মদর্শী সভ্য বিচার্য্য বিষয়ে কিছুই না কহেন, তিনি মিথ্যা কথনের অর্দ্ধেক ফল প্রাপ্ত হন। আর যিনি মিথ্যা সিদ্ধান্ত কহেন, তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যার ফল ভোগ করেন, সন্দেহ নাই। এই স্থলে পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরা প্রহ্লাদ এবং আঙ্গিরস মুনির সংবাদাত্মক পুরাতন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপে উপনীত করিয়া থাকেন, এক্ষণে আপনারা সেই ইতিহাস শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে দৈত্যাধিরাজ প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন একটি কন্যার নিমিত্ত অঙ্গিরা মুনির পুত্র সুধন্বার প্রতি উপদ্রব করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর আমি জ্যেষ্ঠ আমি জ্যেষ্ঠ বলিয়া কন্যা লাভস্পৃহায় প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়া মহারাজ প্রহ্লাদের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, আপনি এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিন, মিথ্যা কহিবেন না। প্রহ্লাদ সেই বিবাদে ভীত হইয়া সুধন্বার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সুধন্বা রোষবশে প্রজ্বলিত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় হইয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন। রে প্রহ্লাদ! যদি তুই মিথ্যা বলিস্, অথবা প্রকৃত বিষয় গোপনে রাখিস্, তাহা হইলে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তোর মস্তক শতধা বিদীর্ণ করিবেন। সুধন্বা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রহ্লাদ ব্যথিত মনে কশ্যপসন্নিধানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ! আপনি দৈব ও আসুর ধর্ম্মের মর্ম্মার্থ সকলই অবগত আছেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। যিনি প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান না করেন, অথবা জানিয়াও মিথ্যা বলেন, পরজন্মে কোন্ কোন্ লোক তাঁহার ভোগ্য হইয়া থাকে, বলুন; এবিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সংশয় জন্মিয়াছে। কশ্যপ কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও কাম ক্রোধ ও ভয়প্রযুক্ত প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর না দেয় এবং যে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহারা সহস্রসংখ্যক বারুণ পাশ দ্বারা সংযত হয়। প্রতিসম্বৎসরে তাহাদিগের এক একটিমাত্র পাশ বিমুক্ত হইয়া থাকে, অতএব হে প্রহ্লাদ! সত্য জানিয়া সত্যই বলিবে।

ধর্ম্ম অধর্ম্ম দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে ধর্ম্মের কোন হানি হয় না, কিন্তু যে সমস্ত সভ্য তথায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগকেই অধর্ম্ম স্পর্শে। যাঁহারা নিন্দিত ব্যক্তিকে নিন্দা না করেন, সেই অনিন্দাবাদিমধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে অধর্ম্মের অর্দ্ধাংশ, কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে চতুর্থাংশ এবং সদস্যদিগকে চতুর্থাংশ প্রদান করিয়া থাকে। যথায় নিন্দার্হ ব্যক্তির নিন্দাবাদ হইয়া থাকে, সেই স্থলে শ্রেষ্ঠ ও সদস্যগণ পাপশূন্য হয়েন কিন্তু যিনি কর্ত্তা তাঁহারই পাপস্পর্শ হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে যাঁহারা মিথ্যা ধর্ম্ম কহেন, তাঁহাদিগের পর ও অবর একোনপঞ্চাশত্তম ইষ্ট ও পূর্ত্তনামক কর্ম্ম নষ্ট হইয়া থাকে। হৃতসর্ব্বস্ব ও হতপুত্রের যে দুঃখ, স্বার্থভ্রষ্ট ও ঋণীর যে দুঃখ, পতিহীন স্ত্রী ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির যে দুঃখ, অপুত্রা ও ব্যাত্রী কর্ত্তৃক আহত ব্যক্তির যে দুঃখ, সপত্নীসত্তে স্ত্রীলোকের এবং কপট সাক্ষী কর্ত্তৃক ছলিত ব্যক্তির যে দুঃখ, ত্রিদশাধিপতিরা এই সকল দুঃখকে সমান বলিয়া পরিগণিত করেন। হে প্রহ্লাদ! যে ব্যক্তি মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহারও ঐ সমস্ত দুঃখ ঘটিয়া থাকে। সমক্ষে দর্শন শ্রবণ ও ধারণা দ্বারা লোকে

সাক্ষী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, অতএব সত্য কহিলে সাক্ষী ধর্ম্মার্থবিহীন হয় না।

প্রহ্লাদ কশ্যপের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরোচনকে কহিলেন, বৎস! সুধন্বা তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ, অঙ্গিরা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ, সুধন্বার মাতা তোমার মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অতএব এই সুধন্বাই তোমার প্রাণের অধীশ্বর হইবেন। সুধন্বা কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! পুত্রস্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন ধর্ম্মস্থাপনে যত্ন করিতেছ অতএব আশীর্ব্বাদ করি তোমার পুত্র একশত বৎসর জীবিত থাকিবে।

এইরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া বিদুর কহিলেন, এক্ষণে সভ্যেরা এই পরম ধর্ম্মোপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণা যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার কিরূপ সদুত্তর প্রদান করিবেন, বিবেচনা করুন। বিদুরের বাক্য কর্ণগোচর করিয়া সভাস্থ সমস্ত পার্থিবেরা কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না, এই অবসরে কর্ণ দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দুঃশাসন! এক্ষণে দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া যাও। কর্ণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র দুঃশাসন বেপমানা সলজ্জা অনাথা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, রে দুষ্প্রজ্ঞ দুষ্ট দুঃশাসন! তুই ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, আমি যে প্রশ্ন করিয়াছি, সর্ব্বাগ্রেই তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু এখনও তাহার যথার্থ উত্তর পাইলাম না। এই মহাবল বলপূর্ব্বক আমাকে আকর্ষণ করায় আমি একান্ত বিহ্বলা হইয়াছি এবং কৌরবসভায় কুরুদিগকে নানাপ্রকারে অপ্রিয় কহিতেছি, পূর্ব্বে এই সকল অপ্রিয় বাক্য একবারও মুখে আনি নাই, কিন্তু এক্ষণে আর আমার অপরাধ কি?

তখন দুঃখে নিতান্ত কাতরা দ্রৌপদী সভামধ্যে নিপতিতা হইয়া এই প্রকারে আর্ত্ত স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হায়! আমি স্বয়ম্বরকালে রঙ্গমধ্যে সমাগত ভূপালগণের নেত্রপথে একবার নিপতিত হইয়াছিলাম, ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা আর আমাকে দেখেন নাই, এক্ষণে আমি তাঁহাদেরই সম্মুখে সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। যাহাকে পূর্ব্বে গৃহমধ্যে বায়ু ও আদিত্যপর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই, এক্ষণে তাহাকে সভামধ্যে সর্ব্ব জনসমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল! যে পাণ্ডবেরা পূর্ব্বে গৃহমধ্যে আমাকে বায়ু স্পর্শ করিলে সহ্য করিতে পারিতেন না, অদ্য সেই পাণ্ডবেরাই এই দুরাত্মা দুঃশাসন আমাকে স্পর্শ করিতেছে, তাহা অনায়াসেই সহ্য করিয়া আছেন। সেই কৌরববর্গই স্নুষাকে ক্লেশে ক্লিশ্যমানা দেখিয়া অনায়াসে সহ্য করিতেছেন, সুতরাং এক্ষণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কালক্রমে সকলই ঘটিয়া থাকে। আমি স্ত্রীলোক ও সতী, আমার ইহা অপেক্ষা আর কি কষ্ট আছে। শুনিয়াছি ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোককে সভামধ্যে আনয়ন করিতে নাই, কিন্তু এই অভাগিনী সভাপ্রবেশ করিয়াছে, এক্ষণে ক্ষিতিপালদিগের সেই সনাতন ধর্ম্ম কোথায় রহিল। যখন পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী পার্ষতের ভগিনী কৃষ্ণের প্রিয়সখী দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়াছে, তখন কৌরবদিগের পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাগত নিত্যধর্ম্ম নষ্ট হইল। আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সবর্ণা ভার্য্যা, আমাকে দাসীই বল বা নাই বল, উভয় পক্ষেই সম্মত আছি। এই ক্ষুদ্রাশয় কৌরবদিগের কুলকলঙ্ক দুত দুঃশাসন বলপূর্ব্বক আমাকে আকর্ষণ করিয়া ক্লেশ দিতেছে, আমি আর সহ্য করিতে পারি না। হে ভূপালগণ! আমাকে জিতা বা অজিতাই বোধ করুন,

আমি যে প্রশ্ন করিয়াছি তাহার প্রত্যুত্তর দেন, তৎপরে যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কল্যাণি! ধর্ম্মের গতি অতিসূক্ষ্ম, বিজ্ঞেরাও তাহা সম্যক্ নিরূপণ করিতে পারেন না। বলবান্ লোক ধর্ম্মানুসারে চলিয়া থাকেন কিন্তু সেই ধর্ম্ম অভিভূত হইয়া অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিতেছে। কার্য্যের সূক্ষ্মত্ব, গহনত্ব ও গৌরবত্বপ্রযুক্ত এক্ষণে তোমার এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তপক্ষে কিছুই নির্ণয় হইতেছে না। কৌরবেরাও লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়াছে অতএব বোধ হয়, অচিরাৎই ইহাদিগের বংশলোপ হইবে। তুমি যে কুলের পরিগ্রহ, সেই কুলজাত লোকেরা অত্যন্ত দুঃখাভিহত হইলেও কদাপি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় না অতএব হে পাঞ্চালি! তুমি এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াও যে ধর্ম্মপথ নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা তোমার সমুচিতই হইয়াছে। এই সমস্ত ধর্ম্মবেত্তা বৃদ্ধ দ্রোণাদি গতাসুর ন্যায় আনত হইয়া শূন্য শরীরে অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নের যেরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাই প্রমাণ হইবে, তুমি জিতা বা অজিতা হইয়াছ, ইনিই তাহার সম্যক নিরূপণ করুন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভাস্থ সমস্ত রাজগণ ব্যাধভয়ভীত কুরঙ্গিনীর ন্যায় বাষ্পাকুললোচনা দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ে ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহারা মৌনভাবে রহিয়াছেন, দেখিয়া দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে কহিলেন, যাজ্ঞসেনি! এক্ষণে তুমি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে জিজ্ঞাসা কর, ইহাঁরা তোমার প্রশ্নের উত্তর করিবেন। তাঁহারা তোমার নিমিত্ত আর্য্য লোকমধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করুন এবং সেই ধর্ম্মরাজকে মিথ্যাবাদী করিয়া তোমাকে দাসিত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন। এই সমস্ত কৌরবেরা তোমার দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছেন, বিশেষতঃ তোমার স্বামীদিগের দুর্ভাগ্য দর্শন করিয়া ইহাঁরা কখনই যথার্থ কথা বলিতে পারিবেন না। সত্যসন্ধ মহাত্মা যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক, তিনি যাহা কহিবেন, অবিলম্বে তাহা প্রতিপালন করিবে। সভ্যেরা কুরুরাজের বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এদিকে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। কৌরবেরা ও কুরুপক্ষীয় অন্যান্য রাজগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ, ধর্ম্মজ্ঞ কি বলেন; এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁদিগেরই বা মত কি?

আর্ত্তনিনাদ নিরস্ত হইলে ভীমসেন ভুজোত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন, যদি এই উদারস্বভাব কুলপতি ধর্ম্মরাজ প্রভু না হইতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই ক্ষমা করিতাম না। যিনি আমাদিগের পুণ্য ও তপস্যার প্রভু এবং জীবনেরও ঈশ্বর, যদ্যপি তিনি আত্মাকে পরাজিত মনে করেন, তাহা হইলে আমরাও পরাজিত হইয়াছি, সন্দেহ কি? আমার প্রভুত্ব থাকিলে কি অদ্য পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়া দুরাত্মা জীবিত থাকিতে পারে? কি করি ধর্ম্মপাশে বদ্ধ রহিয়াছি, এই নিমিত্তই আমার ভুজবল সকলের প্রত্যক্ষ হইল না, নতুবা আমার ভুজান্তরে নিপতিত হইলে ইন্দ্রও মুক্ত হইতে পারেন না। যদ্যপি ধর্ম্মরাজ কটাক্ষে অনুমতি করেন, তাহা হইলে মৃগেন্দ্র যেমন ক্ষুদ্র প্রাণীগণের প্রাণ সংহার করে তদ্রূপ আমি অবলীলাক্রমে মুহূর্ত্তমধ্যে পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করিতে পারি। ভীমের ক্রোধানল উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাঁ-

হাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভীম! ক্ষান্ত হও তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তোমাতে সকলই সম্ভবে।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, হে ভদ্রে! এই সভামধ্যে ভীষ্ম, বিদুর ও দ্রোণাচার্য্য এই তিনজন সবল আছেন, ইহাঁরা স্বীয় স্বামীকে দুষ্ট বলিয়া থাকেন; স্ব স্ব ধন বৃদ্ধি করিতে বাঞ্ছা করেন, কিন্তু ব্যয় করেন না। আর দাস, পুত্র ও অস্বতন্ত্রা নারী এই তিনজন অধন। দাসের পত্নী ও তাঁহার সমুদায় ধন প্রভুর অধীন। এক্ষণে আমার অনুমতিক্রমে তুমি রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপরিবারের অনুগত হও; হে রাজপুত্রি! এখন ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণই তোমার প্রভু, পাণ্ডুনন্দনেরা নহেন। এক্ষণে যে ব্যক্তি তোমাকে দ্যূতে পরাজিত হইয়া দাসীত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ না করে, তুমি এমন এক জনকে পতিত্বে বরণ কর। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন, তুমিও দাসী হইয়াছ, আর ঐ পরাজিত পঞ্চ ভ্রাতা এক্ষণে তোমার পতি নহেন। যুধিষ্ঠির আপনার জন্মের আবশ্যকতা, পরাক্রম ও পৌরুষের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না; তিনি এই সভামধ্যে দ্রুপদাত্মজাকে দ্যূতমুখে সমর্পণ করিয়াছেন।

ক্রোধনস্বভাব ভীমসেন কর্ণের বাক্য শ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আমি সূতপুত্রের বাক্যে ক্রুদ্ধ হই নাই; যথার্থ আমরা দাসভাবাপন্ন হইয়াছি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি আপনি পাঞ্চালীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া না করিতেন, তাহা হইলে কি শত্রুগণ এরূপ পরুষোক্তি করিতে পারিত?

ভীমসেনের এই বাক্য শ্রবণানন্তর রাজা দুর্য্যোধন তুষ্ণীম্ভূত অচেতনপ্রায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নৃপতে! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার বশীভূত; এক্ষণে বল, দ্রৌপদী পরাজিত হইয়াছে কি না? ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজকে এইরূপ কহিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত বসন উত্তোলনপূর্ব্বক সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, বজ্রতুল্য দৃঢ় কদলীদণ্ড ও করিশুণ্ডের ন্যায় স্বীয় মধ্য উরু তাঁহাকে দেখাইলেন। কর্ণ হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাক্রোধন ভীমসেন তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া লোহিতবর্ণ লোচনদ্বয় উৎফালনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া রাজগণসমক্ষে কহিতে লাগিলেন, হে ভূপতিগণ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যদি আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে এই উরু ভগ্ন না করি, তাহা হইলে অন্তে আমার পিতৃলোকের সমান গতি হইবে না। অমর্ষী ভীমসেন এই কথা কহিতে কহিতে আরও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। দহ্যমান বৃক্ষকোটরের ন্যায় তাঁহার রোমকূপ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল।

তখন বিদুর কহিলেন, হে পার্থিবগণ! এই দেখ, ভীমসেন ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিলেন; নিশ্চয় বোধ হইতেছে; দৈবই ভরতবংশে এই মহতী অনীতি উৎপাদন করিয়াছেন। হে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ! তোমরা অন্যায় দ্যূতক্রীড়া করিয়াছ, যেহেতু সভামধ্যে স্ত্রী লইয়া বিবাদ করিতেছ। তোমাদের যোগক্ষেম স্পষ্টরূপে বিনষ্ট হইল; তোমরা সকলেই কুমন্ত্রণাপরতন্ত্র হইয়াছ। হে কৌরবগণ! সভামধ্যে অধর্ম্মানুষ্ঠান হইলে সমুদায় সভা দূষিত হয়; এক্ষণে আমার ধর্ম্ম্য বাক্য শ্রবণ কর। দেখ, যদ্যপি যুধিষ্ঠির আত্মপরাজয়ের পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেন,

তাহা হইলে উনি তাঁহার যথার্থ ঈশ্বর হইতেন। কিন্তু অনীশ্বরের নিকট বিজিত ধন আমার মতে স্বপ্ননির্জ্জিত ধনের ন্যায়; অতএব হে কৌরবগণ! তোমরা গান্ধাররাজের বাক্য শ্রবণে বিমূঢ় হইয়া ধর্ম্মচ্যুত হইও না।

দুর্য্যোধন বিদুরের বাক্যাবসানে দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের মতেই আমার মত; যদি তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর কহেন, তাহা হইলে তোমার দাসীত্ব মোচন হইবে। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বে আমাদের সকলের ঈশ্বর ছিলেন, এক্ষণে তিনি আমাদের প্রভু হইয়া কাহার নিকট আপনি পরাজিত হইয়াছেন, তাহা কুরুগণ জানেন।

তাঁহাদের এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে, এমত সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্রগৃহে গোমায়ু ও গর্দ্দভগণ চীৎকার করিতে লাগিল এবং ভয়ানক পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে শব্দ করিয়া উঠিল। তত্ত্ববিৎ বিদুর ও সুবলনন্দিনী গান্ধারী সেই শব্দ শ্রবণ করিলেন। বিদ্বান্ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য উহা শ্রবণ করিয়া স্বস্তি স্বস্তি কহিতে লাগিলেন। তত্ত্ববেত্তা বিদুর ও গান্ধারী ঐ ঘোরতর উৎপাত দর্শনে সাতিশয় ভীত ও কাতর হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অরে দুর্ব্বিনীত দুর্য্যোধন! তুই একবারে উৎসন্ন হইলি; যেহেতু কুরুকুলকামিনী বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সম্ভাষণ করিতেছিস। পরম প্রাজ্ঞ বান্ধবগণ, হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়, কেন না প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণ কর্ত্তৃক লালিত; উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন; উঁহারা পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, আমরা যে সকল অসা-

মান্য রূপবতী কামিনীগণের কথা শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের এতাদৃশ কর্ম্ম শ্রুতিগোচর হয় নাই। পাণ্ডব ও কৌরবগণ সকলেই সমধিক ক্রোধপরতন্ত্র হইয়াছিলেন; এক্ষণে দ্রৌপদী কুন্তীপুত্রগণের শান্তিস্বরূপ হইলেন। পাণ্ডবগণ দুস্তর জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইতেছিলেন, পাঞ্চালী তরণী হইয়া তাঁহাদিগকে পার প্রাপ্ত করিলেন।

অসহিষ্ণু ভীমসেন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুর্ম্মনায়মান হইয়া "হা! স্ত্রী পাণ্ডবগণের গতি হইল।" এই কহিয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয়! দেবল কহিয়াছেন যে, পুরুষ গতপ্রাণ, অপবিত্র এবং জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে অপত্য, কর্ম্ম ও বিদ্যা এই ত্রিতয় জ্যোতিঃ তাঁহার সাহায্য করে। এক্ষণে আমাদের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্ত্তৃক অভিমৃষ্ট হওয়াতে এই অভিমৃষ্টজ সন্তান কিপ্রকারে জ্যোতিঃস্থানীয় হইবে, অতএব আমাদের প্রথম জ্যোতিঃ বিনষ্ট হইল।

অর্জ্জুন কহিলেন, হীন ব্যক্তি পরুষ বাক্য বলুক আর নাই বলুক, উত্তম পুরুষেরা তাহা লইয়া জল্পনা করেন না; তাঁহারা কেবল সৎকার্য্যেরই স্মরণ করেন; কেহ বৈরাচরণ করিলেও তাঁহারা তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইতে দেন না।

ভীম অর্জ্জুনের বাক্যাবসানে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমাদিগের যে সকল শত্রু এখানে সমাগত হইয়াছে, তাহাদিগকে এই সভাতেই কিংবা এস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমূলে উন্মূলিত করিব। অথবা বিবাদ বা বাগ্বিতণ্ডায় আর প্রয়োজন কি; অদ্য এই সভাতেই সমুদায় শত্রুকে শমনের হস্তে সমর্পণ করি, আপনি এই পৃথিবী প্রশাসন করুন। ভীমসেন এই কথা কহিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত মৃগসমাজবিরাজিত মৃগরাজের ন্যায় মুহুর্ম্মুহুঃ ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, অক্লিষ্টকর্ম্মা পার্থ তাঁহাকে দর্শন করিয়া সান্ত্বনা করিলে, তিনি অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইয়া উঠিলেন, রোষবশে তাঁহার শ্রোত্রাদি দেহরন্ধ্র হইতে সধূমস্ফুলিঙ্গ ও শিখাসহিত হুতাশন বিনির্গত হইতে লাগিল, তাঁহার মুখমণ্ডল ভ্রুকুটীভয়ঙ্কর হইয়া যুগান্তকালীন কৃতান্তের ন্যায় রূপ ধারণ করিল।

যুধিষ্ঠির ভীমবাহু ভীমসেনকে নিবৃত্ত হও বলিয়া নিবারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে লাগিলেন।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! আমরা কি করিব অনুমতি করুন; আপনি আমাদের ঈশ্বর; আমরা চিরদিন আপনার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, অজাতশত্রো! তোমার কল্যাণ হউক, তোমরা গমন কর; আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, সমস্ত ধন লইয়া গমনপূর্ব্বক আপনার রাজ্য অনুশাসন কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি বুঝিয়াছ; বিনীত হইয়াছ; এবং বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাক; আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি; অতএব আমার শাসন যেন তোমার হৃদয়ঙ্গম হয়; আমার বাক্য তোমার কল্যাণকর হইবে, সন্দেহ নাই। যেখানে বুদ্ধি, সেই খানেই ক্ষমা, অতএব তুমি ক্ষমা অবলম্বন কর। সুদৃঢ় দারুতেই শস্ত্রপাত হইয়া থাকে, অন্য স্থান শস্ত্রপাতের লক্ষ্য নহে। যাঁহারা বৈরাচরণ জানেন না, দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণ দর্শন করেন এবং বিরোধে লিপ্ত নহেন, তাঁহারাই উত্তম পুরুষ। সাধুগণ বৈরাচরণ বিস্মরণপূর্ব্বক কেবল শত্রুকৃত সৎকার্য্যেরই স্মরণ করিয়া পরোপকারানুরোধে প্রতীকারপরাঙ্মুখ থাকেন। অধম পুরুষেরা বিবাদস্থলে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। কেহ পরুষ বাক্য না কহিলেও মধ্যম পুরুষেরা

কঠোর বাক্যে তাহার উত্তর প্রদান করে। ধৈর্য্যশালী উত্তম পুরুষেরা কথিত বা অকথিত সর্ব্বপ্রকার অহিত পরুষ বাক্য পরিত্যাগ করেন। সজ্জনগণ শত্রুকৃত সৎকার্য্যেরই স্মরণ করেন, বৈরাচরণ তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সদাশয় লোকেরা সকলের প্রিয়দর্শন হন এবং কাহারও অর্থ ও মর্য্যাদা অতিক্রম করেন না। তুমিও আর্য্যতাবশতঃ সেই প্রকার আচরণ করিয়াছ। হে তাত! দুর্য্যোধনের নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে করিও না, তুমি গুণগ্রাহিতাগুণে তোমার জননী গান্ধারী এবং আমার প্রতি দৃষ্টি পাত কর। এই দ্যূতক্রীড়া আমার উপেক্ষিত ছিল, কেবল মিত্রগণকে পরীক্ষা এবং পুত্রগণের বলাবল বুঝিবার নিমিত্ত ইহাতে অনুমোদন করিয়াছিলাম। হে রাজন্! তুমি যাহাদিগের শাসনকর্ত্তা এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ধীমান্ বিদুর মন্ত্রী, সেই কুরুগণ তোমার শোচনীয় নহে। তোমাতে ধর্ম্ম, ধনঞ্জয়ে ধৈর্য্য, বৃকোদরে পরাক্রম, নকুলে শুদ্ধতা এবং সহদেবে গুরুশুশ্রূষা বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে; অতএব হে বৎস! তোমার কল্যাণ হইবে, তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর, ভ্রাতৃগণের সহিত সৌভ্রাত্র এবং তোমার মন ধর্ম্মে অনুরক্ত হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ভরতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার অভিহিত হইয়া শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত মেঘসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

দ্যূত পর্ব্ব সমাপ্ত।

অনুদ্যূত পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ধনরত্নসমন্বিত পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া তৎপুত্র দুর্য্যোধনাদির মন কিরূপ হইল? বৈশম্পায়ন প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! দুঃশাসন ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাণ্ডবেরা অনুজ্ঞাত হইয়াছেন ইহা অবগত হইয়া অনতিবিলম্বে নিজ সহোদর সমন্ত্রী দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, হে মহারথ! আমরা অতীব ক্লেশে যে সমস্ত দ্রব্য সঞ্চয় করিয়াছি, বৃদ্ধ রাজা তৎসমুদায় নষ্ট করিতেছেন, অধিকাংশ শত্রুদিগেরও হস্তগত হইয়াছে, এক্ষণে ভাল মন্দ যাহা হয়, তোমরাই বিবেচনা কর।

এই কথা কর্ণগোচর করিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি পাণ্ডবদিগের উপর একান্ত অভিমানপরতন্ত্র হইয়া দ্রুতগমনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং বিনীত বাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! দেবপুরোহিত বৃহস্পতি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে হিতোপদেশ প্রদানকালে যে কথা কহিয়াছিলেন, বোধ হয় আপনি তাহা অবগত নহেন। হে শত্রুনিসূদন! সমস্ত উপায় দ্বারা শত্রু সংহার করা অতি কর্ত্তব্য। তাহারা যুদ্ধ ও বল প্রয়োগপূর্ব্বক আপনকার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে, অতএব যদি এক্ষণে আমরা পাণ্ডবলব্ধ ধনদান দ্বারা প্রীতি সম্পাদন করিয়া মহীপালগণকে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করি, তাহা হইলে আমাদিগের হানি কি? দেখুন, প্রাণ সংহারোদ্যত ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গদিগকে কণ্ঠ ও পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া কে পরিত্রাণ পাইতে পারে? পাণ্ডবেরা অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ ও রথারোহণপূর্ব্বক ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় আপনার বংশ নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। শুনিলাম, অর্জ্জুন তূণীর ও বর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক রণস্থলে গমন করিতেছে এবং গাণ্ডীব ধারণ করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। ভীম অবিলম্বে রথ যো-

জনা করিয়া গুর্ব্বী গদা উদ্যত করত যুদ্ধার্থ দ্রুতপদে নির্গত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব ইহাঁরা খড়্গ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছে। ইহারা সকলেই অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া হস্ত্যশ্ব সংহারপূর্ব্বক সৈন্য আক্রমণের নিমিত্ত নির্গত হইয়াছে। আমরা তাহাদিগের একবার অপকার করিয়াছি, আর তাহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবে না। দ্রৌপদীর পরাভবরূপ ক্লেশ কে সহ্য করিয়া থাকিবে? হে মহারাজ! আমরা বনবাস পণ রাখিয়া পুনরায় পাণ্ডবদিগের সহিত পাশক্রীড়া করিব। আপনার মঙ্গল হউক। এই বারেই আমরা পাণ্ডবদিগকে নিরুত্তর করিয়া রাখিব। তাহারা বা আমরাই হই, দ্যূতনির্জ্জিত হইলে বল্কলাজিন পরিধানপূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত বনপ্রবেশ করিব। এক বৎসর অজ্ঞাত ও দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত এই ত্রয়োদশ বৎসর তাহারা বা আমরাই হই, পরিজনগণ সমভিব্যাহারে অরণ্যে বাস করিব, অতএব আপনি দ্যূতে অনুমতি প্রদান করুন। পাণ্ডবদিগকে অক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া করিতে হইবে। ফলতঃ এক্ষণে দ্যূতক্রীড়াই আমাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য। শকুনি অক্ষবিদ্যায় বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, হে মহারাজ! আমরা মিত্র সংগ্রহ করিয়া পরম দুর্ল্লভ মহাবল বহুল বাহিনীগণকে সৎকার করত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা এয়োদশ বৎসর ব্রত সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা আপনকার ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! তুমি তবে অবিলম্বে পাণ্ডবদিগকে আনয়ন কর, তাহারা আসিয়া পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হউক। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, বিদুর, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ও বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু, ভূরিশ্রবাঃ, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও বিকর্ণপ্রভৃতি সভাস্থগণ ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্বত্র শান্তি-সঞ্চার হউক। তখন পুত্রবৎসল মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অর্থদর্শী সুহৃদ্বর্গকেও অনাদর করিয়া পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিতে অভিলাষ করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শোকনিমগ্না ধর্ম্মপরায়ণা গান্ধারী পুত্রস্নেহে ধতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন জন্ম গ্রহণ করিলে মহামতি বিদুর কহিয়াছিলেন, এই কুলপাংশুল শিশুকে অবিলম্বে সংহার কর, মঙ্গল হইবে। আর দুর্য্যোধন জাতমাত্র গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করিয়াছিল। দুর্য্যোধন আমাদিগের কুলান্তক। ফলতঃ এক্ষণে আপনি আত্মদোষে বিপদসাগরে নিমগ্ন হইবেন না, দুর্ব্বিনীত বালকের কথায় কদাচ অনুমোদন করিবেন না। এই ঘোরতর কুলক্ষয়কর বিষয়ে কেন হস্তার্পণ করিতেছেন। সেতু নিবদ্ধ হইলে স্বেচ্ছাক্রমে কে ভেদ করিয়া থাকে। নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নিও প্রজ্বলিত হইতে পারে, এক্ষণে অবিরোধী শান্তস্বভাব পাণ্ডবদিগকে কে কুপিত করিবে? হে মহারাজ! আপনকার অবিদিত কিছুই নাই, তথাচ আমি আপনাকে কিছু উপদেশ দিব। জ্ঞানশাস্ত্র নিতান্ত নির্ব্বোধের অন্তঃকরণে কদাচ শুভাশুভ ফল অঙ্কিত করিতে পারে না। বালস্বভাবে বৃদ্ধভাব অবলম্বন করা একান্ত অসঙ্গত। এক্ষণে আপনকার সন্তানেরা আপনারই আজ্ঞা পালন করিবে, ভগ্নমনাঃ হইয়া যেন তাহারা আপনাকে পরিত্যাগ না করে। এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে আপনি ঐকুলপাংশুল দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন। হে নরনাথ! আপনি পুত্রবৎসলতাবশতঃ তৎকালে বিদুরবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তা-

হারই কুলান্তক ফল উপস্থিত হইয়াছে। শান্তি, ধর্ম্ম ও মন্ত্রিবর্গের পরামর্শানুসারে আপনকার যেরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহা যেন অবিকৃত ভাবেই থাকে। অসমীক্ষকারিতা আপনকার নিতান্ত দোষাবহ। দেখুন, ক্রূর-হস্তে নিপতিতা হইলে, রাজলক্ষ্মী ক্ষণধ্বংসিনী হয়, কিন্তু সরলের রাজশ্রী পরপুরুষপরম্পরাগত পুত্রপৌত্র-গামিনী হইয়া থাকে।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মার্থদর্শিনী সহধর্ম্মিণী গান্ধারীর উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! যদি বংশনাশ হয়, তাহা নিবারণ করিতে পারিব না কিন্তু পুত্রেরা যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, তাহার অন্যথা না হউক, পাণ্ডবদিগের সহিত পুনরায় তাহাদিগকে দ্যূতারম্ভ করিতে হইবে।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দুর্য্যোধন ধীমান ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে পার্থ! এই সভামধ্যে বহুবিধ লোকের সমাগম হইয়াছে, এক্ষণে পিতা আদেশ করিতেছেন, আইস, অক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্যূতারম্ভ করি। তখন যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন, লোকে দৈববলে শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে, অতএব যদি পুনর্ব্বার ক্রীড়াই করিতে হয়, ভাল ভাগ্যে যাহা আছে, কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। আমি বৃদ্ধ রাজার নিদেশানুসারে দ্যূতে আহূত হইয়াছি, সুতরাং অক্ষদ্যূত ক্ষয়কর জানিয়াও এক্ষণে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতে পারি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! জীবের হেমময় কলেবর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ইহা জানিয়াও রঘুকুলতিলক রাজা রামচন্দ্র স্বর্ণমৃগলুব্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং লোকের বিপৎকাল আসন্ন হইলে প্রায়ই বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

অনন্তর যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং সৌবলের মায়াবল বিলক্ষণ জানিয়াও পুনর্ব্বার দ্যূতে আসক্ত হইলেন। তাঁহারা পুনরায় দ্যূতসভায় প্রবেশ করিলে তাঁহাদিগের সুহৃদ্বর্গ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহাঁরা বহুবিধ সুখ সম্ভোগে কালাতিপাত করিতেছিলেন, কিন্তু দুর্দ্দৈব সর্ব্বলোক সংহারার্থ ইহাঁদিগকে পীড়ন করিয়া দ্যূতে প্রবৃত্ত করিলেন। শকুনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! বৃদ্ধ রাজা আপনাদিগকে যে অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে এক মহাধন পণ অবধারিত হইয়াছে শ্রবণ করুন। আমরা আপনাদিগের নিকট দ্যূতে পরাজিত হইলে রুরুচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া এক বৎসর অজ্ঞাত বাস ও দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ প্রদেশে প্রবেশ করিব। আর আমরা জয়ী হইলে আপনাদিগকেও অজিন পরিধানপূর্ব্বক কৃষ্ণার সহিত এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে। হে মহারাজ! এই প্রকারে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে উভয় পক্ষের একতর পক্ষ পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অতএব আসুন, এক্ষণে এইরূপ পণ রাখিয়া অক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্যূতারম্ভ করি।

অনন্তর সভাস্থ সমস্ত সভ্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শশব্যস্ত চিত্তে হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বান্ধবগণ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাইতেছ, কিন্তু পরিণামে কি হইবে বোধ হয়, ইনি বুঝিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ বহুতর লোকপ্রবাদ শ্রবণ করিয়াও লজ্জা ও

ধর্ম্মভয়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুবংশীয়দিগের বিনাশকাল আসন্ন হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন যুধিষ্ঠির শকুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শকুনে! মত্তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ কোন্ রাজা দ্যূতে আহূত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে? আইস, এক্ষণে দ্যূতারম্ভ করি। শকুনি কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! হিরণ্য, গো, অশ্ব, ধেনু, অসীম মেষ, অজ, গজ, সমস্ত দাস দাসী ও কোষ, আমরা বনবাসার্থ এই সকল একটি পণ রাখিব। পরাজিত হইলে আপনাদিগকে বা আমাদিগকেই হউক, অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইবে। আসুন, এক্ষণে দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ স্থানে অবস্থান ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পণ রাখিয়া ক্রীড়ারম্ভ করি। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। শকুনি অক্ষ নিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার জয়লাভ হইল।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্যূতে পরাজিত হইয়া বনবাসে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং যথাক্রমে অজিন উত্তরীয় গ্রহণ করিলেন। এই অবসরে দুঃশাসন তাঁহাদিগকে অজিনসংবৃত, বনবাসার্থ দীক্ষিত ও রাজ্যভ্রষ্ট দেখিয়া কহিলেন, এক্ষণে একমাত্র দুর্য্যোধনেরই রাজ্য হইল, পাণ্ডবেরা পরাজিত হইয়া একান্ত দুরবস্থাপন্ন হইলেন। অদ্য পাণ্ডবেরা দীর্ঘকাল অনন্ত নরকে পাতিত, সুখচ্যুত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইল। যে পাণ্ডবেরা ধনমদে মত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে উপহাস করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই নির্জ্জিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বনপ্রবেশ করিতেছে। ইহাদিগের বিচিত্র বর্ম্ম ও অতিভাস্বর দিব্যাম্বর বলপূর্ব্বক উন্মোচিত কর এবং পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে রুরুচর্ম্ম পরিধান করাইয়া দেও। যাহারা ত্রিলোকমধ্যে সদৃশ ব্যক্তি নাই বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল, অদ্য তাহারাই বৈপরীত্যে আপনাদিগকে জ্ঞান করিতেছে। মহাপ্রাজ্ঞ যজ্ঞসেন পাণ্ডবদিগকে কন্যা দান করিয়া কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, কারণ তাহারা ক্লীব। হে দ্রৌপদি! তুমি নির্ধন অমর্য্যাদাভাজন অজিনোত্তরীয়-সম্পন্ন পাণ্ডবদিগকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া কি প্রীতি লাভ করিবে? এক্ষণে যাহাকে ইচ্ছা হয়, পতিত্বে বরণ কর। এই সমস্ত ধনধান্যসম্পন্ন ক্ষান্ত দান্ত কৌরব সভামধ্যে সমবেত আছেন, তুমি ইহাঁদিগের এক জনকে পতিত্বে বরণ কর, তাহা হইলে তোমাকে আর এইরূপ দুরদৃষ্টভাগিনী হইতে হইবে না। যাদৃশ ষণ্ডতিল ও চর্ম্মময় মৃগ নিষ্প্রয়োজন, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ হইয়াছে। ষণ্ডতিলের উপাসনার ন্যায় এক্ষণে পতিত পাণ্ডবদিগের উপাসনা করিলে তোমার সকল শ্রমই বিফল হইবে।

মহারাজ! এইরূপে সেই নৃশংস দুঃশাসন অশেষ পরুষ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে ভর্ৎসনা করিল। ভীমসেন তাহার নিতান্ত দুঃসহ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন! রে ক্রূর! পাপাচারপরায়ণ লোকে যে সকল কথা উচ্চারণ করিয়া থাকে, তুই সেই সমস্ত কথা প্রয়োগ করিতেছিস্, তুই রাজগণমধ্যে গান্ধারবিদ্যাপ্রভাবে আত্মশ্লাঘা করিলি, এক্ষণে তুই যাদৃশ বাক্যরূপ ছুরিকা দ্বারা আমাদিগের মর্ম্ম ভেদ করিতেছিস্, রণস্থলে আমিও এইরূপে তোর চর্ম্ম চ্ছেদ করিব। যাহারা ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তোর অনুবৃত্তি করিতেছে, তাহাদিগকেও সত্বর যমালয়ে গমন করিতে হইবে।

নির্লজ্জ দুঃশাসন অজিনধারী বিবাসিত

ভীমসেনকে গরু গরু বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে তাঁহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

ভীমসেন কহিলেন, রে নৃশংস দুঃশাসন! শঠতাপূর্ব্বক ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া পরুষ বাক্য প্রয়োগ বা আত্মশ্লাঘা করা কি উচিত? যদি সঙ্গ্রামে তোর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া শোণিত পান না করি, তবে কুন্তীপুত্র বৃকোদর যেন পুণ্যলোকে গমন না করে। আমি তোর সাক্ষাতে এই সত্য করিতেছি যে, অচির কালমধ্যে সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্র এবং কপটাচারী সমস্ত ধনুর্দ্ধরকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া শান্তি লাভ করিব।

পাণ্ডবগণ সভা হইতে বহির্গত হইতেছেন, পশ্চাদ্ভাগে নরাধম দুর্য্যোধন ভঙ্গী করিয়া সিংহগতি ভীমসেন ও অন্যান্য কৌন্তেয়গণের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। অভিমানী ভীমসেন আপনাকে অবমানিত দেখিয়াও ক্রোধাবেগ সংবরণপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইতে হইতে অর্দ্ধকায়া পরিবর্ত্তিত করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, রে মূঢ়! আমি তোমাদিগকে সবংশে নিহত করিয়াছি মনে করিয়া ইহার প্রত্যুত্তর দিতেছি, তুমি এসকল কার্য্য দ্বারা আমাদিগের কিছুমাত্র করিতে পারিবে না। আমি এই সভামধ্যে পুনরায় মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, যদি আমাদের যুদ্ধ ঘটনা হয়, তাহা হইলে দেবতারা ইহা অবশ্যই সফল করিবেন; আমি দুর্য্যোধনকে নিহত করিব এবং ধনঞ্জয় কর্ণকে, সহদেব অক্ষশঠ শকুনিকে বিনষ্ট করিবে। আর আমিই গদাযুদ্ধে এই পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে সংহার করিব, ইহার আপাদমস্তক ভূমিতলে অধিশায়িত করিব এবং সিংহের ন্যায় আমি এই উপহাসরসিক নিষ্ঠুর দুরাত্মা দুঃশাসনের রক্ত পান করিব।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীম! সাধু লোকের অধ্যবসায় বাক্য দ্বারা সম্যক অবগত হওয়া যায় না, ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে যাহা হইবে, উহারা তাহা দেখিতেই পাইবে। ভীমসেন কহিলেন, পৃথিবী, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি, এই দুষ্ট চতুষ্টয়ের শোণিত পান করিবেন। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীমসেন! তোমার নিয়োগানুসারে আমি হিংসাদ্বেষ-পরবশ, বক্তা ও আত্মশ্লাঘা-সম্পন্ন কর্ণকে রণস্থলে সংহার করিব। এক্ষণে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ভীমসেনের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত আমি শর দ্বারা কর্ণ ও কর্ণের অনুগত লোকদিগকে রণস্থলে সংহার করিব। যে সকল রাজারা বুদ্ধিমোহবশতঃ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে, আমি বাণ দ্বারা তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। যদি হিমাচল বিচলিত হয়, সূর্য্য নিষ্প্রভ হন, চন্দ্রের শৈত্যগুণ অপগত হয়, তথাচ আমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবার নহে। ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে দুর্য্যোধন আমাদিগকে সৎকার করিয়া যদি রাজ্য প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে সত্যই এই সমস্ত ঘটিবে।

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে মাদ্রীতনয় সহদেব সৌবলের বধ সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, রে সৌবল! তুই এই সকলকে অক্ষ বলিয়া বিবেচনা করিতেছিস্, ফলতঃ ইহা অক্ষ নহে, নিশিত বাণ, রণস্থলে তুই এই সমস্তকে বরণ করিয়াছিস্। ভীম তোকে ও তোর বন্ধুবান্ধবদিগকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কহিলেন, আমি সেই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। রে ক্রূর! যদি তুই ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে থাকিস্, তাহা হইলে আমি তোকে ও তোর বন্ধুবান্ধবদিগকে বলপূর্ব্বক হনন করিব।

অনন্তর সহদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া নকুল কহিল, যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়া-

প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, মুমূর্ষু-কালপ্রেরিত ঐ সকল দুর্বৃত্তদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অচির কালমধ্যে পৃথিবীকে ধার্ত্তরাষ্ট্রশূন্য করিব।

এইরূপে পাণ্ডবেরা বহুতর প্রতিজ্ঞা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে গমন করিল।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, এক্ষণে আমি সকল ভারত, বৃদ্ধ পিতামহ, রাজা সোমদত্ত, বাহ্লিক, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, সকল ধার্ত্তরাষ্ট্র, সঞ্জয় এবং অন্যান্য সভাসদ্‌গণের নিকট বিদায় লইয়া চলিলাম, পুনর্ব্বার আসিয়া আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব। তাঁহারা লজ্জাক্রমে ধীমান্ যুধিষ্ঠিরকে কিছুই বলিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে মনে তাঁহার শুভানুধ্যান করিতে লাগিলেন। বিদুর কহিলেন, আর্য্যা পৃথা রাজপুত্রী, তাঁহার বনগমন করা কোন ক্রমেই উচিত হয় না; বিশেষতঃ তিনি বৃদ্ধা, সুকুমারী এবং চিরকাল সুখে অতিবাহন করিয়াছেন; অতএব তিনি সৎকৃত হইয়া আমার আবাসে বাস করুন। হে পাণ্ডবগণ! তোমাদিগের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক। পাণ্ডবেরা যে আজ্ঞা বলিয়া নিবেদন করিলেন, মহাশয়! আপনি পিতৃতুল্য পিতৃব্য, আমরাও আপনার একান্ত বশম্বদ, আপনি যে বিষয়ের অনুমতি করিতেছেন, তাহা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, যেহেতু আপনি পরম গুরু। হে প্রাজ্ঞপ্রবীর! যদ্যপি আর কিছু কর্ত্তব্য থাকে, তাহাও আদেশ করুন। বিদুর কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! নিশ্চয় জানিবে, অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক কেহ জয় লাভ করিতে পারে না, প্রত্যুত পরাজয় হইলে যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ উপস্থিত হয়। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, ধনঞ্জয় যুদ্ধে জেতা, ভীমসেন অরিহন্তা, নকুল অর্থসংগ্রহী, সহদেব সংযমী, ধৌম্য ব্রহ্মবিৎ, ধর্ম্মার্থকুশলী দ্রৌপদী ধর্ম্মচারিণী। তোমরা সকলেই পরস্পরের প্রিয় ও প্রিয়দর্শন, সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, শত্রুবর্গ তোমাদিগের সৌহার্দ্দ বিচ্ছেদ করিতে পারে না, তোমরা সকলেরই স্পৃহনীয়। হে ভারত! তোমার সমাধি অশেষ ক্ষেমাস্পদীভূত, শত্রুসদৃশ শত্রুও ইহাকে উপহাস করিতে পারে না। তুমি পূর্ব্বে হিমাচলে মেরু সাবর্ণী কর্ত্তৃক অনুশিষ্ট হইয়াছ, বারণাবত নগরে মহর্ষি দ্বৈপায়নের নিকট শিক্ষিত হইয়াছ, ভৃগুতুঙ্গে রামের নিকট উপদিষ্ট হইয়াছ, দৃষদ্বতীতে মহাদেবের নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছ এবং কল্মাষী নদীতীরস্থিত মহর্ষি ভৃগুর শিষ্য হইয়াছ। দেবর্ষি নারদ তোমার সর্ব্ব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষক এবং ধৌম্য তোমার পুরোহিত। হে পাণ্ডব! যুদ্ধকালীন ঋষিপ্রশংসিত স্বীয় অসামান্য বুদ্ধিবৃত্তি পরিত্যাগ করিও না; তুমি বুদ্ধিতে পুরুরবাকে পরাজয় করিয়াছ, শক্তিতে রাজলোকদিগের পরাভব করিয়াছ, ধর্ম্মাচরণে ঋষিগণকে অতিক্রম করিয়াছ, সন্তোষে ইন্দ্রকে জিতিয়াছ, ক্রোধ সম্বরণে যমকে জয় করিয়াছ, বদান্যতায় কুবেরকে পরাজয় করিয়াছ, সংযমে বরুণকে হীন করিয়াছ, ক্ষমাগুণে পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছ, তেজে সূর্য্যদেবকে জয় করিয়াছ এবং বলে পবনকে পরাস্ত করিয়াছ। তোমাদিগের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক। নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হও, পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে। হে কৌন্তেয়! তুমি সমুদায় কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদিষ্ট হইয়াছ, অতএব যখন যাহা উপস্থিত হইবে, অবিকল সম্পাদন করিও।

সত্যবিক্রম যুধিষ্ঠির বিদুর কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যে আজ্ঞা বলিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তিনি প্রস্থান করিলে পর দ্রৌপদী বিষণ্ণ মনে পৃথাসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে এবং তত্রত্য অন্যান্য প্রমদাদিগকে যথার্হ বন্দনা ও আলিঙ্গন করত স্বামীর অনুগমনের প্রার্থনা করাতে পাণ্ডবান্তঃপুরে মহান্ আর্ত্তনিনাদ হইতে লাগিল। কুন্তী দ্রৌপদীকে গমনোদ্যত দেখিয়া শোকে বিহ্বলা ও সাতিশয় কাতরা হইয়া গদ্গদস্বরে অতিকষ্টে কহিলেন, বৎসে! দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না, তুমি স্ত্রীধর্ম্মাভিজ্ঞ, সুশীলা, সাধ্বী, ও সদাচারবতী, তোমার গুণে উভয় কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে, অতএব স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তোমাকে উপদেশ দিবার আবশ্যক নাই। হে অনঘে! কৌরবেরা পরম ভাগ্যবান্, যেহেতু তোমার কোপানলে তাহারা দগ্ধ হয় নাই। বৎসে! আমি সর্ব্বদাই তোমার শুভানুধ্যান করিতেছি; তুমি সচ্ছন্দে গমন কর; পথে কিছুমাত্র অমঙ্গল হইবে না। ভবিতব্যতা অখণ্ডনীয় জানিয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীর চিত্ত কখনই বিকৃত হয় না; তুমি গুরুজন ও ধর্ম্ম কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া অচির কালমধ্যে শ্রেয়োলাভ করিবে, সন্দেহ নাই। বনে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক সহদেবের রক্ষণাবেক্ষণ করিও, তিনি যেন এই দুঃসহ দুঃখ পাইয়া বিষণ্ণ না হন। মুক্তবেণী দ্রৌপদী যে আজ্ঞা বলিয়া শোণিতাক্ত একমাত্র বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অবিরলবিগলিত জলধারাকুল লোচনে অনাথার ন্যায় প্রস্থান করিলেন। তিনি অশ্রুমুখী হইয়া দীনহীনের ন্যায় গমন করিতেছেন, দেখিয়া পৃথা দুঃখে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্রেরা বস্ত্রাভরণবিহীন; মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া লজ্জানম্র মুখে গমন করিতেছেন; শত্রুবর্গ হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং বন্ধুবান্ধবগণ শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী পুত্রদিগকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সমীপস্থ হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, হায় কি বিধিবিপর্য্যয়! যাহারা ভ্রমেও অধর্ম্মপথে পদার্পণ করে নাই, সর্ব্বদা যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর, অকপট ভক্তিসহকারে দেবার্চ্চনা করে, উদারস্বভাব ও সচ্চরিত্রের অগ্রগণ্য, তাহাদিগের এই বিষম ব্যসন উপস্থিত হইল; এক্ষণে কাহাকে অপরাধী করিব, আমারই ভাগ্যদোষ বলিতে হইবে। আমি অতি হতভাগিনী, আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, এই নিমিত্ত অশেষ গুণালঙ্কৃত হইলেও তোমাদিগকে এই দুঃসহ দুঃখ ও অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতে হইল। তোমরা অসাধারণ বল, বীর্য্য, তেজ ও উৎসাহসম্পন্ন হইয়া দীনহীনের ন্যায় কিরূপে দুর্গম বনস্থলীতে বাস করিবে। যদ্যপি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম যে, তোমাদিগকে বনে বাস করিতে হইবে, তাহা হইলে পাণ্ডুর মরণানন্তর আর আমরা বারণাবতে প্রত্যাগমন করিতাম না। তোমাদিগের পিতাই ধন্য, তাঁহাকে এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল না, তিনি পরম সুখে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন এবং সেই অতীন্দ্রিয়জ্ঞান-সম্পন্ন মাদ্রীও পমর ধন্যা, যেহেতু তাঁহাকেও পুত্রদিগের দুরবস্থা সন্দর্শন করিতে হইল না। আমি অতিপাপীয়সী, মাদৃশ হতভাগিনী রমণী ধরণীতলে আর কেহই নাই, আমার জীবিততৃষ্ণায় ধিক, অদৃষ্টে যে কত ক্লেশ আছে, কিছুই বলিতে পারি না। হে পুত্রগণ! আমি বহুকষ্টে তোমাদিগকে লাভ করিয়াছি, তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, তোমাদিগের সহিত বনে গমন করিব, তথাপি এমন সৎপুত্র আমি কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না,

হা বৎসে দ্রৌপদি! তুমিও কি আমাকে পরিত্যাগ করিবে। বুঝি, বিধাতা অসুখধর্ম্মে আমার অন্ত বিধান করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, নতুবা এখনও কেন জীবিত রহিয়াছি। হা কৃষ্ণ! তুমি কোথায় রহিলে! শীঘ্র আমাদিগের পরিত্রাণ কর, তুমি সকলের ত্রাণকর্ত্তা, এই নিমিত্ত লোকে বিপদে পতিত হইলে উচ্চৈঃস্বরে তোমাকে স্মরণ করে, অতএব দেখিও, যেন, তোমার বিপদভঞ্জন নামে কলঙ্ক হয় না। পাণ্ডবেরা পরম ধার্ম্মিক, ইহারা দুঃখ ভোগ করিবার উপযুক্ত নহে, ইহাদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ কর। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি নীতিবিশারদ ব্যক্তিসকল থাকিতে কেন এমন বিপদ্ উপস্থিত হইল। হা মহারাজ পাণ্ডো! তুমি কোথায় রহিয়াছ? বিপক্ষেরা তোমার নিরপরাধী পুত্রদিগকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাসিত করে। নাথ! এমন সময়ে কি উপেক্ষা করা উচিত। বৎস সহদেব! তুমি নিবৃত্ত হও, কুপুত্রের ন্যায় আমাকে পরিত্যাগ করিও না, তোমাকে না দেখিলে আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। যদি তোমার ভ্রাতারা সত্যকেই পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহারা গমন করুন, তুমি নিকটে থাকিয়া আমার পরিত্রাণ কর, তাহা হইলে এই স্থানেই অনুত্তম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে।

পুত্রবৎসলা কুন্তী এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, পাণ্ডবেরা তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিদুর পাণ্ডবদিগের শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া শোকবিহ্বলা কুন্তীকে নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক ধীরে ধীরে তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পত্নীগণ কৃষ্ণার বনপ্রয়াণ ও দ্যূতমণ্ডলে তাঁহার কেশাকর্ষণবৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া কৌরবদিগকে নিন্দা করত মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন এবং কপালে করার্পণ করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের অন্যায়াচরণ সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি শোকাকুল ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া শীঘ্র বিদুরসন্নিধানে দূত প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিদুর ধৃতরাষ্ট্রসদনে উপনীত হইলে, রাজা উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র দীর্ঘদর্শী বিদুরকে সমাগত জানিয়া ভীতচিত্তের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ক্ষত্তঃ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সব্যসাচী, নকুল, সহদেব, ধৌম্য এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী কিপ্রকারে গমন করিতেছেন বল; আমি তাঁহাদিগের বিচেষ্টিত সকল শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির বসন দ্বারা আপনার মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া এবং ভীমসেন বিশাল বাহুদ্বয় অবলোকন করত গমন করিতেছেন; সব্যসাচী বালুকা বপন করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ যাইতেছেন; সহদেব আলিপ্ত মুখে ও পরমসুন্দর নকুল আকুল হৃদয়ে ধূলিধূসরিত কলেবরে জ্যেষ্ঠের অনুগত হইয়াছেন। আয়তলোচনা সুকুমারী দ্রুপদকুমারী আলুলায়িত কেশপাশে মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠিত করিয়া রোদন করিতে করিতে রাজার অনুগমন করিতেছেন। পুরোহিত ধৌম্য, যাম্য, সাম ও রৌদ্র মন্ত্রসকল গান করত পথে তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিদুর! পাণ্ডবগণ বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া গমন করিতেছেন, ইহার কারণ কি?

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! ধীমান যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক শঠতাপু-

র্ব্বক হৃতরাজ্য ও হৃতসর্ব্বস্ব হইলেও তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় নাই। তিনি দুর্য্যোধনাদির প্রতি নিয়ত করুণা প্রকাশ করিতেন, তথাপি তাহারা তাঁহাকে ছলপূর্ব্বক রাজ্যভ্রষ্ট করিল, এই ক্রোধে তিনি নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়াছেন; এই দারুণ দৃষ্টিপাতে কাহাকেও দগ্ধ হইতে না হয়, এই ভাবিয়া তিনি মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া গমন করিতেছেন। বাহুধনদর্পিত ভীমসেন "বাহুবলে আমার সমান কেহই নাই," এই মনে করিয়া শত্রুগণের প্রতি বাহুবলের অনুরূপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করত বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া যাইতেছেন। ধনঞ্জয় শরবর্ষণ উদ্দেশে বালুকা বর্ষণ করিতেছেন; তিনি দুঃসহ বালুকাবর্ষণের ন্যায় অরাতিগণের প্রতি শর বর্ষণ করিবেন; কেহ চিনিতে না পারে, এই জন্য সহদেব আলিপ্তমুখ হইয়াছেন। নকুল স্ত্রীগণের মনোমোহিনী মূর্ত্তি গোপন করিবার আশয়ে সর্ব্বাঙ্গ পাংশুলিপ্ত করিয়াছেন। রজস্বলা শোণিতার্দ্রবসনা মুক্তকেশী দ্রৌপদী রোদন করিতে করিতে কহিতেছেন, আমি যাহাদের নিমিত্ত এই দারুণ দশান্তর প্রাপ্ত হইলাম, চতুর্দ্দশ বর্ষে তাহাদের রজস্বলা ভার্য্যারা, পতি পুত্র বন্ধুবান্ধব বিনষ্ট হইলে শোণিতদিগ্ধাঙ্গী, মুক্তকেশী ও কৃততর্পণা হইয়া হস্তিনা নগরে প্রবেশ করিবে। কুশহস্ত ধৌম্য পুরোহিত "ভরতকুল নিহত হইলে কুরুকুলের গুরুগণ এইরূপ সাম গান করিবে," এই কথা কহিয়া সাম ও যাম্য গান করত অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। পৌরগণ সাতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতেছে যে, "হা! দেখ, আমাদের রক্ষাকর্ত্তারা গমন করিতেছেন; কুরুবৃদ্ধগণের চেষ্টা নিতান্ত বালকের ন্যায়; অতএব তাঁহাদের আচরণে ধিক; তাঁহারা লোভপরতন্ত্র হইয়া পাণ্ডুর উত্তরাধিকারীগণকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন; আমরা পাণ্ডবহীন হইয়া অনাথ হইলাম; দুর্ব্বিনীত লুব্ধপ্রকৃতি কৌরবগণের প্রতি আমাদের প্রীতি কোথায়?" পুরবাসিগণ এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে; পাণ্ডবেরাও আকার ইঙ্গিত দ্বারা মনোগত ব্যবসায় প্রকাশ করিতে করিতে বনগমন করিলেন। সেই মহাপুরুষেরা হস্তিনা হইতে প্রস্থান করিলে পর বিনা মেঘে বিদ্যুৎ প্রকাশ, ভূমিকম্প ও নগরমধ্যে উল্কাপাত হইতে লাগিল; এবং রাহুগ্রহ বিনাপর্ব্বে দিবাকরকে গ্রাস করিল; মাংসভোজী গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ দেবালয়, অশ্বত্থাদি বৃক্ষ, প্রাচীর ও অট্টালিকাতে নিনাদ করিতেছে। মহারাজ! আপনার দুর্ম্মন্ত্রণায় ভরতকুল বিনাশের নিমিত্ত এই সকল অশিবসূচক লক্ষণ আবির্ভূত হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ধীমান্ বিদুর এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষিপরিবৃত দেবর্ষিসত্তম নারদ সভামধ্যে কুরুগণের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর বাক্যে কহিলেন, অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বলে কুরুকুল নির্ম্মূলিত হইবে। তিনি এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মশোভা ধারণপূর্ব্বক শীঘ্র আকাশপথ অবলম্বন করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং সুবলনন্দন শকুনি দ্রোণাচার্য্যকে প্রধান অবলম্বন বিবেচনা করিয়া পাণ্ডবদিগের সমুদায় রাজ্য তাঁহাকেই প্রদান করিল।

দ্রোণাচার্য্য, অসহিষ্ণু দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণপ্রভৃতি সকলকে কহিলেন, দ্বিজাতিগণ দেবপুত্র পাণ্ডবদিগকে অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি শরণাগত সর্ব্ব প্রযত্নে অনুরক্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি না, যাহা হউক, অতঃপর দৈবই মূলাধার। পাণ্ডবগণ ধর্ম্মতঃ

পরাজিত হইয়া বনে গমন করিতেছেন, তাঁহারা অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া পরে দুঃখ জন্য রোষ ও অমর্ষপরবশ হইয়া বৈরনির্য্যাতন করিবেন। আমিও সখিবিগ্রহে দ্রুপদ রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলে, তিনি আমার প্রাণ সংহারের নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইরূপে যাগ, উপযাগ ও তপস্যা দ্বারা ধনুঃ, কবচ ও শরধারী অগ্নিবর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন পুত্র ও ক্ষীণমধ্যা অনিন্দিতা দ্রৌপদী কন্যা লাভ করিলেন; সেই দেবদত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের শ্যালক; তিনি তাঁহাদিগের প্রিয়তর হইয়াছেন; এই নিমিত্ত আমি মর্ত্ত্য ধর্ম্মপ্রযুক্ত তাঁহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়াছি। "ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের মৃত্যুস্বরূপ" এই কথা বিশেষরূপে প্রথিত আছে, দ্রুপদনন্দন আমার বধের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছে; এক্ষণে তাহার বৈর নির্য্যাতনের উত্তম অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অতএব শীঘ্র সাবধান হও। বিশেষতঃ শত্রুঘাতী দ্রুপদ তাঁহাদের পক্ষ হইয়াছেন। হে কৌরবগণ! যে অর্জ্জুন রথী এবং মহারথ গণনাসময়ে অগ্রগণ্য হইয়া থাকেন, যিনি আমার নিতান্ত প্রীতিপাত্র; তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা অপেক্ষা পৃথিবীমধ্যে অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? যাহা হউক, তোমার এই সুখ হেমন্তকালীন তালছায়ার ন্যায় মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী; অতএব প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, ভোগ কর এবং দান কর; ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলেই তোমাকে বিপন্ন হইতে হইবে।

ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! আচার্য্য মহাশয় যথার্থ কহিতেছেন, অতএব তুমি পাণ্ডবগণকে প্রত্যাবৃত্ত কর। যদি তাহারা প্রত্যাবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে শস্ত্র, রথ, পদাতি ও ভোগ দ্বারা সৎকৃত করিয়া বিদায় কর।

নবসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বনে গমন করিলে পর ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সঞ্জয় আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি পাণ্ডবদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর হইয়াছেন, অতএব বিষাদের কারণ কি? ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহারথ মহাবীর যুদ্ধবিশারদ পাণ্ডবগণের সহিত যাহাদের শত্রুতা, তাহাদের নির্ব্বিষাদ স্বপ্নের অগোচর। তখন সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তোমারই অদৃষ্টক্রমে এই মহতী শত্রুতা সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনবরত লোক বিনাশ হইবে। যৎকালে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবসহধর্ম্মিণী ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিবার পরামর্শ করে; মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাহাকে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন। দুরাত্মা তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া পাঞ্চালীকে আনয়ন করিতে আদেশ দিয়া সূতপুত্র প্রাতিকামীকে প্রেরণ করিল। দেবগণ যাহাকে পরাভব করিতে বাঞ্ছা করেন, ক্রমে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হয়, সে ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া যায়। বুদ্ধি কলুষিত ও বিনাশ সমুপস্থিত হইলে পর অনয় নয়ের ন্যায় অনর্থ অর্থের ন্যায় ও অর্থ অনর্থের ন্যায় বোধ হইতে থাকে। কাল স্বয়ং দণ্ড উদ্যত করিয়া কাহারও মস্তক চূর্ণ করেন না; তাঁহার প্রভাবেই লোকে বিপরীতবুদ্ধি হইয়া উৎসন্ন হয়। দুরাত্মা সভামধ্যে পাঞ্চালীর কেষাকর্ষণ করিয়া এই অতিভয়ানক তুমুল কাণ্ড সমুপস্থিত করিয়াছে। অসামান্য রূপলাবণ্য-সম্পন্না, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞা, যশস্বিনী, অযোনিজা, সূর্য্যবংশসম্ভূতা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিতে দুরাত্মা দ্যূতাসক্ত প্রবঞ্চক ব্যতীত আর কা-

হার সাহস হয়? রজস্বলা শোণিতপরিপ্লুতা দ্রুপদনন্দিনী সেই সময় পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তৎকালে হৃতরাজ্য, হৃতবস্ত্র, হৃতশ্রীক, সর্ব্বকামবিহীন ও দাসভাবাপন্ন হইয়াছিলেন; কি করেন, সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরক্ষানুরোধে অগত্যা বলবিক্রম প্রকাশে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও কর্ণ,সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও দ্রুপদতনয়াকে কটূক্তি করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই সমুদায় নিতান্ত অনর্থের মূল বোধ হইতেছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পতিব্রতা দ্রুপদনন্দিনী দুঃখিতান্তঃকরণে দীননয়নে নিরীক্ষণ করিলে সমস্ত মেদিনীমণ্ডল দগ্ধ হইয়া যায়; বোধ হয়, অদ্য আমার পুত্রগণ একেবারে বিধ্বস্ত হইল। ধর্ম্মচারিণী রূপযৌবনশালিনী পাণ্ডবপ্রণয়িনী পাঞ্চালরাজনন্দিনীকে সভায় সমাগত দেখিয়া গান্ধারীপ্রভৃতি ভরতবংশীয় মহিলাগণ ও সমুদায় প্রজাগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিল। তাহারা প্রত্যহই দ্রৌপদীর নিমিত্ত অনুশোচন করে। জনপদনিবাসী ব্রাহ্মণগণ পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সায়াহ্নে অগ্নিহোত্রে হোম করেন নাই। তৎকালে মহাঘোর নির্ঘাতশব্দ, উল্কাপাত, সূর্য্যগ্রহণপ্রভৃতি সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হইতে লাগিল; প্রজাগণের অন্তঃকরণে অকারণে মহাভয় উপস্থিত হইল; হঠাৎ রথশালা দগ্ধ হইতে লাগিল; কুরুকুল ক্ষয়ের নিমিত্ত ধ্বজসমুদায় ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইল; শৃগালসকল দুর্য্যোধনের অগ্নিহোত্রগৃহমধ্যে ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং গর্দ্দভগণ চতুর্দ্দিকে শব্দ করিতে লাগিল। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত ও বাহ্লিক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন আমি বিদুরের পরামর্শানুসারে দ্রৌপদীকে তাঁহার অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে কহিলাম। পাঞ্চালীও আমার নিকট সরথ সশরাসন পাণ্ডবগণের অদাসত্বরূপ বর লইলেন।

হে সঞ্জয়! তদনন্তর সর্ব্বধর্ম্মবিৎ বিদুর আমাকে কহিলেন যে, পাঞ্চালরাজনন্দিনী কৃষ্ণা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, ইনি যখন সভামধ্যে আনীতা হইয়াছেন, তখন আর নিস্তার নাই; কুরুবংশের এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। ঐ দেখ, পাঞ্চালী পাণ্ডবগণের সহিত গমন করিতেছেন; উহাঁর এতাদৃশ ক্লেশ দর্শন করিয়া পাণ্ডবেরা কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। বৃষ্ণি ও মহারথ পাঞ্চালগণ সত্যসন্ধ বাসুদেব কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। অর্জ্জুন পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া আসিবেন এবং মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তাহাদিগের মধ্যে যমদণ্ডের ন্যায় গদা ঘূর্ণন করিতে করিতে আগমন করিবেন। তখন ভূপতিগণ কখনই অর্জ্জুনের গাণ্ডীবনির্ঘোষ ও ভীমের ভীম গদাবেগ সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব আমার মতে পাণ্ডবগণের সহিত বিগ্রহ অপেক্ষা সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ। পাণ্ডবগণ কৌরবগণ অপেক্ষা অধিকতর বলবান্, একাকী ভীমসেন মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ জরাসন্ধকে বাহুযুদ্ধে সংহার করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর; নিঃশঙ্কচিত্তে উভয় পক্ষ যোগ করিয়া দেও; ইহা করিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। হে সঞ্জয়! বিদুর আমাকে এই ধর্ম্মার্থসংযুক্ত উপদেশ বাক্য কহিয়াছিলেন; কিন্তু আমি পুত্রগণের হিতচিকীর্ষায় তখন তাঁহার সেই উপদেশ গ্রহণ করিলাম না।

অনুদ্যূতপর্ব্ব সমাপ্ত।

সভাপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

এই সভাপর্ব্বেও পূর্ব্বতন লিপিকরগণের প্রমাদবশতঃ অধ্যায়াধিক্য ও শ্লোকাধিক্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঐ আধিক্য যে কোথায় হইয়াছে, তাহার নিশ্চয় হয় না।